ক্র নং	শাখার নাম	অঞ্চল	উদ্যোক্তা/প্রকল্প	পণ্য	পৃষ্ঠা নং
১	ধামরাই শাখা	ঢাকা	রিংকি টেইলার্স এন্ড ফ্যাশন	তৈরী জামাকাপড়	১
২	হরিরামপুর শাখা	ঢাকা	মিলা	মৎস্য	২
৩	কেরানীগঞ্জ শাখা	ঢাকা	মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	গরুর দুধ ও মাংস	৩
৪	সাভার শাখা	ঢাকা	মোসা: রাফিয়া তাহের	ঔষধ পণ্য বিক্রয়	৪
৫	সিংগাইর শাখা	ঢাকা	দীপক দাস	ক্রোকারিজ দ্রব্য	৫
৬	আশুলিয়া শাখা	ঢাকা	খুকুমনি	মুরগীর মাংস	৬
৭	নারায়ণগঞ্জ সদর শাখা	নারায়ণগঞ্জ	মো: আবু তাহের	গরুর দুধ ও মাংস	৭
৮	আড়াইহাজার শাখা	নারায়ণগঞ্জ	রহিম মিয়া	তাত কাপড় উৎপাদন	৮
৯	সোনারগাঁও শাখা	নারায়ণগঞ্জ	আলমগীর চৌধুরী	মুদি মনোহরী দ্রব্য	৯
১০	ভৈরব শাখা	নারায়ণগঞ্জ	সপ্না বেগম	মৎস ও কৃষি পণ্য	১০
১১	শ্রীনগর শাখা	নারায়ণগঞ্জ	আলী আক্কাস ঢালী	গরুর দুধ ও মাংস	১১
১২	শ্রীপুর শাখা	গাজীপুর	মেসার্স ময়না ডেইরী এন্ড পোল্টি	গরুর দুধ ও মাংস	১২
১৩	শিবপুর শাখা	গাজীপুর	মের্সাস তুহিন স্টোর	মুদি মনোহরী দ্রব্য	১৩
১৪	পলাশ শাখা	গাজীপুর	জাকিয়া সুলতানা	মুরগীর মাংস	১৪
১৫	মাধবদী শাখা	গাজীপুর	মোঃ মোবারক হোসেন	সুতা উৎপাদন	১৫
১৬	গাজীপুর শাখা	গাজীপুর	পারুল আপার কোয়েল খামার	কোয়েল পাখির ডিম ও মাংস, মধু	১৬
১৭	কাপাসিয়া শাখা	গাজীপুর	মেসার্স শিবলু এন্টারপ্রাইজ	সার ও কীট নাশক	১৭
১৮	ভালুকা শাখা	ময়মনসিংহ	এমদাদ	গরুর মাংস	১৮
	হালুয়াঘাট শাখা	ময়মনসিংহ	মোঃ আমিনুল ইসলাম	থান কাপড়	
২০	ঈশ্বরগঞ্জ শাখা	ময়মনসিংহ	মোঃ রমজান আলী	ভাঙ্গারী পণ্য, প্লাস্টিকের পণ্য উৎপাদন	২০
২১	কেন্দুয়া শাখা	ময়মনসিংহ	এস.টি টেলিকম	মুদি মনোহারী ও টেলিকম পণ্য	২১
২২	মোহনগঞ্জ শাখা	ময়মনসিংহ	মোঃ আমিরুল ইসলাম	মৎস্য	২২
২৩	ফটিকছড়ি শাখা	চট্টগ্রাম	রমজান নার্সারি	গাছের চারা, ফুল ও ফল	২৩
২৪	মিরসরাই শাখা	চট্টগ্রাম	মনোয়ারা বেগম	পাটি, শীতলপাটি, নকসী পাটি, বসার মোড়া, নকসী কাঁথাসহ বিভিন্ন ধরনের হস্ত নির্মিত পণ্য	২৪
২৫	রাঙ্গুনিয়া শাখা	চট্টগ্রাম	নক্ষত্র ফ্যাশন	জামা কাপড়, গার্মেন্টস	২৫
২৬	চট্টগ্রাম শাখা	চট্টগ্রাম	মোঃ ফোরকান	হার্ডওয়্যার দ্রব্যাদি	২৬
২৭	রাউজান শাখা	চট্টগ্রাম	মোরশেদ পোল্ট্রি র্ফাম	মুরগী	২৭
২৮	চন্দনাইশ শাখা	কক্সবাজার	জমির উদ্দিন সাকিব	গরুর দুধ	২৮
২৯	রামু শাখা	কক্সবাজার	তাহেরা গ্লাস হাউস এন্ড থাই	কাচ ও থাই জাতীয় পণ্য	২৯
৩০	পটিয়া শাখা	কক্সবাজার	মেসার্স ফরিদ পোল্ট্রি এন্ড ডেইরী ফাম	মুরগীর মাংস ও গরুর দুধ	৩০
৩১	আনোয়ারা শাখা	কক্সবাজার	মেসার্স ফরিদ পোল্ট্রি ফার্ম	মুরগীর মাংস	৩১
৩২	কক্সবাজার শাখা	কক্সবাজার	বেলাল এন্টারপ্রাইজ এন্ড ষ্টেশনারী	স্টেশনারী পণ্য	৩২
৩৩	তালা শাখা	খুলনা	মোঃ আঃ জব্বার সরদার	কুল ফল, গরুর দুধ	৩৩

ক্র নং	শাখার নাম	অঞ্চল	উদ্যোক্তা/প্রকল্প	পণ্য	পৃষ্ঠা নং
৩৪	বাঘারপাড়া শাখা	খুলনা	মোঃ তুহিনুর রহমান	পেয়ারা, মাল্টা	৩৪
৩৫	মণিরামপুর শাখা	খুলনা	শুভেচ্ছা আইসক্রিম	আইসক্রিম জাতীয় পণ্য	৩৫
৩৬	নওয়াপাড়া শাখা	খুলনা	মর্জিনা খাতুন	মেডিকেল তুলা, ব্যান্ডেজ, সার্জিক্যাল গজ, এ্যাবডোমেনাল বেল্ট, স্যানিটারী ন্যাপকিন ও মাস্ক উৎপাদন	৩৬
৩৭	রামপাল শাখা	খুলনা	রফিকুল মৎস্য খামার	মৎস্য	৩৭
৩৮	কুষ্টিয়া শাখা	কুষ্টিয়া	মেসার্স খামার বাড়ী এগ্রো	গরুর মাংস, দুধ	৩৮
৩৯	কালীগঞ্জ শাখা	কুষ্টিয়া	মোঃ আমিরুল ইসলাম	পেয়ারা	৩৯
৪০	কুমারখালী শাখা	কুষ্টিয়া	পান্না গরু মোটাতাজাকরন খামার	গরুর মাংস	৪০
৪১	দামুড়হুদা শাখা	কুষ্টিয়া	আকুল খান নার্সারি	মাল্টা	৪১
৪২	মাগুরা শাখা	কুষ্টিয়া	মো: তৈয়েবুর রহমান	গরুর মাংস, দুধ	৪২
৪৩	আদিতমারী শাখা	রংপুর	মোছাঃ বিউটি বেগম	গরু, ছাগল, ভেড়ার দুধ ও মাংস এবং হাস ও মুরগীর মাংস, পাখির বাচ্চা বিক্রয়	৪৩
৪৪	ফুলবাড়ী শাখা	রংপুর	হুরিশংকর রায়	গরুর মাংস	৪৪
৪৫	নিলফামারী শাখা	রংপুর	মোঃ মিজানুর রহমান	গরুর মাংস	৪৫
৪৬	পাটগ্রাম শাখা	রংপুর	মো: জেনারেল	মুদি মনোহারী দ্রব্য	৪৬
৪৭	পীরগাছা শাখা	রংপুর	মো: নজরুল ইসলাম	ফার্নিচার সামগ্রী	৪৭
৪৮	সৈয়দপুর শাখা	দিনাজপুর	মোছাঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন	হাস ও বিভিন্ন জাতের মুরগীর মাংস, কবুতর	৪৮
৪৯	উলিপুর শাখা	দিনাজপুর	নুর অয়েল মিল	তেল মিল ও কৃষি দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত দ্রব্য	৪৯
৫০	গোমস্তাপুর শাখা	রাজশাহী	মোসাঃ সখিনা বেগম	কাগজের ঠোংগা তৈরি ও বিক্রয়	৫০
৫১	বড়াইগ্রাম শাখা	রাজশাহী	মেসার্স সেলিম ট্রেডাস	ভাংড়ী মালামাল	৫১
৫২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা	রাজশাহী	পলক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ	গাড়ি সার্ভিসিং	৫২
৫৩	বাগমারা শাখা	রাজশাহী	পিন্টু পান বরজ	পান	৫৩
৫৪	নন্দীগ্রাম শাখা	বগুড়া	আল-রউফ বস্ত্র বিতান	শাড়ি, কাপড়, লুঙ্গি ইত্যাদি	৫৪
৫৫	শাহজাহানপুর শাখা	বগুড়া	মোঃ হযরত কবীর	গরুর মাংস, দুধ	৫৫
৫৬	শ্রীমঙ্গল শাখা	সিলেট	জননী নার্সারি	বিভিন্ন প্রকার গাছের চারা	৫৬
৫৭	সিলেট শাখা	সিলেট	অনিবালা দেবী	তাতের তৈরী কাপড়	৫৭
৫৮	কমলগঞ্জ শাখা	সিলেট	মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ	মুদি মনোহারী দ্রব্য	৫৮
৫৯	হবিগঞ্জ শাখা	সিলেট	মোঃ শাহজাহান মিয়া	গরুর মাংস, দুধ	৫৯
৬০	বিয়ানীবাজার শাখা	সিলেট	সাইদ মৎস্য খামার	মৎস্য	৬০
৬১	শ্রীমঙ্গল শাখা	সিলেট	জরিনা বেগম	লেবু ও আনারস	৬১
৬২	বরিশাল শাখা	বরিশাল	মেসার্স আজিজ দুগ্ধ খামার	গরুর মাংস, দুধ	৬২
৬৩	বাউফল শাখা	বরিশাল	মেসার্স সিয়াম মৎস এন্ড ডেইরি ফাম	মৎস্য	৬৩
৬৪	ঝালকাঠী সদর শাখা	বরিশাল	মোঃ সহিদুল ইসলাম গাজী	মৎস্য ও সবজী	৬৪

ক্র নং	শাখার নাম	অঞ্চল	উদ্যোক্তা/প্রকল্প	পণ্য	পৃষ্ঠা নং
৬৫	নেছারাবাদ শাখা	বরিশাল	মেসার্স বুশরা ছোবড়া মিল	আশ, মৎস্য, মুরগীর ডিম, মাংস	৬৫
৬৬	রাজাপুর শাখা	বরিশাল	মোঃ মুসা হাওলাদার	গরুর মাংস	৬৬
৬৭	ভাংগা শাখা	ফরিদপুর	মোহাম্মদ আলমগীর হুসাইন	বিভিন্ন প্রকার ফল	৬৭
৬৮	টুংগীপাড়া শাখা	ফরিদপুর	আরিফুজ্জামান	মৎস্য	৬৮
৬৯	গোপালগঞ্জ শাখা	ফরিদপুর	তাহের বয়লার ফার্ম	মুরগীর ডিম ও মাংস	৬৯
৭০	মুকসুদপুর শাখা	ফরিদপুর	মোঃ শাহ নেওয়াজ খাঁ	গরুর মাংস, দুধ	৭০
৭১	সদরপুর শাখা	ফরিদপুর	শেখ আক্কাছ	লিচু, থাই পেয়ারা, পেপে, আপেল কূল	৭১
৭২	চান্দিনা শাখা	কুমিল্লা	ভুবন চন্দ্র সরকার	মুরগীর ডিম ও মাংস	৭২
৭৩	চৌদ্দগ্রাম শাখা	কুমিল্লা	মোঃ কামরুল ইসলাম	মৎস্য	৭৩
৭৪	কুমিল্লা আদর্শ সদর শাখা	কুমিল্লা	ইদ্রিস এন্টার প্রাইজ	হার্ডওয়্যার সামগ্রী	৭৪
৭৫	হাজীগঞ্জ শাখা	কুমিল্লা	প্রগতি ড্রিকিং ওয়াটার	পানি	৭৫
৭৬	নাসিরনগর শাখা	কুমিল্লা	জাহেদা পশু খামার	গরুর দুধ ও মাংস	৭৬
৭৭	কাজীপুর শাখা	বগুড়া	মো: সেলিম রেজা	তৈরী কাপড়	৭৭
৭৮	নোয়াখালী শাখা	নোয়াখালী	আবদুল জলিল	গরুর দুধ ও মাংস	৭৮
৭৯	লক্ষ্মীপুর শাখা	নোয়াখালী	মোঃ দেলোয়ার হোসেন	গার্মেন্টস সামগ্রী	৭৯
৮০	বেগমগঞ্জ শাখা	নোয়াখালী	মোঃ আলমগীর হোসেন	ইঞ্জিনিয়ারিং ও ওয়ার্কশপ	৮০
৮১	সোনাগাজী শাখা	নোয়াখালী	আফতাব উদ্দিন	মুরগীর ডিম ও মাংস	৮১
৮২	ফেনী শাখা	নোয়াখালী	দিল আফরোজ	টেইলারিং, প্রশিক্ষন	৮২
৮৩	নাগরপুর শাখা	টাঙ্গাইল	আনিছুর ডেইরী ফাম	গরুর দুধ ও মাংস	৮৩
৮৪	মধুপুর শাখা	টাঙ্গাইল	মোঃ আব্দুল হান্নান	আনারস	৮৪
৮৫	কালিহাতী শাখা	টাঙ্গাইল	মোছা: পরাণ	মুদি মনোহারী	৮৫
৮৬	টাঙ্গাইল শাখা	টাঙ্গাইল	আরিয়ান এন্টার প্রাইজ	মুরগীর ডিম ও মাংস	৮৬
৮৭	সখিপুর শাখা	টাঙ্গাইল	মোঃ গোলাম মোস্তফা	মুরগীর ডিম ও মাংস	৮৭
৮৮	ঠাকুরগাও শাখা	দিনাজপুর	শুকুর আলী	বিভিন্ন প্রকার সবজী	৮৮
৮৯	ঠাকুরগাও শাখা	দিনাজপুর	মোঃ শফিকুল ইসলাম	বিভিন্ন প্রকার সবজী ও চা	৮৯
৯০	পঞ্চগড় শাখা	দিনাজপুর	হরিদ্র পাল	মৃৎ শিল্প	৯০
৯১	পীরগঞ্জ শাখা	দিনাজপুর	মোঃ মনতাসের রহমান	মৎস্য	৯১
৯২	বিরল শাখা	দিনাজপুর	মোঃ মোজাহারুল ইসলাম	লিচু	৯২

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহোদয়ের কর্মকালীন সাফল্য

ক্র. ন.	সূচক	পরিমান/সংখ্যা (পরিমান কোটি টাকায়)		হ্রাস/বৃদ্ধি (+/-) (পরিমান কোটি টাকায়)	
		জুন ২০২১	জুন ২০২০	পরিমান /সংখ্যা	প্রবৃদ্ধি (%)
১.০	পরিশোধিত মূলধন	৩২৬	২৯৪	৩২	১১.০১
	• সরকার	৯৫	৮৫	১০	১১.৭৬
	• অনান্য	২৩১	২০৯	২২	২৫.৮৮
২.০	ঋণ ও অগ্রীম স্থিতি	১৪৪০	১২৬০	১৮০	১৪.২৮
৩.০	মোট সম্পদ	১৫২২	১৪৬৯	৫৩	৩.৬০
৪.০	ঋণ বিতরণ	৮৩৫	৫৭৬	২৫৯	৪৫.০১
৫.০	ঋণ আদায়	৭৬৫	৬০৯	১৫৬	২৫.৬৬
৬.০	আদায়ের হার (%)	৯৬.৮৩	৯৫.৬৪	১.১৯	১.২৪
৭.০	শ্রেণীকৃত ঋণ আদায়	৭৫	৪৩	৩২	৭৪.৬৭
৮.০	ঋণ স্থিতির বিপরীতে শ্রেণীকৃত ঋণের হার	১০.২৪%	১৬.১৯%	-৫.৯৫%	-৩৬.৭৫
৯.০	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	১,৫৪,৬২৫	১,৫০,২২৮	৪,৩৯৭	২.৯৩
১০.০	ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	১৪,৩০,৪৩৭	১৩,৯০,৬০৩	৩৯,৮৩৪	২.৮৬
১১.০	ক্রমপুঞ্জিভুত ঋণ বিতরনের পরিমান (কোটি টাকায়)	৭২৯৮	৬৪৬৩	৮৩৫	১২.৯১
১২.০	ব্যাংকের সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধি	২৮৭৮	১৩৬০	১৫১৮	১১১.৬২
১৩.০	পদোন্নতি প্রদান	-	৪৮৫	৪৮৫	-
১৪.০	কর্পোরেট ট্যাক্স প্রদান (২০০৪-০৫ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত)	৪৩.৫১	-	৪৩.৫১	-
১৫.০	সরকারের অনুকুলে ডিভিডেন্ড প্রদান (২০০৪-০৫ হতে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত)	১৯.৮৯	-	১৯.৮৯	-

ধামরাই শাখা, ঢাকা

একজন সফল নারী উদ্যোক্তার গল্প "মোসাঃ শিউলী আক্তার"

প্রকল্পের নামঃ রিংকি টেইলার্স এন্ড ফ্যাশন
প্রোপাইটরঃ মোসাঃ শিউলি আক্তার

সাত বছর তৈরী পোশাক শিল্পে চাকুরী শেষে হতাশায় জর্জরিত ও দারিদ্রে নিষ্পেষিত **মোসাঃ শিউলী আক্তার;** স্বামী- মোঃ নরকি খান, পিতা- মোঃ মিজানুর রহমান, বারিল্যা, রোয়াইল-১৮২২, ধামরাই, ঢাকা বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ধামরাই শাখা থেকে জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে রিংকি টেইলার্স এন্ড ফ্যাশন নামে একটি ছোট টেইলারিং ব্যবসা শুরু করেন। তৈরী পোশাক শিল্পে চাকুরীর অভিজ্ঞতা, অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা, মনোবল ও ধামরাই শাখা থেকে প্রাপ্ত জামানত বিহীন ক্ষুদ্র ঋণকে পুজি করে ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন এবং একই সাথে সাফল্যের মুখ দেখতে থাকেন।

পরবর্তিতে পরিবারের সমর্থন নিয়ে বাবার জমি ব্যাংকে সহজামানত রেখে ২০/১২/২০১৭ তারিখে ধামরাই শাখা ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। উক্ত টাকা সঠিক ভাবে পরিশোধ করে পুনরায় ২৬/০৫/২০১৯ ধামরাই শাখা ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণ চলাকালে মোসাঃ শিউলী আক্তার ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন ।

রিংকি টেইলার্স এন্ড ফ্যাশন এর পাশাপাশি একটি বড় মুদি দোকান প্রতিষ্ঠা করেন, তিনটি ব্যাটারি চালিত অটোরিক্সা এবং নিজের নামে জমি ক্রয় করেন। তিনি ০৪/১০/২০২১ তারিখে ধামরাই শাখা থেকে গৃহীত ২য় দফার ৩,০০,০০০/- টাকার ঋণ সঠিক ভাবে পরিশোধ করে পুনরায় ০৪/১০/২০২১ তারিখে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণের জন্য আবেদন করেছেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ধামরাই শাখা মোসাঃ শিউলী আক্তার এর সাফল্যের অংশীদার হতে পেরে গর্বিত ।

হরিরামপুর শাখা, ঢাকা

'মৎস্য চাষে ভিডিপি সদস্য মিলা ও তার স্বামী মোঃ জামাল প্রামানিক এর সাফল্য গাথা'

জনাব মিলা, স্বামী মোঃ জামাল প্রামানিক, গ্রাম-উত্তর চাঁনপুর, পোঃ হেলাচিয়া, থানা- হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হরিরামপুর শাখার সেন্টার নং ০৭/ম, সেন্টার নাম- উত্তর চাঁনপুর হতে ২৯/০১/২০০৮ তারিখে ২০,০০০/- টাকা মাত্র মৎস্য চাষের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করেন, তার সামান্য মজা পুকুরে গৃহিত টাকার সদ্ব্যবহার করে তিনি সফল হন পরবর্তীতে ২য় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন এভাবে তিনি ৮ম দফা পযর্ন্ত ৫০,০০০/- টাকা করে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করেন, এভাবে তিনি তার গৃহিত ঋণের সদ্ব্যবহার করায় তার স্বামী তার সামান্য মজা পুকুরকে (পাশের জমি) খনন করে বিশাল পুকুর করেন এবং মৎস্য চাষের প্রকল্প গ্রহন করেন। এই প্রকল্পে ৪/১০/২০১৫ তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হরিরামপুর শাখা ৫,০০,০০০/- টাকা মাত্র মৎস্য চাষ খাতে ঋণ প্রদান করেন।

উল্লেখ্য (তার স্বামীও একজন ভিডিপি সদস্য)। বিনিয়োগকৃত ঋণের সদ্ব্যবহার হওয়ায় আরও তিন দফায় সম পরিমান ঋণ গ্রহন করেন এবং ২৫/১১/২০১৮ তারিখে ২,০০,০০০/- টাকা এবং সর্বশেষ দফায় ২১/৬/২০২১ তারিখে ১,০০,০০০/- টাকা পাওয়ার টিলার ক্রয় এর জন্য ক্ষুদ্র ঋণ(বিবি) গ্রহন করেন, যার বর্তমান ঋণ স্থিতি ৭৫,৭১০/- টাকা মাত্র। তার প্রকল্পের বর্তমান অবস্থায় এমন যে তিনি ০৩ জন লোকের কর্মসংস্থান করেছেন, বাড়িতে গরু ও ছাগলের খামার করেছেন এবং তার পরিবারে দুই মেয়ে, বড় মেয়েকে এসএসি পাশ করিয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবারে সরকারী প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের সাথে বিয়ে দিয়েছেন এবং ছোট মেয়ে ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত, অত্র শাখায় তার ও তার স্বামীর নামে ১,০০০/- টাকার এসডিপিএস চলমান, এসব সম্ভব হয়েছে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বি হওয়ার কারনে। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি এতোটাই কৃতজ্ঞ যে, তিনি ব্যাংকের সকলের মঙ্গল কামনা করেন।

কেরানীগঞ্জ শাখা, ঢাকা

“ডেইরী ফার্ম প্রতিষ্ঠা করে জীবনের গতি বদলে দিয়েছেন মোহনপুরের জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান”

ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলার রুহিতপুর ইউনিয়নের মোহনপুর গ্রামের মৃত আব্দুল আলীর ছেলে মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন সদস্য। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কেরাণীগঞ্জ শাখা, ঢাকা থেকে প্রথম দফায় ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২০১৩ সালে ০২ টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। ২য় দফায় ২০১৫ সালে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও ০৩ টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। দুধ বিক্রি করে নিয়মিত ভাবে কিস্তির টাকা পরিশোধ করেন। তিনি ৩য় দফায় ২৭/১২/২০১৭ সালে গবাদী পশু ও গাভী পালন খাতে ৫.০০ লক্ষ ঋণ গ্রহণ করে আরও ০৩ টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। ৪র্থ দফায় তিনি ০৩/১২/২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলের ৫% সুদে ২.৫ বছর মেয়াদে কৃষি ঋণ খাতে গাভী পালনের উদ্দেশ্যে ৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আরও ০৩ টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে তাঁর ঋণ স্থিতি ছিল ৪,৬০,৩৬০/- টাকা। বর্তমানে তাঁর খামারে ০৮ টি দুধের গাভী ও ০৫ টি ষাঁড় গরু রয়েছে। উক্ত গাভীগুলি থেকে প্রতিদিন তিনি প্রায় ৮০-১০০ লিটার দুধ বিক্রি করেন। যার মাধ্যমে তিনি খামারের পরিচর্যা, সংসার পরিচালনা এবং ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ব্যয় বহন করেন। তাঁর দুই ছেলে ও এক মেয়ে। গরুর খামার প্রতিষ্ঠা করে জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বর্তমানে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও স্বাবলম্বী।

জীবন কিভাবে বদলাতে হয় ও আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হয়, অত্র এলাকায় জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান একটি জ্বলন্ত উদাহরন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম এবং গৃহীত ঋণ যথাযথ খাতে ব্যবহার করার মাধ্যমে তিনি সাফল্যের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়েছেন। ঋণ নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ করা তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। তিনি যথাসময়ে ও স্বল্প সুদে ঋণ পেয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কেরাণীগঞ্জ শাখা এবং অত্র ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং অত্র ব্যাংকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেছেন।

সাভার শাখা, ঢাকা

‘একজন নারী উদ্যোক্তা রাফিয়া তাহের এর ফার্মেসী ব্যবসায় সফলতা’

আমি মোসাঃ রাফিয়া তাহের, ঠিকানা- নয়া বাড়ী, সাভার পৌরসভা, সাভার, ঢাকা। ২০০৮ সালের শেষের দিকের কথা, স্বামীর অল্প আয়ের সংসারে ২ মেয়ে আর ১ ছেলে নিয়ে বড়ই অভাবে দিন কাটতো আমার। এমন সময় পাশের বাড়ীর হাজেরা খালার কাছ থেকে শুনতে পেলাম সাভার উপজেলার আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর কার্যালয়ের আয়োজনে গ্রামে মৌলিক প্রশিক্ষণ হবে। আমার ইচেছ হলো অংশ গ্রহন করতে কিন্তু শ্বাশুড়ি কোন ভাবেই অংশ গ্রহন করতে দিবেনা। তারপর শাশুড়ি মাকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজি করলাম। আমি অংশ গ্রহন করলাম এবং প্রশিক্ষণ সফল ভাবে শেষ করলাম। এর মাঝে জানতে পারলাম আনসার -ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহজ ঋণের কথা। আমার আশা সঞ্চার হলো। ঠিক পরের দিনই আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, সাভার শাখায় যোগাযোগ করলাম এবং ম্যানেজার স্যার আমাকে জামানত বিহীন প্রথম দফায় ৩০,০০০/- টাকা ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবস্থা করলেন। অনেক দিন ধরেই ব্যবসা করবো বলে ভাবতেছি কিন্তু টাকার অভাবে তা আর হয়ে উঠেনা। এখন মনে হলো স্বপ্ন বুনার সুযোগ এলো, ব্যবসায়ের পরিকল্পনা আমাদের আগেই ঠিক করা ছিল। শুরু করলাম স্বামীসহ ঔষধের (ফার্মেসী) ব্যবসা।

ব্যবসায়ের প্রথম দিকটা খুব একটা ভালো ছিল না নতুন ব্যবসা পুজি কম, সংসারে অভাব, সন্তানদের লেখা পড়া, ব্যাংকের কিস্তি তারপরও হাল ছাড়িনি, ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী মাসিক কিস্তি পরিশোধ করলাম। পরের বছর আবার ২০০৯ সালে ২য় দফায় ৫০,০০০/- গ্রহন করলাম। এভাবে আমি ২০১০ সালে ৩য় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধ করি। ব্যবসায়ে আশার আলো দেখতে পাই। আমি ব্যবসায়ে আরো মনোযোগী হই, আর আয়ের কিছু অংশ আমার সংসারে ব্যয় করি। ২০১১ সালে আমি ৪র্থ দফায় ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ করে যথা নিয়মে পরিশোধ করি। ২০১৩ সালে এসে ৫ম দফায় ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করি এবং যথানিয়মে পরিশোধ করি। আমার ব্যবসা বড় হতে লাগলো। আমার ছেলেমেয়েদের লেখা পড়া চালিয়ে যাচ্ছি। ষষ্ঠ দফায় ২০১৪ সালে ব্যবসাকে আরো বড় করে ব্যাংক থেকে ২,৫০,০০০/- টাকা, ২০১৮ সালে সপ্তম দফায় আবার ২,৫০,০০০/- টাকা, ২০২০ সালে এসে অষ্টম দফায় ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ে পরিশোধ করতে থাকি।

আমার ৩ সন্তানই শিক্ষিত, ২ জন অনার্স আর ১জন এসএসসি পাস করেছে। ছেলে আমার ব্যবসায়ের হাল ধরেছে। বতর্মানে ৩০ মাস মেয়াদে ৫,০০,০০০/- টাকা নিয়ে যথারীতি কিস্তি দিয়ে আসছি। ঋণের স্থিতি ৩০-০৬-২০২১ তারিখে ৩,৩২,৬৭৮/- । ব্যবসায়ের আয় হতে কিছু কিছু সঞ্চয় করে নিজের মত করে ৫ শতাংশ জমি ক্রয় করে একটি ২তলা বাড়ী করেছি। আমার অভাবের সেই দিন গুলো মুছেছে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহজ ঋণে, যা আমাকে একজন সফল নারী উদ্যোক্তা বানাতে সহায়তা করেছে।

সিংগাইর শাখা, ঢাকা

‘প্লাষ্টিক ব্যবসায় দীপক দাস এর সাফল্য গাঁথা’

আমি দীপক দাস, পিতা- হরিদাস, গ্রাম- জয়মন্টপ, উপজেলা- সিংগাইর, জেলা- মানিকগঞ্জ। ২০১০ সাল থেকে জয়মন্টপ বাজারে আমার আরএফএল প্লাস্টিক জিনিষ পত্রের ব্যবসা ছিল। দুর্ঘটনা বশতঃ হঠাৎ করে আমার দোকান ঘর আগুনে পুড়ে যায়। তখন আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। পরিবার পরিজন নিয়ে আমি নিঃস্ব হয়ে যাই। পুনরায় ব্যবসাটি চালু করার জন্য আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের নিকট কিছু টাকা ধার চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় কেউ আমাকে এই বিপদের সময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় নাই। পরে এক বন্ধুর পরামর্শে আনসার-ভিডিপি থেকে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করি এবং সেখান থেকে জানতে পারি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এ ধরনের ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের ঋণ প্রদান করে সহযোগিতা করে থাকে। তাই আমি আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, সিংগাইর শাখায় যোগাযোগ করলে এখানকার ম্যানেজার স্যার আমাকে যথেষ্ট আশ্বস্ত করেন এবং সহজ শর্তে ঋণ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

তিনি প্রথম ধাপে আমাকে ১৩/০৬/২০১৬ তারিখে এসএমই খাতে ২ বছর ৬ মাস মেয়াদে ২ লক্ষ টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করেন। ফলে ব্যবসাটিকে পুনরায় আমি আগের মত দাড় করানোর সুযোগ পাই এবং আস্তে আস্তে সফলতার মুখ দেখতে শুরু করি। এরপর ২য় ধাপে ১৩% সুদে ১ বছর মেয়াদে ১০ লক্ষ টাকা সিসি ঋণ নিয়ে ক্রোকারীজ ও গ্যাস সিলিন্ডারের দোকান দেই, ৩য় ধাপে ১৩% সুদে ১ বছর মেয়াদে ১০ লক্ষ টাকা সিসি ঋণ নিয়ে ১বছর ব্যবসা করে লাভের টাকা দিয়ে টিভি ফ্রিজের আরও একটি দোকান নেই। আমার ভিতরে একটা চিন্তা কাজ করতো, কি করে আমি ঋণের টাকা যথাযথ ভাবে পরিশোধ করবো। আমাকে কখনই ব্যাংক থেকে ঋণের টাকা পরিশোধের জন্য তাগাদা দিতে হয় নাই। তাই শাখার ম্যানেজার স্যার আমার লেনদেনে খুশি হয়ে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে ভয় পান নাই। চতুর্থ ধাপে আমি ১২% সুদে ২৭/০৭/২০২০ তারিখে ক্রোকারীজ ও গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবসা খাতে একবছর মেয়াদে ১০.০০ লক্ষ টাকা সিসি ঋণ গ্রহন করি। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে আমার ঋণ স্থিতি ১০.০০ লক্ষ টাকা।

এক এক করে আজ আমার তিনটি দোকান হয়েছে, যা পাঁচজন কর্মচারী দ্বারা পরিচালনা করছি। আজ আমি সাবলম্বী, আমার একটি মাত্র মেয়ে স্থানীয় একটি স্কুলে লেখা পড়া করে, এলাকার মানুষ যারা এক সময় মনে করত আমি আর ঘুড়ে দাড়াতে পারবো না, তারা এখন আমাকে একজন বড় সফল ব্যবসায়ী হিসেবে চেনে। আজ তারা জানতে চায় কিভাবে আমি ব্যবসায় উন্নতি করলাম। আমারও যথেষ্ট চেষ্টা ছিল আমি দিনে রাতে অনেক পরিশ্রম করতাম, একদিকে চিন্তা ছিল ব্যবসায় উন্নতি করতে হবে, আবার অন্যদিকে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করতে হবে। আর আমার পাশে ছিল আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক। এলাকার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব আমার সফলতা দেখে অবাক হয়েছে। আমি মনে করি, এই ব্যাংকের সহযোগিতা নিয়ে আজ আমি এই বাজারে সব থেকে উন্নতি করেছি।

তাই আমি আশা করবো অত্র এলাকার যারা বেকার ও অসহায় যুবক-যুবতী আছেন তারা উপজেলা আনসার-ভিডিপি অফিস থেকে গ্রাম ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ নিয়ে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে আমার মত সাবলম্বী হন।

আশুলিয়া শাখা, ঢাকা

'মুরগীতে ভাগ্য বদল'-খুকুমনি

সাভার উপজেলার আশুলিয়া থানার পাথালিয়া ইউনিয়নের বংশী নদীর পাড়ে ঘুঘুদিয়া গ্রাম। সবুজ শ্যামল ছায়া ঢাকা এই গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তান জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম। শৈশবের যে বয়সে হৈ হুল্লোড় করে ঘুরে বেড়ানো, বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার কথা সেই বয়সে বাবাকে হারিয়ে সংসারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে এসে পড়ায় লেখাপড়া বেশী দূর এগুতে পারেননি। বিধবা মা, এক ভাইকে নিয়ে তিনি হয়ে পড়েন অসহায়। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হতে থাকে সময়। কোন ভাবেই নিজে এই প্রতিকূল অবস্থা থেকে বের হতে পারছিলেন না। এক সময় বুক ভরা রঙিন স্বপ্ন নিয়ে পাড়ি জমান প্রবাসে। নিয়তির নির্মম পরিহাসে সে স্বপ্নও ধুলিসাৎ হয়ে যায়। খালি হাতে বাড়ি ফিরে কি করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না। অভাবগ্রস্ত পরিবারে যোগ হয় খুকুমনি। বিয়ের পর চোখে মুখে আরও অন্ধকার দেখতে শুরু করলেন। স্ত্রী স্বামীকে পরামর্শ দিতে শুরু করলেন উপার্জনের কাজে। তখন বাড়ির পাশের আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর ইউনিয়ন দলপতি জনাব আব্দুর রহমান বকুল এর সহযোগীতায় নিজের স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে ব্যাংকের ব্যবস্থাপকের প্রশিক্ষণ ক্লাশের সময় জানতে পারেন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদান করে থাকে। ব্যবস্থাপকের সহযোগীতায় প্রথম দফায় ২০০৯ সালে জামানতবিহীন ৩০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। প্রথম ঋণের টাকা ও নিজের জমানো কিছু টাকা দিয়ে তিনি একটি গাভী ক্রয় করেন। গাভীর দুধ বিক্রি করে সংসারের খরচ মিটিয়ে কিছু টাকা জমা রাখতেন ব্যাংকের মাসিক কিস্তি পরিশোধের জন্য। গরুর দুধ বিক্রি করে এভাবে তিনি প্রথম দফা ঋণ পরিশোধ করেন। জাহাঙ্গীর আলম ও খুকুমনির পরিবারে ফুটে উঠতে শুরু করে হাসি, দূর হতে থাকে অভাব। ব্যাংকের ব্যবস্থাপক ঋণ পরিশোধ ও উপার্জন করার সক্ষমতা দেখে পরবর্তী দফায় আবারও ঋণ প্রদান করেন। এভাবে ৫ম দফা পর্যন্ত উদ্যোক্তাদ্বয় গাভী পালনের উপর ঋণ নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ করেন। বদলে যেতে থাকে জীবনযাত্রার মান। এরপর ৬ষ্ঠ দফায় ব্যাংক থেকে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করেন ক্যাবল নেটওয়ার্কিং এর ব্যবসা। জাহাঙ্গীর আলম নিজে দুজন কর্মচারীর দ্বারা তার এই ব্যবসা পরিচালনা করেন।

নেটওয়ার্কিং ব্যবসার পাশাপাশি ৮ম দফায় ব্যাংক থেকে ৫,০০,০০০/- ঋণ নিয়ে শুরু করেন পোল্ট্রি ফার্মের (লেয়ার) ব্যবসা। নিজস্ব অর্থায়ন ও ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে গড়ে তোলেন পোল্ট্রি ফার্ম (লেয়ার)। স্বামী স্ত্রী দুজনে নিরলস পরিশ্রম ও ঐকান্তিক চেষ্টা এবং ব্যাংকের সহযোগীতায় দফায় দফায় ঋণ গ্রহণ করে বাড়তে থাকে ব্যবসার পরিধি ও মুনাফা। বর্তমানে ১০ম দফায় তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে কৃষি ঋণের আওতায় পোল্ট্রি ফার্ম (লেয়ার) খাতে ৫% সুদে ১০,০০,০০০/- টাকা ১৮/০১/২০২১ তারিখে ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং ৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতি রয়েছে ৮,৪৩,০২৪/-টাকা। তাদের খামারে ২৭০০ লেয়ার মুরগী আছে। দুজন কর্মচারীর দ্বারা তারা নিজে এই ব্যবসাটি পরিচালনা করে আসছেন। ব্যবসার লাভ দিয়ে গড়ে তুলেছেন ক্যাবল নেটওয়ার্কিং এর ব্যবসা। ক্রয় করেছেন ১০ শতক জমি ও ১টি বালু বহনকারী বলগেট এবং তৈরি করেছেন পাকা বাড়ি। তার দু'সন্তান। বড় মেয়ে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াশুনা করে এবং ছোট মেয়ের বয়স ১০ মাস। তারা এখন সুখী পরিবার ও সফল উদ্যোক্তা। তাদের এই সফলতা দেখে গ্রামের অনেকেই তাদের পরামর্শে পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে তুলেছেন। সবাই তাদের এক নামে চেনে। আর্থ-সামাজিক উন্নতির পাশাপাশি তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ সদর শাখা, নারায়ণগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নাম: মো: আবু তাহের
ঋণের দফা: ৪র্থ
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ২৮-০১-২০২১
গৃহীত ঋণের পরিমান: ১০,০০,০০০/-
ঋণের খাত: ডেইরী ফার্ম
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ৯,০৫,৪০২/-
১ম দফায় গৃহিত ঋণ বিতরণের সন: ২০১৬
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমান: ৫,০০,০০০/-

নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ সদর থানাধীন গোগনগর ইউনিয়ন ভুক্ত সৈয়দপুর বাড়িরটেক গ্রামের একটি নিম্ন বিত্ত পরিবারে মো: আবু তাহেরের জন্ম। আবু তাহের পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। অন্যান্য কৃষি কাজের পাশাপাশি সে ছোট পরিসরে একটি ডেইরী ফার্ম করেন। ২০১৬ সালে অক্টোবর মাসে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, নারায়ণগঞ্জ সদর শাখা হতে ১ম দফায় তাকে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ১ম বারেই তিনি ব্যাংকের ঋণের টাকা পরিশোধের পর প্রায় =৩,০০,০০০/- টাকা নীট লাভ করেন। এভাবে তিনি ৪র্থ দফায় (সর্বশেষ) = ১০,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে তা যথা নিয়মে পরিশোধ করছেন।

বর্তমানে তার খামারে উন্নত জাতের ২৩টি গাভী ০৭টি বাছুর ও ০৫টি ষাড় রয়েছে। আবু তাহেরের ডেইরী ফার্মে ০৪ জন শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। জনাব মো: আবু তাহের তার খামার হতে প্রতিমাসে প্রায় ১,২০,০০০/- টাকা আয় করে থাকেন। তার একমাত্র ছেলে এ বছর এইচ.এস.সি পাশ করে ভালো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির চেষ্টা করছে। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সার্বিক সহযোগিতায় এখন তিনি আর্থিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুখী জীবন যাপন করছেন। তার এই সফলতার জন্য তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আড়াইহাজার শাখা, নারায়নগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নাম: রহিম মিয়া
ঋণের দফাঃ ৬ষ্ঠ
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ২৯-০৪-২০২১
গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ৫,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ তাঁত শিল্প
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ২৪ মাস বা ২ বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ৪,৮১,২৪৫/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০১৪
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ৫০,০০০/-

রহিম মিয়া নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের শালমদী গ্রামের বাসিন্দা। বাবার আর্থিক সমস্যার কারনে তিনি ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। পিতা-মাতা, স্ত্রী ও দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে তার পরিবার। দৈনিক অন্যের দোকানে প্রচুর পরিশ্রম করা সত্বেও তার আয় দ্বারা পরিবারের সদস্যদের ভরন পোষণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। ঠিক ঐ সময় তিনি জানতে পারেন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের কথা। তিনি ২০১৪ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের আড়াইহাজার শাখার অধীনস্থ শালমদী সেন্টারের সদস্য হন এবং ঐ বছর ব্যাংকের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ১ম বারের মত ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি একটি শালমদীর নয়াবাজারে দোকান ভাড়া করে মোবাইল টেলিকম সার্ভিসের ব্যবসা শুরু করেন। তিনি নিয়মিত সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন এবং সঞ্চয় জমা করেন। মোবাইল সার্ভিসিং, রিচার্জ ও বিকাশের ব্যবসা করে তিনি মাসে ২০,০০০/- টাকা আয় করেন। পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধ করে পূনরায় ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণ করার জন্য মোবাইল সেটও বিক্রি করতে থাকেন। তিনি মোবাইল সার্ভিসিং, রিচার্জ, বিকাশ ও মোবাইল সেট বিক্রির ব্যবসা করে উক্ত ঋণের টাকা পরিশোধ করে পরবর্তী বছর ৩য় দফায়, ৪র্থ দফায় ও ৫ম দফায় ২,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ নেন এবং ঐ ব্যবসার পাশাপাশি তার নিজস্ব জমিতে গ্রে-কাপড়ের (তাঁত কাপড়) ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি ৭ বছরে ৮,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে তা যথা নিয়মে পরিশোধ করেন।

এভাবে তিনি ধীরে ধীরে আয় ও সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজের নামে ৯শতাংশ জমি ক্রয় করেন। বর্তমানে রহিম মিয়া মোড়ল কাচা ঘরের পরিবর্তে পাকা ঘরে বাস করছেন। তার এক ছেলে ৫ম ও এক মেয়ে ২য় শ্রেনীতে পড়ছে। সর্বশেষ তিনি ৬ষ্ঠ দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় তাত শিল্প খাতে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন এবং যথা নিয়মে কিস্তি পরিশোধ করে যাচ্ছেন। বর্তমানে তার মাসিক মুনাফা ৮০,০০০/- টাকা, ৩০টি তাঁত মেশিন এবং তার অধীনে ১৪ জন কর্মচারী কাজ করেন। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের একজন সফল ও স্বচ্ছল সদস্য। নিজের কর্মতৎপরতা, অধ্যাবসায়, চেষ্টা আর কঠোর অনুশীলনে তিনি সাফল্যের যে স্বাক্ষর রেখেছেন তা সত্যই অনুকরণীয়। তিনি মহান আল্লাহর কাছে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

সোনারগাঁও শাখা, নারায়নগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নাম: আলমগীর চৌধুরী
ঋণের দফা: ৬ষ্ঠ
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ২০/০৭/২০২০
গৃহীত ঋণের পরিমান: ৩,০০,০০০/-
ঋণের খাত: এস এম ই
তহবিলের উৎস: নিজস্ব ফান্ড
সুদের হার: ১২ %
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতি: ২,৬৮,৮৩৬/-
১ম দফায় গৃহিত ঋণ বিতরণের সন: ২০১৩
১ম দফায় গৃহিত টাকার পরিমান: ৫০,০০০/-

আলমগীর চৌধুরী, পিতা: আবু বকর চৌধুরী গ্রাম: ও ডাকঘর: ভবনাথপুর, উপজেলা: সোনারগাঁও, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। বয়স : ৪৩ বছর। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। ১ ছেলে ২ মেয়েসহ ৫ জনের সংসার। দারিদ্রতাকে সম্বল করে স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে খুব কষ্টে দিন কাটছিল তাঁর। তিনি ছিলেন ভিডিপির একজন সদস্য। সেই সূত্রে ২০১৩ সালে তিনি মুদি - মনিহারী ব্যবসার উদ্দেশ্যে ১ম দফায় ৫০,০০০/- টাকা মাত্র ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে ২০১৪ সালে ২দফায় ৮০,০০০/- টাকা, ২০১৫ সালে ৩য় দফায় ১,০০,০০০/-, ২০১৭ সালে ৪র্থ দফায় ১,৫০,০০০/-, ৫ম দফায় ২০১৮ সালে ২,০০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করেন। এতে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায়। আস্তে আস্তে তাঁর ব্যবসায় উন্নতি হতে থাকে এবং পরবর্তীতে অত্র সোনারগাঁ শাখা হতে সর্বশেষ ২০২০ সালে তাঁর ঋণ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ৬ষ্ঠ দফায় ৩,০০,০০০/-টাকা মুদি - মনিহারী মালের ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এসএমই ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণের টাকা ব্যবহার করে তিনি ব্যবসার পরিধি বাড়াতে থাকেন। ইতিমধ্যে খুচরা বিক্রির পাশাপাশি পাইকারী কেনা বেচা শুরু করেন তিনি। ইতি পূর্বে তিনি টিনের ঘরে থাকতেন বর্তমানে তিনি দালান কোটায় থাকেন। আলমগীর চৌধুরীর এখন সুখের সংসার। এখন এলাকায় কোন সমস্যা কিংবা বিচার - আচার হলে লোকজন আগে আলমগীর চৌধুরীকে খবর দেন এবং একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকেন। তাঁর দোকানে সব সময় ৫,০০,০০০/- টাকার মাল মজুদ থাকে। বড় মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করেছে, ছোট মেয়ে ৮ম শ্রেণীতে পড়ে, ছেলেটি সবার ছোট, স্কুলে যাবার সময় হয়নি। দু'মেয়ের পড়া-লেখার খরচ সামলিয়ে শান্তিতে আছেন, সম্মানের সাথে এলাকায় আছেন। ব্যাংকের ঋণে তাঁর আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে বলে জানালেন আলমগীর চৌধুরী।

ব্যাংকের ঋণ সদ্ব্যবহার করে তিনি এখন একজন সফল ব্যবসায়ী ও স্বাবলম্বী মানুষ। তিনি তাঁর এ উন্নতির জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে চির ঋণী বলে মনে করেন এবং ব্যাংকের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ভৈরব শাখা, কিশোরগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নাম: সপ্না বেগম
ঋণের দফাঃ ৭তম
সর্বশেষ গৃহীত ঋণের তথ্য:
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ১৪-০৬-২০২১
গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ১,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ কৃষি ও মৎস্য চাষ
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ১২ মাস বা ১ বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিতেঃ ১,০০,৪০০/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০১১
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ৩০,০০০/-

কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার সাদেকপুর ইউনিয়নের মৌটুপী গ্রামের বাসিন্দা। সপ্না বেগম একজন ভিডিপি সদস্য স্বামী মো. মুজিবুর রহমান একজন দরিদ্র কৃষক ছিলেন, তার আয়ে তিন ছেলে আর এক মেয়ে নিয়ে খুব কষ্টে জীবনযাপন করছিলেন সপ্না বেগম। ঠিক ঐ সময় তিনি জানতে পারেন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণের কথা। তিনি ২০১১ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ভৈরব শাখার অধীনস্থ মৌটুপী সেন্টারের সদস্য হন এবং ঐ বছর ব্যাংকের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ১ম বারের মত ৩০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি একটি দেশী গরু ক্রয় করেন। ঋণ নেওয়ার পর থেকে তিনি নিয়মিত সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন এবং সঞ্চয় জমা করেন। গাভী থেকে তিনি নিয়মিত দুধ পান আর কিছু দিন পর বাচ্চা পান। পরবর্তীতে ঋণ পরিশোধ করে ২য় দফায়, ৫০,০০০/- ঋণ গ্রহণ করেন ২০১২ সালে আরো একটি গরু ক্রয় করেন। এই ঋণটি পরিশোধ করে তিনি আবার ৩য় দফায়, মতো ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নেন ২০১৩ এবং নিয়মিত পরিশোধ করেন।

৪র্থ দফায় সপ্না বেগম এস.এম.ই খাতে ২০১৪ সনে ঋণ নেন ১,০০,০০০/- টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি গরুর পাশাপাশি সামান্য কৃষি জমি করেন। এই দুই খাতে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে তিনি অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বি হন। ৪র্থ দফার ঋণটি তিনি নিয়মিত পরিশোধ করে। ৫ম দফায় তিনি ঋণ নেন ২০১৬ সালে ২,০০,০০০/- টাকা। এই ঋণটিও নেন এস.এম.ই খাতে। ঋণের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করেন।

৬ষ্ঠ দফায় তিনি আবার ২০১৮ সালে ঋণ নেন ১,০০,০০০/- টাকা। দিনে দিনে তিনি অর্থনৈতিকভাবে অনেক স্বাবলম্বী হয়ে উঠেন। সর্বশেষ তিনি ঋণ নিয়েছেন ২০২১ সালে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি ঋণ ১,০০,০০০/- টাকা। এই টাকা দিয়ে তিনি এখন পুকুরে মৎস্য চাষের পাশাপাশি কৃষি কাজ অব্যাহত রেখেছেন। ছেলেরা চাকুরি করার কারণে মৎস্য চাষে সহযোগিতা করার জন্য নিয়মিত ২ জন মানুষ রেখেছেন। তিনি আমাদের নিয়মিত গ্রাহক। এখন তিনি সমাজের একজন সাবলম্বী, সফল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্ত। তার দুই ছেলে এখন সরকারি চাকুরি করেন। মেয়েকে ভালো ঘরে বিয়ে দিয়েছেন। সপ্না বেগমের চেষ্টা আর সফলতা অনুকরণ যোগ্য। তিনি সব সময় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগীতার কথা স্বীকার করেন এবং মানুষের কাছে প্রচার করেন। আমরাও ওনার সফলতার গল্প সবার কাছে বলি এবং সারা দেশের মানুষের কাছে বলতে চাই।

শ্রীনগর শাখা, মুন্সিগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নাম: জনাব আলী আক্কাস ঢালী
ঋণের দফাঃ ৬ষ্ঠ
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ১৭-১০-২০২১
গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ বিবি কৃষি
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ১৮ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ২১,০০০/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০০৭
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ২০,০০০/-

জনাব আলী আক্কাস ঢালী, পিতাঃ মাইন উদ্দিন ঢালী, মাতা: রেনু বেগম, গ্রাম: দামলা, পো: দামলা, উপজেলা: শ্রীনগর, জেলা: মুন্সীগঞ্জ। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক শ্রীনগর শাখা, মুন্সীগঞ্জ হতে ১ম দফায় ১০-০৬-০৭ তারিখে ২০,০০০/- টাকা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে তার গাভীর খামারটি শুরু করেন। শুরুতে তিনি ১টি গাভী ও ১টি বকনা বাছুর ক্রয় করেন। পরবর্তীতে তিনি খামার সম্প্রসারনের জন্য ব্যাংকের বিভিন্ন খাতের আওতায় কয়েক দফায় পর্যায়ক্রমে ৫০,০০০/- টাকা ও ১,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ নিয়ে যথাসময়ে যথানিয়মে পরিশোধ করেন। তিনি আবারও ০৩ বছর আগে ব্যাংক হতে দুগ্ধবতী পালন খাতে ২,০০,০০০/- লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ৪টি গাভী ক্রয় করেন। ঐ ঋণ পরিশোধ করে আবারও ৫ম দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতায় ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। সর্বশেষ ৬ষ্ঠ দফায় ১৭-১০-২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি খাতের আওতায় ৫% হারে ২ বছর মেয়াদে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে পুনরায় গাভী ক্রয় করেন।

বর্তমানে তার খামারে গাভীর সংখ্যা ৬টি, বকনা বাছুর ৪টি সহ মোট ১০টি গরু আছে। তিনি প্রতিদিন খামার হতে ৩০- ৪০ লিটার দুধ পেয়ে থাকেন ঐ দুধ প্রতি লিটার ৭০ থেকে ৮০ টাকা দরে পাইকারী ও খুচরা হিসাবে বিক্রয় করে থাকেন। প্রতি কোরবানী ইদেই তিনি তার খামারের ষাঁড় বিক্রয় করে থাকেন। তাঁর খামারের আয় দিয়ে ঢাকা মাওয়া হাইওয়ে রোডের পাশে তিন দোকান নামক স্থানে ৭ শতক জমি ক্রয় করেছেন। তিনি জানান বর্তমানে তার জমিনের মূল্য ৪০,০০,০০০/- এ ছাড়া তিনি তার খামারের গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস প্লান্ট তৈরী করেন। তাছাড়া ঐ গোবর দিয়ে জৈব সারও তিনি তৈরী করেন। তার পরিবারে ৫ সদ্যসের রান্নার কাজ উক্ত বায়োগ্যাসের মাধ্যমে সম্পন্ন করে থাকেন। এতে তার জ্বালানী বাবদ অনেক টাকা সাশ্রয় হয়। বর্তমানে তাদের পরিবার গাভী পালন ও বহুমুখী সম্ভাবনার এক প্রনোদিত পরিবার হিসেবে শ্রীনগরে পরিচিত। জনাব আলী আক্কাস ঢালীর খামারে যেসব গরু আছে সেগুলোর মূল্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। তিনি আরো বলেন আল্লাহর রহমতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, শ্রীনগর শাখা হতে বিভিন্ন দফায় ঋণ নিয়ে সঠিক ভাবে ব্যবহার করে আমি এখন স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল। এই ব্যাংকের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ ও ঋণী। ব্যাংক আমাকে কর্মকর্তাগণের মাধ্যমে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে আত্মকর্মশীল হয়ে পরনির্ভরতা থেকে মুক্ত করতে শিখিয়েছে। আমার এ সফলতা দেখে সকলেই যাতে উদ্বুদ্ধ হয় সে প্রত্যাশাই আমার নিত্যদিনের ।

শ্রীপুর শাখা, গাজীপুর

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আঃ কাইয়ুম
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ০২/০৬/২০২১
গৃহীত ঋণের পরিমাণঃ ২,০০,০০০/-
ঋণেরখাতঃ গাভীপালন
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ৩০ মাস
৩০/০৬/২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতিঃ ২,০০,০৭০/-
মোবাইল নং- ০১৭১৭৩৪১০৩২
১ম দফা ঋণ গ্রহণের তারিখ ২৫/০৭/২০১৩
১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমাণঃ ৫০,০০০/-

মোঃ আঃ কাইয়ুম, পিতা- মৃত হাসমত আলী, গ্রামঃ গাড়ারন, পোঃ বরমী, থানাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ গাজীপুর। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক শ্রীপুর শাখা হতে বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন পরিমান ঋণগ্রহণ করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়েছেন। তার প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স ময়না ডেইরী এন্ড পোল্ট্রি। বর্তমানে তার খামারে ৫০ টির অধিক গরু রয়েছে। যার বাজার মূল্য প্রায় ৭৫,০০,০০০/- টাকা। তার প্রতিষ্ঠানে ৮ জন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি একমাত্র কন্যা সন্তানের জনক। তার কন্যা ইডেন কলেজের অনার্স পরীক্ষার্থী। তিনি একজন সফল খামারী।

ঋণের দফাঃ তিনি প্রথম দফায় ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেছিলেন। ২য় দফায় কৃত্তিম প্রজনন ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। যাহা যথানিয়মে এবং যথাসময়ে পরিশোধ করেন। সর্বশেষ তিনি ৩য় দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষিঋণ বাবদ ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেছেন ।

শিবপুর শাখা, নরসিংদী

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ মাসুদ খান
প্রকল্পের নামঃ মের্সাস তুহিন স্টোর
র্সবশেষ গৃহীত ঋণের তথ্যঃ
শাখার নামঃ শিবপুর শাখা, নরসিংদী
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ১৮/০৫/২০২১
ঋণের পরিমানঃ ৮,০০,০০০/-
তহবিলের উৎসঃ ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়ন
সুদের হারঃ ১২%
ঋণের মেয়াদঃ ৩০ মাস
৩০/০৬/২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতিঃ ৭,৭৯,৬৩৩/-
মোবাইল নং: ০১৭৩১২৬৫৬০৭
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরনের সন: ২০১৯
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমানঃ ১,৫০,০০০/-

উদ্যোক্তা জনাব মোঃ মাসুদ খান মুদি মনিহারী ও ভোগ্য পণ্যের মাঝারি ব্যবসায়ী। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, শিবপুর শাখা হতে মোট তিন (০৩) বার ঋণ গ্রহন করে আর্থিকভাবে বেশ সচ্ছল হয়েছেন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করেছেন। তিনি উন্নতির আশায় সৌদি আরব গিয়েছিলেন। সেখানে যেয়ে তেমন কিছু না করতে পেরে দেশে ফিরে আসেন। তিনি মুদি দোকানের ব্যবসার মাধ্যমে তার পরিবারের অবস্থার পরিবর্তন করেছেন।

তার ছোট ভাইসহ আরও দুই (০২) জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া তিনি আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়ার কারনে পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহন করে থাকেন। তিনি এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক । মেয়েটির বয়স ৪ বছর ও ছেলের বয়স ১ মাস ।

পলাশ শাখা, নরসিংদী

ঋণ গ্রহিতার নাম: জাকিয়া সুলতানা
ঋণ গ্রহিতার ঠিকানা: গ্রাম- টেংগরপাড়া
পো:- পারুলিয়া, পলাশ, নরসিংদী
ঋণ গ্রহিতার মোবাইল নম্বর: ০১৯২৪৯৯৬৭১৯
১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমান: ১,০০,০০০/-
১ম ঋণ গ্রহনের তারিখ: ০১/০৮/২০১৭
১ম দফায় গৃহীতে ঋণের খাত: কৃষি ও পলি- ঋণ
সর্বশেষ ঋণ গ্রহনের তারিখ: ১৯/১২/২০২০
সর্বশেষ গৃহীত ঋণের পরিমান: ২,০০,০০০/-
সর্বশেষ গৃহীতে ঋণের খাত: পোল্ট্রি (ব্রয়লার মুরগি পালন)
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৯%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতি: ১,৪২,০১৪/-

উদ্যোক্তা জনাবা জাকিয়া সুলতানা এর সংসারে ৪/৫ বছর আগেও অভাব অনটন ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। এই অবস্থায় তিনি পলাশ আনসার-ভিডিপি অফিসের মাধ্যমে ভিডিপির প্রশিক্ষণ গ্রহন করে অত্র ব্যাংক থেকে ১ম দফায় ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে ছোট পরিসরে ব্রয়লার মুরগি পালন শুরু করেন। এ কাজে সহযোগীতা করে অভাবের কারনে লেখা-পড়া বাদ দিয়ে বাড়িতে বসে থাকা তার বড় ছেলে ও স্বামী। সততা, নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কাজ করে প্রতি লটেই তিনি লাভের মুখ দেখতে থাকেন এবং সঠিকভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করে পরপর দুই দফায় ২.০০ টাকা ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে পোল্ট্রি ফার্মের পরিসর বৃদ্ধি করেন এবং সুন্দরভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। এভাবে জনাবা জাকিয়া সুলতানা তার সংসারের অভাব অনটন দূর করে বড় ছেলেকে এইচ এস সি পাশ করিয়ে নিজেদের পোল্ট্রি ফার্মের দেখাশুনার পাশাপাশি বাজারে মুদি দোকান দিয়েছেন এবং তার ছোট ছেলেকে এস এস সি পাশ করিয়েছেন। বর্তমানে জনাবা জাকিয়া সুলতানা ৩য় দফায় পুনরায় ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে এবং নিজস্ব জমানো টাকা দিয়ে সফল ভাবে পোল্ট্রি ফার্মটি পরিচালনা করেছেন। এতে তাদের বেকারত্ব যেমন দূর হয়েছে তেমনি সংসারের অভাব অনটন দূর হয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে। তিনি ব্যাংকের সাফল্য গাথা ঋণী সদস্যদের মধ্যে অন্যতম।

মাধবদী শাখা, নরসিংদী

ঋণ গ্রহিতার নাম: মোঃ মোবারক হোসেন
ঠিকানা: গ্রামঃ বনাইদ, পোষ্টঃ সাতগ্রাম
উপজেলাঃ নরসিংদী সদর, নরসিংদী
ঋণ গ্রহিতার মোবাইল নম্বর: ০১৭২৬৭৪৩৫৮৩
১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমান: ৭৫,০০০/-
১ম ঋণ গ্রহনের তারিখ: ১৪/০৩/২০১৩
১ম দফায় গৃহীতে ঋণের খাত: সুতা তৈরীর ব্যবসা (এসএমই)
সর্বশেষ ঋণ গ্রহনের তারিখ: ২৬/০১/২০২১
সর্বশেষ গৃহীত ঋণের পরিমান: ৫,০০,০০০/-
সর্বশেষ গৃহীতে ঋণের খাত: তাত শিল্প
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৯%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতি: ৪,৪০,৯১০/-

জনাব মোঃ মোবারক হোসেন, পিতা: নুরুল ইসলাম নরসিংদী জেলার, মাধবদী থানার বনাইদ গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক মাধবদী শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ সহযোগীতা পেয়ে পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার অসীম রহমতে আজ সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তিনি অত্র শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন ১ম দফায় এসএমই খাতে সুতার ব্যবসা করার উদ্দ্যেশে ৭৫,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে এ ব্যবসায় প্রতি মাসে আয় হয় প্রায় ১,২০,০০০/- টাকা। তিনি আরো জানান এ ব্যবসা করে তিনি ২২ শতাশ ফসলের জমি ক্রয় করেন যার বর্তমান মূল্য ১১,০০,০০০/- টাকা। তার এ প্রকল্পে এখন ১৩ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। এদের ৬জন মাসিক বেতন যাদের প্রত্যেককে মাসে ১১,০০০/- টাকা করে মজুরী দেওয়া হয় আর বাকী ৭জনকে দৈনিক ৪৫০/- টাকা করে মজুরী দেওয়া হয়।

এ ব্যবসা করে তিনি আর্থিক ভাবে বেশ লাভবান হয়েছেন তাই তিনি এ ব্যবসা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারন করছেন যাতে আরো বেশী লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দেশের বেকারত্বের হার কমানো যায়। অত্র ব্যাংক থেকে বেশ কয়েক দফায় ঋণ গ্রহন করেন। সর্বশেষ ২৬/০১/২০২১ তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক মাধবদী শাখা হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে কৃষি ঋণ বাবদ ৫% ক্রম হ্রাসমান সুদে সুতার ব্যবসা করার জন্য ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। তিনি নিয়মিত কিস্তি চালিয়ে আসছেন। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতি ৪,৪০,৯১০/- টাকা। ব্যাক্তিগতভাবে তিনি ৩ ছেলে ২ মেয়ের জনক। বড় মেয়ে এবার এস.এস.সি পরীক্ষার্থী। সে ৫ম শ্রেনী থেকে সরকারী বৃত্তি লাভ করে। আর ছেলে ৭ম শ্রেনীর ছাত্র। অন্যান্য ছেলে মেয়েরা সবাই স্কুলে পড়াশুনা করে। বর্তমানে তিনি ছেলে মেয়ে ও পরিবার নিয়ে বেশ সুখী জীবন-যাপন করছেন। এ সফলতার জন্য তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক মাধবদী শাখার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গাজীপুর সদর শাখা, গাজীপুর

ঋণগ্রহীতার নামঃ জনাব নুরুন্নাহার
প্রতিষ্ঠানের নামঃ পারুল আপার কোয়েল খামার
মোবাইল নম্বরঃ ০১৯৪২৮৬৯৩৪৯
১ম দফায় ঋণ বিতরনের সনঃ ২০১৭
১ম দফায় টাকার পরিমানঃ ২,০০,০০০/-
সর্বশেষ ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ১৫/০৩/২০২১
সর্বশেষ গৃহীত টাকাঃ ৫,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ কোয়েল পাখি পালন ও মধু চাষ প্রকল্প।
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।
সুদের হারঃ ৫%।
ঋণের মেয়াদঃ ৩০ মাস।
৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ৪,৪৫,৮৮৭/-

জনাবা নুরুন্নাহার, স্বামীঃ- নিজামউদ্দিন, গ্রাম-দৌলতপুর, ডাকঘর- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। তিনি অত্র শাখা হতে ১ম দফায় ২.০০ টাকা ঋণ নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। পূর্বে তিনি খুব কষ্ট করে চলতেন; এখন তিনি অত্র ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে লাভবান হয়েছেন। লাভের টাকা দিয়ে বাড়ীর পার্শ্বে ৩.০০ কাঠা জমি ৯.০০ লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করেছেন।

বর্তমানে তার পুঁজি হয়েছে ১০.০০ লক্ষ টাকা। তিনি কোয়েল পাখি লালন পালন করে এবং মৌমাছি বাক্সে মধু আহরন করেন। তিনি এ থেকে উপকৃত হচ্ছেন এবং পাশাপাশি আশেপাশের প্রতিবেশীদের উদ্বুদ্ধ করেন এবং তাদের প্রশিক্ষণ ও দেন। তার দেখাদেখি পার্শ্বে আরো কয়েকটি কোয়েল পাখি পালনের প্রকল্প গড়ে উঠেছে। তাঁর দুইজন মেয়েকে লেখাপড়া করানোর পাশাপাশি উল্লেখিত কাজেও প্রশিক্ষণ দিয়েছেন এবং তারাও এ কাজে সহযোগিতা করছেন। প্রথম মেয়ে অনার্সে পড়ে এবং দ্বিতীয় মেয়ে এবার এইচ.এস.সি পরিক্ষার্থী।

কাপাসিয়া শাখা, গাজীপুর

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ বেলায়েত হোসেন
প্রকল্পের নাম: মেসার্স শিবলু এন্টারপ্রাইজ
গ্রহীতার ঠিকানা: পিতা-আঃআজিজ, গ্রাম-দড়িমেরুন ডাক-রাউনাট, উপজেলা-কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর
মোবাইল: ০১৭৩০৮৩৪৮০২

মোঃ বেলায়েত হোসেন, পিতা-আঃ আজিজ, গ্রাম-দড়িমেরুন, ডাক- রাউনাট, উপজেলা- কাপাসিয়া, জেলা-গাজীপুর, বয়স ৫১বছর। তিনি ছিলেন একজন দরিদ্র কৃষক, দারিদ্রতা থেকে মুক্তির জন্য তিনি ২০০০ সালে সিংগাপুর পাড়ি জমান, দীর্ঘ ১৩ বছর প্রবাস জীবন কাটিয়ে প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় দেশে ফেরৎ আসেন। তিনি একজন ভিডিপি সদস্য, দেশে এসে ২০/০৫/২০১১ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কাপাসিয়া শাখা হইতে এসএমই ঋণ বাবদ ১,০০,০০০/-টাকা এবং নিজের কিছু জমানো টাকা দিয়ে রাউনাট বাজারে সার ও কীটনাশকের দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ১ম দফা ঋণ নিয়ে যথাযথ ভাবে পরিশোধ করে ২য় দফায় ও ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে যথাসময়ে পরিশোধ করেন। ব্যবসাটি আরো অধিকতর সম্প্রসারনের জন্য ৩য় দফায় ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। উক্ত ঋণ গ্রহন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি আরো ব্যাপক পরিসরে সম্প্রসারন করেন।

তিনি বর্তমানে পুনরায় ৬ষ্ঠ দফায় ০৬/০১/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় ৫% হারে এক বছর মেয়াদী ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন এবং অত্যন্ত সুচারুরুপে ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকেন। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে তার ঋণের স্থিতি ছিল ১,১৬,৫৮৬/- টাকা। তার দোকানে ৮/৯ লক্ষ টাকার মালামাল আছে। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সামান্য ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে আজ বড় ব্যবসায়ীতে পরিনত হয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি রাউনাট বাজারে সরকার অনুমোদিত সার ও কীটনাশক ডিলার।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের বদৌলতে তিনি আজ এ লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়েছেন। তার বড় ছেলেকে বিদেশ পাঠিয়েছেন এবং ছোট ছেলে ৯ম শ্রেণীতে পড়ে, একমাত্র কন্যাকে সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে দিয়েছেন, তার সাথে আলাপে জানা যায় তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ এবং তার মতো আরো সফল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তার স্ত্রী একজন গৃহিনী, স্বামীর এ সাফল্যে তিনি খুবই গর্বিত এবং আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ভালুকা শাখা, ময়মনসিংহ

ঋণ গ্রহীতার নাম: এমদাদ
পিতাঃ মোঃ ইন্নছ আলী
ঠিকানাঃ গ্রামঃ পাড়াগাও
ডাকঘরঃ পাড়াগাও,
উপজেলা ভালুকা, জেলাঃ ময়মনসিংহ
ঋণের দফাঃ ৩য়
ঋণের পরিমানঃ ৩,০০,০০০/-

উদ্যোক্তা দারিদ্র্য কৃষক পরিবারের সন্তান। অনাহারে অর্ধহারে দিন কাটতো। প্রচন্ড বেকারত্বে তার জীবন অতিষ্ট ছিল। সে ছিল ভিডিপি সদস্য। ভালুকা উপজেলা হবিরবাড়ী ইউনিয়নের পাড়াগাঁও গ্রামের বেকার এমদাদ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ১ম দফায় ১৩/০৭/২০১৬ তারিখে ৩,০০,০০০/- ঋণ গ্রহন করে যথা নিয়মে পরিশোধ করেন। এভাবে পর্যক্রমে তিন ৩য় তফায় তিনি ২১/১০/২১ তারিখে ৩,০০,০০০/- টাকা ১২ মাস মেয়াদী বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থায়নে ৫% সুদে ঋণ গ্রহন করিয়াছেন। বর্তমানে তার ঋণ স্থিতি ৩,০৮,২০০/- টাকা মাত্র। তিনি জানান উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের পরামর্শ নিয়ে গরু মোটাতাজা করার কার্যক্রম শুরু করি। নিজ উদ্যোগে ভালুকা গরুর হাট, বাটাজোর গরুর হাট, মল্লীকবাড়ী গরুর হাট থেকে ২৫ হাজার থেকে শুরু করে ৩০/৩৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ১০টি গরু কিনে নিজ বাড়ীতেই লালন পালনের জন্য খামার তৈরী করেছি। প্রতিটি গরুর পিছনে প্রতি দিন একশত থেকে একশত পঁঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়। সব সময় ২জন লোক ও আমি এবং আমার স্ত্রী গরু গুলি দেখাশুনা করি। ১০ মাস গরু পালন করতে আমার অনেক পরিশ্রম করতে হয়। পরিশ্রম করে খামার বাড়াতে বাজন প্রিয়তা অর্জন করতে প্রাকৃতিক উপায়ে মাত্র ১০টি গরু মোটা তাজাকরণ করি। সার্বক্ষনিক ভাবে উপজেলা পশু চিকিৎসকরা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করছে।

এমদাদের খামারের প্রতিটি গরু ৯০ হাজার থেকে শুরু করে ১.২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রী করেছেন বলে জানিয়েছেন। ১ম বার ঋণ নিয়ে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে লাভ হয় ২.৫০ লক্ষ টাকা। একই ভাবে সে ২য় বার ঋণ নিয়ে সফল হয়েছে। ২য় বার তার ৩.০০ লক্ষ টাকা মুনাফা হয়েছে। এখন সে একজন সফল খামারী। সে দুবেলা দু-মুঠু ভাত পুষ্টিসহকারে খেতে পারে, ভাল কাপড় চোপড় পড়তে পারে। বাড়ী ঘর দু-চালা টিন থেকে হাফ বিল্ডিং হয়েছে। আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। সামাজিক গ্রহন যোগ্যতা বেড়েছে।

তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তার সফলতার জন্য শাখার সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার তার উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করছি।

হালুয়াঘাট শাখা, ময়মনসিংহ

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আমিনুল ইসলাম
মোবাইল নং-০১৯৩৬-৭৬৬৫১৫
ঠিকানাঃ গ্রাম- আকনপাড়া, ডাকঘর- হালুয়াঘাট
উপজেলা- হালুয়াঘাট
জেলা- ময়মনসিংহ
ঋণের দফাঃ ৪র্থ

আজ আমরা যার সাফল্যগাথা নিয়ে আলোচনা করব তিনি ভিডিপির সদস্য জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম পিতা-মৃত শামছুদ্দিন, তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। জীবনে অনেক চড়াই উৎরাই পাড় করে আজ একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তিনি তার ভাগ্য ফেরানোর আশায় সুদূর দুবাই শহরে পাড়ি জমান। কিন্তু সেখানে ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে আসেন। বাড়িতে ফিরে এসে তিনি অন্যের দোকানে কাজ করেন। পরবর্তীতে কিছু টাকা জমিয়ে ছোট পরিসরে থান কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। অতঃপর তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হালুয়াঘাট শাখা, ময়মনসিংহ হতে ২০১৪ সালে ক্ষুদ্র ঋণ খাতে থান কাপড়ের ব্যবসা বাবদ ১ম দফায় ৫০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহন করেন এবং পরবর্তীতে ২য় , ৩য় ও ৪র্থ দফায় এস এমই ঋণ গ্রহন করেন। ধীরে ধীরে ছোট পরিসর থেকে তার ব্যবসা অনেক বড় পর্যায়ে সম্প্রসারণ করেন এবং তাহার গ্রামের বাড়ীতে নিজ নামে ০.৮৫ একর জমি সাব-কবলা মূলে ক্রয় করেন। তিনি এবং তাহার স্ত্রী ও তিন সন্তান সহ মানসম্মত জীবন যাপন করছেন এবং তাহার সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় ০২ জন কর্মচারী সহ আনুমানিক প্রায় ১৬.০০ লক্ষ টাকার মত মালামাল রয়েছে। তিনি তাহার নিজ বাড়ীতে চার রুম বিশিষ্ট আধাপাকা বসতঘর তৈরী করেছেন এবং তার বসতভিটায় টিনের সেট তৈরী করে পাঁচটি ষাঁড় গরু সহ গরুমোটাতাজাকরণ প্রকল্প শুরু করেছেন। যা তার স্ত্রী ও একজন কর্মচারী দেখাশোনা করেন।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হালুয়াঘাট শাখা হতে ঋণ গ্রহন করে তিনি তাহার আর্থিক ও সামাজিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এবং অত্র ব্যাংক হতে সর্বশেষ ৫ম দফায় সি সি ঋণ গ্রহন করেন।

ঈশ্বরগঞ্জ শাখা, ময়মনসিংহ

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ রমজান আলী

জনাব মোঃ রমজান আলী, পিতা মৃত গিয়াস উদ্দিন, গ্রামঃ ভাটিচর নওপাড়া, পোঃ ঈশ্বরগঞ্জ, জেলাঃ ময়মনসিংহ, বয়সঃ ৪০ বছর । তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ঈশ্বরগঞ্জ শাখা, ময়মনসিংহ হতে ১ম দফায় ভাঙ্গারী ব্যবসার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ৩১/০১/০৭ তারিখে ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে সফলভাবে ব্যবসা পরিচালনা করে নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ করেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে তিনি ২য় দফায় ৩০০০০/- টাকা এবং ৩য় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে যথাযথ নিয়মে পরিশোধ করে বর্তমানে তিনি ৮ম দফায় ২৭/০৫/২১ তারিখে ৩০ মাস মেয়াদী ১২% সুদে এস,এম,ই (নিজস্ব) খাতে ১০,০০,০০০/- লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং নিয়মিত কিস্তি প্রদান করছেন। ৩০/০৬/২১ তারিখে তার ঋণ স্থিতি ৯,৭২,৪৬২/- টাকা একসময় যে রমজান গ্রামে গ্রামে ঘুরে আচারের বিনিময়ে ভাঙ্গারী সংগ্রহ করতেন আজ সেই রমজান এলাকার সবচাইতে বড় মহাজন। নিজ নামে ৪০ শতাংশ জমি ক্রয় করে তার একাংশে হাফ-বিল্ডিং নির্মাণ করে বড় পরিসরে ভাঙ্গারী ব্যবসা পরিচালনা করছেন এবং প্লাস্টিকের কন্টেইনার ও বদনা তুলেছেন। তার অধীনে ৪ জন মহিলা সহ মোট ১৪ জন কর্মচারী নিয়োজিত এবং তৈরির কারখানা গড়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় ৬০ জন ভাঙ্গারী ব্যবসায়ী তার নিকট মালামাল বিক্রয় করেন। তার কারখানায় আরও প্রায় ১০ জন কর্মচারীর প্রয়োজন বলে তিনি জানান। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক। তার ছেলে (বড়) কোরানের হাফেজ এবং বর্তমানে কিশোরগঞ্জের একটি মাদ্রাসায় কর্মরত আছেন। তার মেয়ে (ছোট) দাওরায়ে হাদিসের শেষ বর্ষে পড়ছেন। ২০০৭ সালের রমজান এবং বর্তমানের রমজানের মাঝে আকাশ - পাতাল ব্যবধান। তিনি তার কর্মকান্ডের দ্বারা স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি এলাকার মানুষের কর্মসস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছেন। তার দুঃসময়ে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক পাশে থেকে তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে সহযোগিতা করায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে লোন পাওয়ার আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

তিনি এলাকাবাসীর কাছে এক অনুপ্রেরণাদায়ী ব্যক্তিত্ব। তার সততা, নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের দ্বারা আজ সমাজে তার অবস্থান তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। ভবিষ্যতে তিনি সামাজিক অবকাঠামোগত উন্নয়নে মনোনিবেশ করার আশা প্রকাশ করেন ।

তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তার সফলতার জন্য শাখার সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে আমরা তার উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করছি।

কেন্দুয়া শাখা, নেত্রকোণা

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আজাহারুল ইসলাম
প্রকল্পের নামঃ এস. টি টেলিকম
ঠিকানাঃ গ্রাম-বিরামপুর ডাকঘর-হারারকান্দি
উপজেলা- কেন্দুয়া **জেলা**-নেত্রকোনা
ঋণের দফাঃ ৪র্থ
মোবাইল নং-০১৯২২২২৪১৪৮

আজ আমরা যার সাফল্যগাথা নিয়ে আলোচনা করব তিনি ভিডিপির সদস্য জনাব মোঃ আজাহারুল ইসলাম, পিতা- মৃতঃ আঃ হেকিম তিনি অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। জীবনে অনেক কষ্ট করে আজ একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। তিনি প্রথমে কিছু টাকা জমিয়ে ছোট পরিসরে মুদিমনোহারী ব্যবসা শুরু করেন। অতঃপর তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কেন্দুয়া শাখা, নেত্রকোনা হতে ১০/০২/২০১৪ সালে ক্ষুদ্র ঋণ (মুদিমনোহারী) ব্যবসা বাবদ ১ম দফায় ৫০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহন করেন এবং পরবর্তীতে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ দফায় এস এমই ঋণ গ্রহন করেন। তিনি ৪র্থ দফায় ৬/০৬/১০/২০২১ তারিখে ০২(দুই)বছর মেয়াদী এসএমই খাতে ২,০০,০০০/- টাকা ১২% সুদে ঋণ গ্রহন করেন।

বর্তমানে তার ঋণ স্থিতি-১,২৮,৩২০/- টাকা। উক্ত ব্যবসাটি তিনি ও তার স্ত্রীসহ দুই জন কর্মচারী দ্বারা পরিচালনা করেন। বর্তমানে তার ব্যবসায় আনুমানিক ১০.০০ লক্ষ টাকার মালামাল রয়েছে। তার ব্যবসাটি ধীরে ধীরে ছোট পরিসর থেকে অনেক বড় পর্যায়ে সম্প্রসারণ করেন এবং তাহার গ্রামের বাড়ীতে নিজ নামে ০.৮০ একর জমি সাব-কবলা মূলে ক্রয় করেন। তিনি এবং তাহার স্ত্রী ও তিন সন্তান সহ মানসম্মত জীবন যাপন করছেন এবং তাহার সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি তাহার নিজ বাড়ীতে চার রুম বিশিষ্ট আধাপাকা বসতঘর তৈরী করেছেন এবং তার বসতভিটায় টিনের সেট তৈরী করে চারটি ষাঁড় গরুসহ গরুমোটাতাজাকরণ প্রকল্প শুরু করেছেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কেন্দুয়া শাখা হতে ঋণ গ্রহন করে তিনি তাহার আর্থিক ও সামাজিক জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন কর্মসংস্থান সহ বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তার সফলতার জন্য শাখার সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা তার জীবনের মঙ্গল কামনা করছি।

মোহনগঞ্জ শাখা, ময়মনসিংহ

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আমিরুল ইসলাম
ঠিকানাঃ গ্রাম- পেরিরচর, ডাকঘরঃ মাঘান
উপজেলাঃ মোহনগঞ্জ জেলাঃ নেত্রকোনা
মোবাইল নং-

আমি মোঃ আমিরুল ইসলাম, পিতা মোঃ আলী উছমান, গত ১৭/১০/২০১৯ তারিখে আনসার- ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মোহনগঞ্জ শাখা হতে ১ম দফায় কৃষি ও পল্লীঋণ কর্মসূচীর আওতায় মৎস্য চাষ ঋণ বাবদ ২,০০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ নিয়ে ৪০ শতাংশ জায়গার পুকুরের উপর পাবদা মাছের চাষ শুরু করি। ঋণ গ্রহণ করে পাবদা মাছ চাষের মাধ্যমে আমি আর্থিক ভাবে লাভবান হই এবং আমার পারিবারিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। মাছ চাষের পূর্বে আমি আমার পরিবার নিয়ে একটি টিনশেড ঘরে থাকতাম। মাছ চাষের আয় দিয়ে আমি দুইতলা ভিতের উপর একটি তিন কক্ষের পাকা ভবন নির্মাণ করেছি, গড়ে তুলেছি একটি গরুর খামার যেখানে রয়েছে ৬ টি গরু ও বেশ কিছু ছাগল। আমার মৎস্য খামারে বর্তমানে ২ জন ব্যাক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। বছর শেষে তাদের বেতন দিতে হয় ২ লাখ ২০ হাজার টাকা। দুইজন ব্যক্তির কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে দুটি পরিবার তাদের অভাব-অনটন কাটিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করছেন। ১ম দফায় ঋণ নিয়ে মৎস্য চাষ করে লাভবান হয়ে পরবর্তীতে ২য় দফায় উক্ত ব্যাংক হতে ৩,০০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করে আমি পুকুরে মিশ্র জাতীয় মাছ চাষ শুরু করি। আমার মিশ্র জাতীয় মাছের মধ্যে রুই, কাতল, শৌল, আইর, মৃগেলকার্প, গ্রাসকার্প, সরপুটি ও চিতল মাছ অন্যতম।

বর্তমানে আমার পুকুরের সংখ্যা ০৮টি। আমি বর্তমানে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মোহনগঞ্জ শাখা হতে ২৮/০১/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে কৃষি ঋণ বাবদ ৫% হার সুদে ৩০ মাস মেয়াদে মৎস্য চাষ ঋণ খাতে ৫,০০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করি। বর্তমানে আমার ঋণ স্থিতি ৩০/০৬/২০২১ তারিখে ৫,১০,৬৮৯/- টাকা মাত্র। আমি আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে সর্বশেষ দফায় ৫,০০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করে দুটি পুকুরে তেলাপিয়া মাছ, দুটি পুকুরে পোনা মজুদ, দুটিতে রেনু থেকে পোনা উৎপাদন ও অপর দুটি পুকুরের একটিতে পাবদা, মাগুর, রুই, কাতল, গ্রাসকার্প এবং অন্য পুকুরটিতে চিতল, বোয়াল, আইর, শৌল, রুই, কাতল, গ্রাসকার্পসহ অন্যান্য মাছ চাষ করছি। বছর শেষে খরচ বাদে আমার বর্তমানে আয় হচ্ছে ১২ থেকে ১৩ লাখ টাকা। বর্তমানে আমি একজন সফল মৎস্য চাষী এবং এলাকার একজন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। আমার নিজ গ্রাম, পার্শ্ববর্তী গ্রাম ও অন্যান্য এলাকা থেকে লোকজন আমার মৎস্য খামারটি পরিদর্শনে আসে এবং আমার কাছ থেকে মাছ চাষ সংক্রান্ত পরামর্শ গ্রহণ করে যা আমার জন্য খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। কিছুদিন পূর্বে আমার সাফল্য গাঁথা প্রথম আলো পত্রিকার নিউজে এসেছে। যা আমাকে মৎস্য চাষে আরও উৎসাহিত করেছে। আমার এ সাফল্যের পেছনে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য।

ফটিকছড়ি শাখা, চট্টগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: মো: রমজান উদ্দিন
প্রকল্পের নাম: রমজান নার্সারি
ঠিকানা: গ্রাম: উত্তর রাংগামাটিয়া
ডাক: ফটিকছড়ি জেলা: চট্টগ্রাম
মোবাইল নম্বর :০১৮১৫৩৬০৯৬৯

বিবর্ণ অতীতকে পেছনে ফেলে উজ্জ্বল বর্তমানে:
আমি মো: রমজান উদ্দিন, পিতা: মৃত আবুল বশর, গ্রাম: উত্তর রাংগামাটিয়া, ডাক: ফটিকছড়ি জেলা: চট্টগ্রাম। আমি গত ২০/১০/২০১৫ ইংরেজি তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকে গ্রুপভুক্ত হয়ে ফুল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ১ম দফায় ৩০,০০০/= টাকা ঋণ গ্রহন করি। এরপর ৪০,০০০/= টাকা এবং বেশ কয়েকবার ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে একটি নার্সারি স্থাপন করি। সর্বশেষ ৩০/১১/২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষিঋণের আওতায় ৩(তিন)বছর মেয়াদে ৫%হার সুদে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করি। ব্যবসার আয় দিয়ে যথানিয়মে ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করছি। বর্তমানে আমার ঋণ স্থিতি-১৩১৯৭৭/- টাকা। শুরু হয় দিন বদলের পালা। ব্যাংক ঋণ ও পরিশ্রম পাল্টে দিয়েছে আমাকে উন্নত করেছে আমার জীবনকে। বেদনার স্মৃতি কাউকে দাবিয়ে রাখে সংকোচে-সংকীর্নতায়। আবার এই বেদনার স্মৃতিই কারো জন্য সাফল্যের সিড়ি রচনা করে আলোর পথ দেখায়। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের microcredit ঋণ কাজে লাগিয়ে সচ্ছল হবার আগে কী নিদারুণ দু:সময়ই না পার করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু সংকটে দিশেহারা হইনি আমি। সংকটময় দু:সময়কে সুসময়ে পরিনত করেছি আমি। চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলার রাংগামাটিয়া গ্রামের সফল ঋণগ্রহীতা আমি। আমি নিজের জীবন ও সংসারকে সেভাবেই সাজিয়েছি যেভাবে আমি নিপুণ হাতে বানাই ফুলের মালা, সাজাই ফুল-ফলের বাগান। অত্র ব্যাংক থেকে বিভিন্ন দফায় ঋণ গ্রহন করে উপার্জিত লাভের টাকা দিয়ে ৩৫ শতাংশ জমি ক্রয় করেছি। ক্রয় করেছি ৫টি অটো রিক্সা। নির্মাণ করেছি ৩তলা বিশিষ্ট একটি পাকা বাড়ি বর্তমানে আর্থিকভাবে সচ্ছল ও স্বাবলম্বী আমি। আমার সংসারে শান্তি বিরাজ করছে এবং স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে আমি সুখের দিন কাটাচ্ছি। আমার ছেলে-মেয়েরা সবাই ভালোমতে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের এমডি স্যার সহ সকল স্যারদের নিকট কৃতজ্ঞ।

মিরসরাই শাখা, চট্টগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: মনোয়ারা বেগম
ঠিকানা: স্বামী: শামসুল হক,
গ্রাম- মধ্যম মঘাদিয়া,
থানা- মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম
প্রকল্পের নাম: মনোয়ারা কুটির শিল্প
(পাটি বুনন)
মোবাইল নম্বর: ০১৮১২২৬০০১৫

জনাব মনোয়ারা বেগম গ্রাম মধ্যম মঘাদিয়া, থানা- মিরসরাই, জেলা- চট্টগ্রাম এলাকার একজন স্থায়ী নিবাসী। তিনি আনসার-ভিডিপি থেকে আত্মকর্মস্থানমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন এবং পাটি তৈরীর শিল্পে মনোনিবেশ করেন। এজন্য তিনি সর্বপ্রথম ২০০৭ সালে পাটি তৈরীর জন্য ২৫০০০/- টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহনের মাধ্যমে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মিরসরাই শাখার সাথে যাএা শুরু করেন। অদ্যবদি তিনি বিভিন্ন সময় ১৩ দফায় ব্যাংক থেকে বিভিন্ন পরিমান ঋণ গ্রহন করেছেন এবং মেয়াদপূর্তির পূর্বে তা পরিশোধ করেছেন। সর্বশেষ ১১/০৩/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় পাটি তৈরীর শিল্পের জন্য ৮% হারে ০১ বছর মেয়াদে ১,০০,০০০/- টাকা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করেন, যা তিনি সুষ্টভাবে নিয়মিত পরিশোধ করেছেন। বর্তমানে তার ঋণ স্থিতি =৪৯,৪৮৬/-।

এই ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহনের মাধ্যমে তিনি নিজের কর্মস্থানের পাশাপাশি পরিবারের আর্থিক সক্ষমতা অর্জনে গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমানে তিনি তার স্বামী জনাব মো: সামশুল হককে ব্যবসার জন্য একটি মুদির দোকান ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত পড়াশুনা ও পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করেছেন। ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে ব্যবসা করে তিনি জমি ক্রয় করে স্থায়ী বাসস্থান এর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন।

পাটি তৈরী জন্য এলাকার অনেক নারী তার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন যার মাধ্যমে তিনি এলাকায় কর্মসংস্থান তৈরীতে এবং নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমানে তিনি পাটি, শীতলপাটি, নকসী পাটি, বসার মোড়া, নকসী কাঁথাসহ বিভিন্ন ধরনের পণ্য তৈরী ও বাজারজাত করছেন যার ফলে দেশীয় পন্যের রক্ষা, প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার বর্তমান ব্যবসায়িক অবস্থা ও আর্থিক উন্নতির জন্য তিনি ব্যাংকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

রাঙ্গুনিয়া শাখা, চট্টগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: ইউসুফ
ঠিকানা: পিতা- মো: হাসান, গ্রাম- বনগ্রাম রাঙগুনীয়া, চট্টগ্রাম
মোবাইল নম্বর :০১৬১২৩৭৬২৬৭
প্রকল্পের নাম: নক্ষত্র ফ্যাশন (কাপড়ের ব্যবসা)

আমি মো: ইউসুফ, পিতা- মো: হাসান, গ্রাম- বনগ্রাম, রাঙগুনীয়া, চট্টগ্রাম এর একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমি যখন বেকারত্বের হাত হতে মুক্ত হতে লেখাপড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্পে ট্রেনিং করতে থাকি এবং নিজেকে প্রতিষ্টিত করার স্বপ্ন দেখি তখন আনসার-ভিডিপি কর্তৃক গ্রাম ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানতে পারি এবং আমি ২০১৭ সালের জুলাই মাসে আনসার ও ভিডিপি গ্রাম ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। উক্ত প্রশিক্ষণে আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নাম শুনি এবং ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মহোদয়ের কাছে জানতে পারি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্টিত হওয়া সম্ভব। তারপর আমি চাকরীর পেছনে না গিয়ে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ১৯/১০/২০১৭ তারিখে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে থান কাপড়ের ব্যবসা শুরু করি। প্রথম দফা ঋণ নিয়ে ব্যবসায় আমার প্রচুর লাভ হয় এবং আমি নিয়মিত ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করি। নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করায় ব্যাংক ম্যানেজার আমাকে দ্বিতীয় দফায় এসএমই খাতে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করেন। উক্ত ঋণে আমার ব্যবসা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আমি ব্যবসার লাভ থেকে নিয়মিত ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করি। পরবর্তীতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে আমাকে তৃতীয় দফায় এসএমই খাতে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। উক্ত টাকা দিয়ে আমি রাঙ্গুনীয়া উপজেলার বানিজ্যিক এলাকা লেচু বাগানে কাপ্তঞ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় দোকান ভাড়া নিয়ে একটি কাপড়ের দোকান প্রতিষ্টা করি। আমার প্রতিষ্ঠানে এখন দৈনিক ভাল বেচাকেনা হয় এবং আমার প্রতিষ্টানটি বেশ লাভজনক। ব্যাংক হতে গৃহীত ঋণটি আমি সুন্দরভাবে পরিশোধ করায় ব্যাংক চতুর্থ দফায় ৩০ মাস মেয়াদে ১২% হার সুদে আমাকে এসএমই খাতে ১৪/০৯/২০২০ তারিখে ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। যাহার বতমান স্থিতি ২,৯০,২০২/- টাকা। উক্ত ঋণটি চলমান রয়েছে এবং আমি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করি। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় আজ আমি রাঙ্গুনীয়ার লেচু বাগান এলাকায় দুইটি কাপড়ের দোকান এর মালিক এবং চারজন কর্মচারীর সাহায্যে আমি উক্ত দোকানগুলি পরিচালনা করি। আমি যখনই কোন সমস্যায় পড়ি তখনই আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে বিধায় আমি আমার প্রতিষ্টানকে সফলভাবে চালিয়ে নিতে পারি। তাই আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সকল কমর্তাদের প্রতি ধন্যবান জ্ঞাপন করছি। এভাবে সবসময় সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে আমাদের পাশে থাকার জন্য আমি এই ব্যাংকের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

চট্টগ্রাম শাখা, চট্টগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ ফোরকান
ঠিকানা: পিতা-আবদুল হালিম, গ্রাম চরলক্ষ্যা কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম
মোবাইল নম্বর: ০১৮২৩-১৪৬৫৮০
প্রকল্পের নাম: মেসার্স মালেক শাহ এন্টারপ্রাইজ (হার্ডওয়্যার)

উদ্যোক্তা জনাব মোঃ ফোরকান এর সফল ব্যবসায়ী হওয়ার গল্প;

বোর্ডবাজার বর্তমান দোকান মালিক সমিতির সভাপতি, সফল হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ী জনাব মোঃ ফোরকান, কর্ণফুলী উপজেলার একজন সফল উদ্যোক্তা। তার আজকের অবস্থানে আসার ওপিটের গল্পটা মোটেও সহজ ছিলনা। তার আজকের শক্ত অবস্থানের পিছনের গল্পটা শুরু হয়েছিল দীর্ঘ ১০ বছর আগে। ২০১২ সালে জনাব মোঃ ফোরকান যখন পড়ালেখা শেষ করে একটি চাকরির আশায় হন্য হয়ে ঘুরে ঘুরে হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই চাকরী নামক সোনার হরিনের দেখা না পেয়ে চাকরির বাজার হতে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ব্যবসা করবেন বলে মনস্থির করেন। শৈশব হতে সংগ্রাম করে হাটি হাটি পা পা করে পড়ালেখা শেষ করতে করতেই তিনি বুঝেছিলেন অর্থের দৌরাত্ব্য। ব্যবসা শুরু করতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পুজি জোগাড় করার জন্য তিনি অনেকের দারস্থ হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অনেকটাই আশাহত হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চট্টগ্রাম শাখা কর্তৃক আয়োজিত ২০১২ সালের জুলাই মাসের উদ্যোক্তা সমাবেশের কথা জানতে পেরে উক্ত সমাবেশে উপস্থিত হন। উক্ত সভা হতে তিনি নতুন উদ্যোক্তাদের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের বিভিন্ন ঋণ সুবিধা সম্পর্কে অবগত হন। তিনি তার স্বপ্ন বাস্তবে রুপ দেওয়ার জন্য ন্যূনতম মুলধন জোগাড়ের একটি উৎস খুজে পেলেন। তিনি তার সঞ্চিত কিছু অর্থ ও ব্যাংক হতে ২২/১০/২০১২ তারিখে ১ম দফায় ২০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে বোর্ডবাজারে ক্ষুদ্র পরিসরে হার্ডওয়্যার ব্যবসা শুরু করেন। কঠোর পরিশ্রম, সততা, মার্জিত আচরণের মাধ্যমে তিনি অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকলের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। ধীরে ধীরে তার বিক্রি ও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে, জনাব ফোরকান তার ব্যবসা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইতোমধ্যে তিনি তার ১ম দফার ঋণ সফলভাবে পরিশোধ করে ২য় দফায় ৩০/০৬/২০১৩ তারিখে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তার ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত করে তার ব্যবসাকে ক্ষুদ্র পরিসর হতে মধ্যম পরিসরে রুপান্তর করে। এভাবে তার মেধা, উদ্ভাবনী চিন্তাশক্তি, উদ্যম, সততার বলে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। পরবর্তীতে ২য় দফায় গৃহীত ঋণ সফলভাবে পরিশোধ করে ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১০/০৬/২০১৫ তারিখে ২য় দফায় ১,২০,০০০/- টাকার ঋণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে ৩য় দফায় গৃহীত ঋণ নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে ২৩/০৫/২০১৭ তারিখে ৪র্থ দফায় এসএমই খাতে ১,৫০,০০০/- ঋণ নিয়ে বোর্ডবাজারের ব্যবসাবান্ধক লোকেশনে বৃহৎ পরিসরে প্রায় ৫০০ বর্গফুট বিশিস্ট দোকানঘর ও তৎসংলগ্ন গোডাউনসহ ব্যবসা সম্প্রসারণ করেন। তিনি হার্ডওয়্যার ব্যবসার পাশাপাশি পুকুরে মৎস্যচাষ শুরু করেন। সর্বশেষ তিনি ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে বিগত ২৬/৮/২০২১ তারিখে ৫ম দফায় ৮% হারে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন যার বর্তমান স্থিতি ৯১,০০০/-। ব্যবসার মাধ্যমে তিনি নিজের সচ্ছলতার পাশাপাশি প্রায় ১০ জন মানুষের কর্মসংস্থান করছেন। ব্যবসার আয় হতে তিনি নিজেদের থাকার জন্য দৃষ্টিনন্দন বাড়ি, মোটরসাইকেল, আবাদি জমি ক্রয় করে স্বাবলম্বি হয়েছেন। তার এতসব সফলতার পিছনে জনাব মোঃ ফোরকান, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চট্টগ্রাম শাখার অবদানকে অকপটে স্বীকার করে নেয়। তার কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে জনাব ফোরকান বোর্ডবাজার এলাকার সকল ঋণীদেরকে তার সফলতার গল্প আনন্দচিত্তে প্রচার করা সহ সকল ঋণীদের ঋণ নিয়মিত পরিশোধে সর্বাত্তকভাবে সহযোগিতা করে আসছেন। তার সফলতার এই দীর্ঘ যাত্রায় অংশীদার হতে পেরে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চট্টগ্রাম শাখা সত্যিই গর্বিত।

রাউজান শাখা, চট্টগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ মোরশেদ আলি
ঠিকানা: পিতাঃ মৃত মমতাজুল হক
গ্রামঃ গহিরা, থানাঃ রাউজান, জেলাঃ চট্টগ্রাম
মোবাইল নম্বর: ০১৯২৮৬০১২৪৫
প্রকল্পের নাম: মোরশেদ পোল্ট্রি ফার্ম

মোরশেদ আলির স্বপ্ন পূরণের গল্প

আমি মোঃ মোরশেদ আলি পিতাঃ মৃত মমতা জুল হক, গ্রামঃ গহিরা, থানাঃ রাউজান, জিলাঃ চট্টগ্রাম। আমি বিগত ৭ বছর আগে নিজেকে স্বাবলম্বী করার উদ্দেশে আনসার-ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করি। আনসার-ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানতে পারি যে, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যোগ্য বাক্তিদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করতে সাহায্য করে থাকে। আমার সব সময় ইচ্ছা ছিল নিজেকে স্বাবলম্বী করে সমাজে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। এই লক্ষে আমি আনসার-ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত হাঁস-মুরগি বিষয়ক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে ছোট পরিসরে একটা হাঁস-মুরগি খামার করার পরিকল্পনা করি। হাঁস-মুরগি খামার করতে গিয়ে দেখি আমার পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকলেও অর্থের ঘাটতি রয়েছে যা আমার মত ছোট উদ্যোক্তার জন্য অনেক বড় একটা সমস্যা।

এই পরিস্থিতিতে আমি জানতে পারি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ভিডিপি সদস্যদের অতি অল্প সুদে লোন দিয়ে থাকে। আমি বিস্তারিত জানার জন্য আমার নিকটস্থ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, রাউজান শাখায় যোগাযোগ করি। আমি রাউজান শাখার ম্যানেজার স্যারকে বিস্তারিত বলার পর উনি আমাকে আন্তরিকতার সাথে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। পরবর্তীতে আমি ০৩/১২/২০১৮ সালে পোল্ট্রি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ১২ মাসের জন্য ৯% সুদে ১,০০,০০০/= টাকার ঋণ গ্রহন করে নিজের স্বপ্ন পুরনের পথে একধাপ এগিয়ে যাই। নিজের শ্রম, মেধা আর ব্যাংকের অর্থায়নে আমার ছোট্ট পোল্ট্রি ফার্মটি ধীরে ধীরে সফলতার মুখ দেখতে থাকে। সময়ে সময়ে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, রাউজান শাখার সম্মানিত অফিসাররা আমার খামারটি পরিদর্শন করত আর আমাকে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়ার মাধ্যমে উৎসাহিত করত। আমার ব্যবসা আশানুরুপ লাভ করায় আমি উক্ত ঋণটি সঠিকভাবে পরিশোধ করে ২য় দফায় ২,০০,০০০/= টাকার জন্য আবেদন করার ইচ্ছা পোষন করি। ফলশ্রুতিতে আমি ২৮/১০/২০১৯ সালে আবার পোল্ট্রি খাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ২৪মাসের জন্য ৯% সুদে ২,০০,০০০/= টাকার ঋণ গ্রহন করি। বর্তমানে আমি ঋণ এর টাকা সঠিকভাবে পরিশোধ করে যাচ্ছি যার ফলে ৩০-০৬-২০২ ১ তারিখ পর্যন্ত আমার গ্রহনকৃত ঋণের স্থিতি দাড়ায় ১,২৪,০০০/= টাকা।

পরিশেষে আমি বলতে চাই যে, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর বদৌলতে আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি। আমার শ্রম ও মেধার উপর আস্থা রাখার জন্য আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। আমি চাই আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আমার মত শত স্বপ্নবাজ তরুণের স্বপ্ন পূরনে কাজ করে যাক এবং দোয়া করি যেন ব্যাংকিং জগতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সফলতার চরম শিখরে পৌঁছে যাক।

চন্দনাইশ শাখা, চট্টগ্রাম

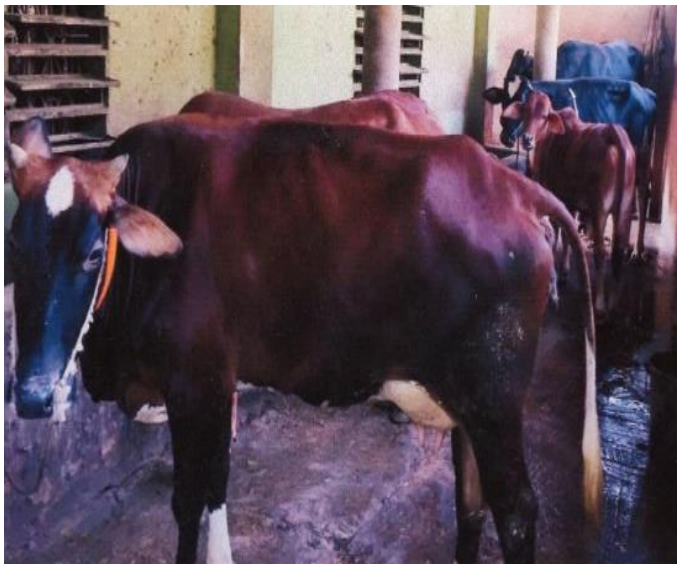

ঋণ গ্রহীতার নাম: জমির উদ্দিন সাকিব
ঋণের দফা-১ম
ঋণের খাত: ডেইরী ফার্ম
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষি ঋণ
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০২০
১ম দফায় গৃহীত ঋণের পরিমান: ১,০০,০০০/-
৩০-০৬-২০২১ স্থিতি: ৮৯,৩০৪/-
সর্বশেষ গৃহীত ঋণের ক্ষেত্রে:
ঋণ গ্রহণের তারিখ: ২১-১২-২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ১,০০,০০০/-
সুদের হার: ৫%

"আমার স্বপ্ন বাস্তব হওয়ার গল্প "জমির উদ্দিন সাকিব

আমি জমির উদ্দিন সাকিব,পিতা- মো: সেলিম উদ্দিন, গ্রাম- ঈদ পুকুরিয়া, ডাকঘর- দোহাজারি, উপজেলা- চন্দনাইশ, জেলা- চট্টগ্রাম। আমি এইচ.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সংসারের অভাব অনটনের কারণে লেখাপড়া করা সম্ভবপর হয়নি। পরক্ষণে উপজেলা আনসার-ভিডিপি কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করে ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ নিই। প্রশিক্ষণে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চন্দনাইশ শাখা, চট্টগ্রাম এর ব্যবস্থাপক মহোদয় ব্যাংক সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। পরবর্তীতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চন্দনাইশ শাখার ব্যবস্থাপকের সাথে ঋণের বিষয়ে আলাপ করলে তিনি আমাকে ১,৫০০/ টাকার শেয়ার ক্রয় করার পরামর্শ দেন। আমি স্যারের সহায়তায় উপজেলা আনসার-ভিডিপি অফিসের মাধ্যমে শেয়ার কিনে ব্যাংকে যোগাযোগ করে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলে কৃষি ঋণ খাতে ডেইরি ফার্ম এর উদ্দেশ্য প্রথমে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ২টি বকনা বাছুর ক্রয় করি যা কালক্রমে বড় হয়ে আর ২টি বকনা বাছুর জন্ম দেয়। এই গাভীগুলো থেকে প্রতিদিন ১২ লিটার দুধ পাই। এই দুধ বিক্রি করে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ ছাড়াও অবশিষ্ট আয় দিয়ে সংসার পরিচালনাসহ যাবতীয় খরচ নির্বাহ করে থাকি। বর্তমানে আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চন্দনাইশ শাখা থেকে ঋণ নিয়ে স্বাবলম্বী।

আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নতজাতের গাভী ক্রয় করে খামারটির প্রসার ঘটিয়ে আমার পরিবারের এবং গ্রামের শিক্ষিত বেকারদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করা। এ জন্য আমার ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রয়োজন হবে। আশা করি ব্যাংক আমার ধারাবাহিক সাফল্যের সাথে থেকে আমাকে প্রয়োজনীয় মূলধন সহযোগিতা করবে।

রামু শাখা, কক্সবাজার

ঋণ গ্রহীতার নাম: জনাব মো: আব্দুর রশিদ
সর্বশেষ গৃহীত ঋণের তথ্য:
ঋণের দফা: ১১তম
ঋণ গ্রহণের তারিখ: ৩১/০১/২০২১
গৃহীত টাকার পরিমাণ: ৩,০০,০০০/-
প্রকল্পের নাম: তাহেরা গ্লাস হাউস এন্ড থাই এ্যালুমিনিয়াম
প্রকল্পের অবস্থান: রামু বাইপাস সড়ক, রামু, কক্সবাজার
তহবিলের উৎস: নিজস্ব
সুদের হার: ১২%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখের স্থিতি: ২,৫৮,৫০০/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২৫/০১/২০০৯
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমাণ: ১০,০০০/-

যে ব্যাংক আমাদের পরিবারের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আমি মো: আব্দুর রশিদ, পিতা- ইউসুফ মোহাম্মদ, মাতা- তাহেরা বেগম, বাড়ী- রাজারকুল, রামু, কক্সবাজার। আমি একজন ভিডিপি সদস্য। আমরা ৫ ভাই বোন। আমার বাবার ১ জনের আয়ে আমাদের পরিবারের অভাব অনটন লেগে থাকত। গত ২৫/০১/২০০৯ সালে আমার মা এ ব্যাংক থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আমার বড় ভাই ছোট্ট একটি চায়ের দোকান করে। পরপর আমার মা ৮ম দফায় ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে আমাদের লেখাপড়া সহ সংসারের সকল খরচ বহন করে। অভাবের কারণে লেখাপড়ার পাশাপাশি একটি থাই গ্লাসের দোকানে চাকরি করি। ঐ দোকানে ৩ বছর কাজ শিখার পর আমার সামন্য পুজি নিয়ে ও আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ২৭/০৮/২০১৭ সালে ২লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে আমার মায়ের নামে তাহেরা গ্লাস হাউস নামে একটি দোকান করে থাকি। ২য় ও সর্বশেষ ৩য় দফায় আমি গত ৩১/০১/২০২১ তারিখ ৩ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে আমার ব্যবসায় বিনিয়োগ করে থাকি। আমার বর্তমানে প্রতিষ্ঠানে দৈনিক ৩০ থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত লেনদেন হয়। আমাদের পরিবারে আর কোন অভাব নেই। আমাদের এখন সুখের সংসার। এ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আমরা সাবলম্বী হওয়ার কারণে আমি ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং ব্যাংক কৃর্তপক্ষকে ধন্যবাদ জানাই।

পটিয়া শাখা, চট্টগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: জনাব মোঃ রফিক
সর্বশেষ গৃহীত ঋণের বিবরণঃ
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ০২/১২/২০২০
গৃহীত টাকার পরিমানঃ ৩,০০,০০০/-
প্রকল্পের নাম: মেসার্স ফরিদ পোল্ট্রি এন্ড ডেইরী ফার্ম
ঋণের খাতঃ পোল্ট্রি এন্ড ডেইরী ফার্ম
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
ঋণের মেয়াদঃ ৩০ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ২,১৯,২৯২/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০১৫
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমান- ৬০,০০০/-

আমি মোঃ রফিক, পিতা: মরহুম ছোবহান একজন ভিডিপি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্য। আমি গত ০৪-০২-২০১৫ তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পটিয়া শাখা হতে এসএমই ঋণ হিসাবে ৬০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহন করি এবং একটি ব্রয়লার মুরগীর পোল্ট্রি খামার করে ব্যাপক লাভবান হই। দফায় দফায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পটিয়া শাখা হতে বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন সিলিংয়ে এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ তিন লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করি। সর্বশেষ গত ০২-১২-২০২১ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে প্রাপ্ত তহবিলের আওতায় কৃষি ঋণ বাবদ ত্রিশ মাস মেয়াদে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহন করে নিয়মিত মাসিক কিস্তি পরিশোধ করে আসছি। বর্তমানে আমার চারটি ব্রয়লার ও দেশী মুরগীর খামার, একটি ডেইরী খামারসহ দুইটি মাছের খামার রয়েছে। দৈনিক প্রায় ৬০টি দেশী মুরগীর ডিম এবং দুইটি গরু হতে দৈনিক ২০ লিটার দুধ স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে প্রাপ্ত লাভের অংশ হতে ব্যাংকের কিস্তির অর্থ সংগ্রহ করে মাসশেষে কিস্তি পরিশোধ করে থাকি। তাছাড়া স্থানীয় সেলস সেন্টারে সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ব্রয়লার মুরগী বিক্রি করে প্রাপ্ত লভ্যাংশ হতে গবাদী পশুর খাদ্য, মাছের খাদ্য, মুরগীর খাদ্য ও ঔষধ সংগ্রহ করি। আমার খামারের দেশী মুরগীর চাহিদা এলাকায় ব্যাপক থাকায় প্রতিদিন কমপক্ষে ৫-৬ টি দেশী মুরগী বিক্রি হয় যা দিয়ে আমার সাংসারিক নিয়মিত খরচ নির্বাহ করি। তাছাড়া পুকুরের মাছ বিক্রি করে ও আমি প্রচুর মুনাফ অর্জন করে সাবলম্বী হয়ে এলাকায় অত্যন্ত সুনামের সাথে দীর্ঘুদন ধরে ব্যবসা পাচিলনা করে আসছি। আমার স্বপ্ন ছিল আমি একদিন সাবলম্বী ও আর্থিকভাবে সচ্ছল হব, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আমার স্বপ্নের বাস্তবায়নে পথপ্রদর্মক হিসাবে কাজ করেছে। সত্যিই আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে কৃতজ্ঞ। আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

পোল্ট্রি খামারগুলোর সম্প্রসারণসহ এটি লেয়ার মুরগীর খামার স্থাপন ও উন্নতজাতের গাভী ক্রয় করে একটি ডেইরী খামার পরিচালনাসহ মাছের ব্যবসার সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবকদের চাকরী নির্ভরশীলতা কমিয়ে আত্মনির্ভরতা অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করায় আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা। এজন্য আমার অধিক মূলধনের প্রয়োজন। আমার ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করে ০৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করে আমার ধারাবাহিক সাফল্যে গতিশীলতা আনয়ণে আশা করি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগীতা ও আনুকূল্যের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

আনোয়ারা শাখা, চট্টগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: জনাব মোঃ ফরিদুল আলম
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ৩০/০৫/২০২১
গৃহীত টাকার পরিমানঃ ১,৫০,০০০/-
ঋণের খাতঃ পোল্ট্রি ফার্ম
মোবাইল নং: ০১৭৭৮৬৩৯৯৭৯
প্রকল্পের নাম: মেসার্স ফরিদ পোল্ট্রি ফার্ম
প্রকল্পের অবস্থান: গ্রাম- ডুমুরিয়া, ডাক- আনোয়ারা উপজেলা- আনোয়ারা, চট্টগ্রাম
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ বাংকের অর্থায়ন
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ২৪ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ১,৪৬,০০০/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ১৪/০২/২০১৯
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমান: ১,০০,০০০/-

জনাব মোঃ ফরিদুল আলম একজন ভিডিপি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য। তিনি দীর্ঘদিন ধরে উদ্যোক্তা হিসেবে ব্যবসা করার জন্য পরিকল্পনা করে আসছিলেন। কিন্তু পুঁজির অভাবে সেটা হয়ে উঠেনি। অতঃপর তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আনোয়ারা শাখা, চট্টগ্রাম হতে ২০১৯ সালে এসএমই ঋণের আওতায় ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণের অর্থে তিনি একটি পোল্ট্রি খামার স্থাপন করেন। পরম করুনাময়ের রহমতে তিনি ১ম দফাতে সফলতার মুখ দেখতে পান এবং দুই দফাতে ৩,৫০,০০০/- টাকা মুরগি বিক্রি করেন। ১ম দফায় ঋণের সদ্ব্যব্যবহার ও ভালো গ্রাহক বিবেচনায় পুনরায় তাকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি ঋণের আওতায় ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। তার ব্যবসার বাৎসরিক টার্নওভার এখন প্রায় ৫,০০,০০০/- টাকা। দাম্পত্য জীবনে তিনি দুই সন্তানের জনক যারা ৮ম শ্রেণী ও হেফজখানায় লেখাপড়া করছেন। বর্তমানে তিনি একজন সফল উদোক্তা।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আনোয়ারা শাখা হতে ঋণ গ্রহণ করে নিজের ভাগ্য উন্নয়ন করতে পারায় ব্যাংকের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ব্যাংকের সফলতা কামনা করেন।

কক্সবাজার শাখা, কক্সবাজার

ঋণ গ্রহীতার নাম: জনাব নাছির উদ্দিন
সর্বশেষ গৃহীত ঋণের বিবরণঃ
মোবাইল নং: ০১৮২৩২৮৭৪৭৭
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ৩০/০৫/২০২১
গৃহীত টাকার পরিমানঃ ৩,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ আয় উৎপাদনক্ষম কর্মকান্ড (কৃষি ভোগ্য পন্য)
প্রকল্পের নাম: বেলাল এন্টারপ্রাইজ এন্ড ষ্টেশনারী
প্রকল্পের অবস্থান: পাওয়ার হাউজ, হাজীপাড়া, ঝিলংজা কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ বাংকের অর্থায়ন
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ১২ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ১,২২,৮০৮/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২৩/১২/২০১৫
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমান- ৫০,০০০/-

আমি নাছির উদ্দিন, পিতা: আবুল হোসেন হাজীপাড়া, ঝিলংজা ইউনিয়নের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। আমি ২০০১ সালে গ্রাম ভিত্তিক অস্ত্র বিহীন ভিডিপি মৌলিক গ্রহণ করে থাকি। পরবর্তীতে আমি পানের বরজের ব্যবসা করতাম। যখন আমি শুনলাম আমার উপজেলায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্টিত হয়েছে তখন আমি ভিডিপি সদস্য হিসাবে ব্যবস্থাপক মহোদয় ১ম দফায় আমাকে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ দিয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা পরিচালনা করতে বলেন। ব্যবসা শুরু করার পর আমি যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করে থাকি।

পরবর্তীতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সাথে লেনদেন ও আমার ব্যবসায়ী উদ্যোগ দেখে ২০১৬ সালে ২য় দফায় ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে থাকি। উক্ত টাকা আমি যথা নিয়মে পরিশোধ করে থাকি। সর্বশেষ বর্তমানে ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ বড় পরিসরে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি। সেই সাথে নিয়মিত ঋণ ও পরিশোধ করে যাচ্ছি। তাই আমি আমার সততা, দক্ষতা, আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার সাথে ব্যবসা করার প্রেক্ষিতে আজ আমি সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং সফল উদ্যোক্তা ও বটে। আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সফলতা কামনা করছি।

তালা শাখা, খুলনা

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আঃ জব্বার সরদার
ঋণ গ্রহনের তাং ঃ ২৫/০১/২০১৮
ঋণের টাকার পরিমান ঃ ২০০০০০/-
খাতের নাম ঃ কুল চাষ
তহবিলের উৎস ঃ নিজস্ব তহবিল
সুদের হার ঃ ১৩%
ঋণের মেয়াদ ঃ ২ (দুই) বছর
৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতি ঃ ২,১৮,৫০০/-

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফল MDG (২০০০-২০১৫) বাস্তবায়নে ও SDG (২০১৬-২০৩০) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক অন্যতম গর্বিত অংশীদার। দেশের গ্রামে ও শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মধ্য-বিত্ত, স্বল্প-বিত্ত, ও দারিদ্র আনসার ভিডিপি সদস্য ও সদস্যদের আর্থিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এর পাশাপাশি আত্ম কর্মসংস্থান এর মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ প্রতিষ্টানটি নিরলশ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক তালা শাখা সাফলোর ধারার সোনালী সোপান রচনা করে এগিয়ে যাচ্ছে।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক তালা শাখার ঋণ গ্রহীতা মোঃ আঃ জব্বার সরদার, পিতা মৃত জহিরউদ্দীন সরদার, গ্রাম ঃ নাংলা, ডাকঘরঃ সুজনসাহা, ইসলামকাঠি ইউনিয়ন, থানা ঃ তালা, জেলাঃ সাতক্ষীরা। এ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে নিজে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনন্য ভুমিকা রেখে চলেছে।

একজন সফল এবং অনুকরণীয় উদ্যোক্তার সফলতার বিবরণ তার বক্তব্য অনুযায়ীঃ আমি মোঃ আঃ জব্বার সরদার আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, তালা শাখা, থেকে ১ম দফায় ২০১৬ সালে মার্চ মাসে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করি। উক্ত টাকা থেকে ৫০,০০০/- টাকা ব্যয় করে ১ বিঘা জমিতে নারকেল কুল চাষ করি। ১ম বছরে কুল চাষে খরচের সমপরিমান অর্থ ১.০০ লক্ষ টাকা কুল বিক্রয় করি, এবং গৃহিত ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ পরিশোধ করি, পরবতী ২য় দফায় ২৫/০১/২০১৮ তারিখ ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করি উক্ত টাকা ব্যয় করে আরে দুই বিঘা জমিতে সবজী কুল চাষ করি এবং ২.৫০ লক্ষ টাকা কূল বিক্রয় করি লোনের টাকা ভালো ভাবে পরিশোধ করি। সর্বশেষ ০৩/০৮/২০২১ তারিখ বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল কৃষি ঋণের আওতায় ৫% হার সুদে গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ২.০০ লক্ষ টাকা গ্রহন করে ৩ টা এড়ে গরু ক্রয় করি। এ বছর ০৩ টা গরু ৩.০০ লক্ষ টাকা এবং কমপক্ষে ২.৫০ লক্ষ টাকার কুল বিক্রয় হবে বলে আশা করছি।

স্থানীয় বাজারে কুলের চাহিদা পূরনের পাশাপাশি সাতক্ষীরা, খুলনা, যশোর সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করে থাকি। এর মাধ্যমে নিজে সাবলম্বি হয়েছি, পাশাপাশি আর্থ ও সামাজিক ভাবে ব্যাপক উন্নতী লাভ করেছি।

বাঘারপাড়া শাখা, যশোর

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ তুহিনুর রহমান

উদ্যোক্তা জনাব মোঃ তুহিনুর রহমান, পিতা মোঃ আব্দুল হাই মোল্যা, মাতাঃ মোছাঃ সেলিনা বেগম, গ্রামঃ উত্তর শ্রীরামপুর, ডাকঘরঃ নারিকেলবাড়ীয়া, উপজেলাঃ বাঘারপাড়া, জেলাঃ যশোর। তিনি সংসারের দারিদ্রতার কারণে দশম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করে, আনসার ট্রেনিং গ্রহণ করে অংগীভূত আনসারে চাকুরী নেন। তাতে জীবন মানের উন্নতি না করতে পেরে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসার মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখেন।
অতঃপর তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বাঘারপাড়া শাখা, যশোর থেকে ৩০/০৪/২০১৯ তারিখে ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ১ম দফায় ৫০,০০০/= টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করে এক একর জমি লীজ নেন। গ্রহণকৃত ঋণের টাকা তিনি সময়মত পরিশোধ করেন এবং দ্বিতীয় দফায় আবার ৫০,০০০/= টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করেন।
দ্বিতীয় দফার টাকা দিয়ে তিনি আরও এক একর জমি লীজ নিয়ে আগের এক একরসহ মোট দুই একর জমিতে তিনি থাই পেয়ারা ১৫০০ এবং মাল্টার ১০০০ চারা রোপন করেন। সর্বমোট ২৫০০ চারা তিনি লালন পালন করতে যেয়ে কিছুটা আর্থিক সমস্যায় পড়েন। তখন তিনি ২য় দফার টাকা পরিশোধ করে ১১/০৫/২০২১ তারিখে সর্বশেষ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বাঘারপাড়া শাখা, যশোর থেকে উদ্যান প্রকল্প খাতে ১,০০,০০০/= টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করেন (তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক)। সুদের হার ০৫%। ঋণের মেয়াদ এক বছর। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতি ১,০০,৬৯৯/= টাকা মাত্র।
ঋণ গ্রহনের আগে ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। টাকার অভাবে তার দুইটি বাচ্চা স্কুলে যেতে পারত না। ঋণ নিয়ে উদ্যান প্রকল্প করার পর বর্তমানে তার প্রতি সপ্তাহে পাঁচমন করে পেয়ারা উৎপাদন হচ্ছে। যার বর্তমান বাজার মূল্য দশ হাজার টাকা। মাসে তার আয় চল্লিশ হাজার টাকা।
তার প্রকল্পে তিনি দুইজন লোকের কাজের ব্যবস্থা করেছেন। আগে যেখানে তিনি অন্যের কাজ করতেন, সেখানে এখন তিনি দুইজন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তার দুইটি বাচ্চাকে আবার স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। তার বাড়ীতে মাটির ঘরছিল। এখন তিনি সেখানে ইটের ঘর তৈরি শুরু করেছেন।

উদ্যোক্তা আসা করছেন সকল গাছে ফল আসলে তিনি প্রতি মাসে পেয়ারা এবং মাল্টা বিক্রি করে আশি হাজার টাকা করে আয় করতে পারবেন। পাশাপাশি তিনি আর তিনজন লোকের কাজের ব্যবস্থা করতে পারবেন।
উদ্যোক্তার ভবিষ্যতে বেশি ঋণ নিয়ে প্রকল্পের আকার বৃদ্ধি করার চিন্তা ভাবনা আছে। তিনি শুধু এলাকার লোকের কাজের ব্যবস্থা করেই সন্তুষ্ট থাকতে চান না, পাশাপাশি দেশের জিডিপিতেও অবদান রাখতে চান। তিনি আরও আশা করেন বাংলাদেশের প্রত্যেক গ্রামে যেন তার বাগানের মত একটা ফলজ উদ্যান তৈরি হউক, যাতে ফল এবং ফল থেকে প্রাপ্ত ভিটামিনের কোন অভাব এদেশে না হয়।

মণিরামপুর শাখা, যশোর

মণিরামপুরে শুভেচ্ছা আইসক্রিম ফ্যাক্টারিতে আইসক্রিম তৈরি হচ্ছে

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ হযরত আলী
প্রকল্পের নামঃ শুভেচ্ছা আইসক্রিম
ঠিকানাঃ দুর্গাপুর, মণিরামপুর, যশোর
মোবাইলঃ ০১৯১৬-১০২৮৪১
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ২২-০৯-২০২০
গৃহীত টাকার পরিমানঃ ২,০০,০০০/-
তহবিলের উৎসঃ নিজস্ব
সুদের হারঃ ১৪%
ঋণের মেয়াদঃ ২৪ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ পরিশোধ
(তিনি পুনরায় দুই লক্ষ টাকার আবেদন করেছেন)
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২৪-২-২০১৯
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমান: ১,০০,০০০/-
সর্বশেষ গৃহীত ঋণ: ২,০০,০০০/-

সঠিক কর্মপরিকল্পনা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কঠোর পরিশ্রম, সততা, ধৈর্য্য, ব্যবসায়িক আচরণ একজন মানুষকে শুন্য হতে পূর্ণ করতে পারে তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ মণিরামপুর উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামের মোঃ হযরত আলী। দরিদ্রতার চরম কষাঘাত যাকে প্রতি মুহুর্তে জর্জারিত করেছে, তিনি আজ একটি আইসক্রিম ফ্যাক্টারির মালিক হয়েছেন। তার শুভেচ্ছা আইসক্রিয় ফ্যাক্টারিতে এখন ৪০/৪২ জন মানুষ কাজ করছে। ফলে তাদের পরিবারের ১৩০/১৪০ জন মানুষ স্বচ্ছলতার মাধ্যমে দিন অতিবাহিত করছেন। তার এই ব্যবসায়িক সাফল্যের মূলে যে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়েছে তা দিয়েছে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মণিরামপুর শাখা। হযরত আলী ২০১৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রথম ব্যাংকের মণিরামপুর শাখা থেকে ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে শুরু করেন আইসক্রিম ফ্যাক্টারীর কাযক্রম। এরপর নিয়েছেন আরো দুই বার ঋণ। তিনি ঋণ ইতোমধ্যে পরিশোধ করে পুনরায় ২ লক্ষ টাকার আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, অভার অনাটনের মধ্যে যখন কোন ব্যাংক ঋণ দেয়নি, ঠিক তখনই আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আমাকে ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করেন। নিজের সামান্য পূজি ও ঋণের টাকা দিয়ে গড়ে তুলেছেন তার আইসক্রিম ফ্যাক্টরি। তিনি বলেন, প্রথমে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ১ লক্ষ টাকা ও আমার ব্যক্তিগত কিছু টাকা নিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম। বিএসটিআই অনুমোদন লাভের পরে পুরোদমে উৎপাদন শুরু করি। আমার আইসক্রিমের খুলনা, যশোর, ঝিনাইদাহ, নড়াইল এবং সাতক্ষীরায় ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ সব স্থানে দোকানে পাইকারী বিক্রয় করা হয়।

মণিরামপুরে শুভেচ্ছা আইসক্রিম ফ্যাক্টারিতে আইসক্রিম তৈরির কারিগরগণ

দুই সন্তানের জনক হযরত আলী আরো জানান, সংসারে খুব দ্রুতই স্বচ্ছলতা এসেছে। ৭৫ শতক জমিও ক্রয় করেছে অল্প দিনের মধ্যে। বাড়ি করার পাশাপাশি সেখানে শুরু করেছি মাল্টা, কলাসহ বিভিন্ন ফসলের চাষ। তিনি তার দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। হযরত আলীর এই অভাবনীয় সাফল্যে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আনন্দিত ও গর্বিত।

নওয়াপাড়া শাখা, যশোর

ঋণ গ্রহীতার নাম: মর্জিনা খাতুন

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নারী কর্মসৃজন ঋণের টাকা ব্যবহার করে জীবনে যেসব ঋণগ্রহীতা সাফল্য লাভ করেছেন তাদেরই একজন হচ্ছে মর্জিনা খাতুন।
যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার নওয়াপাড়া (দক্ষিণ) গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা মর্জিনা খাতুন। ০২ মেয়ে ও স্বামী নিয়ে মর্জিনা খাতুনের সংসার। স্বামী মোঃ মশিউর রহমানের ওষুধ কোম্পানীতে চাকুরি করতেন। কিছুদিন পর চাকুরি চলে যাওয়ায় মর্জিনা খাতুন অর্থনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে সংসার চালাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় অভয়নগর উপজেলা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তার সাথে তার যোগাযোগ হয়। তার মাধ্যমে আনসার ও ভিডিপির ১০ দিনের একটা মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার উপায় খুঁজে পান।

পরবর্তীতে ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে তিনি ২০০৪ সালে ১ম দফায় ১৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং তার নিজস্ব জমানো পুঁজি দিয়ে স্বল্প পরিসরে চিকিৎসা উপকরণ তৈরীর ব্যবসা শুরু করেন। এ ব্যবসায়ে তার স্বামী তাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করতে থাকেন। স্থানীয়ভাবে মেডিক্যাল সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা থাকায় তার ব্যবসা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং সাথে ব্যাংক ঋণের লিমিটও বাড়তে থাকে। তার কারখানায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর মধ্যে রয়েছে মেডিকেল তুলা, ব্যান্ডেজ, সার্জিক্যাল গজ, এ্যাবডোমেনাল বেল্ট, স্যানিটারী ন্যাপকিন ও মাস্ক।

সর্বশেষ ২৩ ডিসেম্বর ২০২০ সালে তিনি ৯ম দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে ৯% হারে ১৮ মাস মেয়াদে নারী কর্মসৃজন ঋণ খাতে ১,৫০,০০০/- টাকা গ্রহণ করেন। বর্তমানে তার কারখানায় কাটিং মেশিন, ব্যান্ডেজ রুলার মেশিন, পলিথিন প্যাকেট হিট মেশিন, ০২ টি সেলাই মেশিন, ১৩ টি ডিজিটাল সিলিন্ডার ডাইস রয়েছে যার মূল্য প্রায় ১০.০০ লক্ষ টাকা। তার কারখানায় নিয়মিত ৭-৮ জন মহিলা কাজ করেন এবং তিনি নিজেও এ উপকরণ তৈরীর কাজ করেন । তার স্বামী কাঁচামাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত পণ্য যশোর ও খুলনায় পাইকারী বাজাজাতকরনে তাকে সার্বক্ষণিক সহায়তা করেন।
চিকিৎসা সামগ্রী বিক্রয় করে প্রতি মাসে তিনি প্রায় ৫০,০০০/- টাকা মুনাফা করে থাকেন। এছাড়াও করোনাকালীন সময়ে তিনি বিপুল পরিমান মাস্ক তৈরী করে বাজারে সরবরাহ করছেন। এই ব্যবসায়ের মাধ্যমে তার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি তার মেয়েদের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখছেন। এছাড়াও ৭-৮ জন মহিলার কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তিনি নারী কর্মসংস্থানে অবদান রাখছেন। তার এ প্রকল্প দেখে আশেপাশের অন্য নারীরাও আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে আগ্রহী হচ্ছেন।

মর্জিনা খাতুনের মত এমন অনেক ঋণগ্রহীতা আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখছেন। আর এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবদান ম্যাক্রো (MACRO) পর্যায়ে দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

রামপাল শাখা, বাগেরহাট

ঋণ গ্রহীতার নাম: শেখ রফিকুল ইসলাম
প্রকল্পের নামঃ "রফিকুল মৎস্য খামার"
ঠিকানাঃ গ্রাম: জিগিরমোল্লা
ডাক: পেড়িখালী
উপজেলা: রামপাল জেলা: বাগেরহাট
মোবাইল নং-০১৯১৪-১৮৩৩৮৬

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলার পেড়িখালী ইউনিয়নের জিগিরমোল্লা গ্রামের শেখ রফিকুল ইসলাম যার জীবনে শুধুই উপরে উঠার স্বপ্ন। সাধ আছে সাধ্য নাই এমন সময় ২৭ বছর বয়সে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের রামপাল শাখা হতে প্রথম ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ২০০৪ সালে ২০,০০০/- মাত্র ঋণ গ্রহণ করেন, যখন তার সহায় সম্বল বলতে বাবার রেখে যাওয়া এক টুকরা ভিটা ও ছোট একটি মাছের ঘের এখানে তিনি এই টাকা বিনিয়োগ করে প্রথম বছরে মূলধন সহ ৪৫,০০০/- টাকা মাত্র অর্জন করেন। পরের বছর ২য় দফায় ৩০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করে আরও মৎস্য ঘের সম্প্রসারন করেন। এভাবে ২০০৭ সালে ৩য় দফায় ১.০০ লক্ষ টাকা মাত্র এসএমই ঋণ গ্রহন করেন এবং ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি করতে থাকেন। সর্বশেষ ১০তম দফায় বিবি কৃষি (মৎস্য চাষ) খাতে ৩.০০ মাত্র ঋণ গ্রহন করে ব্যবসা পরিচালিত করে আসছেন, যার সুদের হার ৫%, ঋণের মেয়াদ ২ বছর, ৩০-০৬-২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতি ৩,০৬,৬৫৩/- টাকা মাত্র। বর্তমানে তিনি ৩ একর জায়গার মালিক। এছাড়া নিজস্ব জায়গাসহ মোট ২৫ একর জায়গায় মৎস্য চাষ করেন, এখান থেকে বছরে ৭/৮ লক্ষ টাকা মুনাফা করে থাকেন।

মাছ চাষের পাশাপাশি বাড়ীতে হাঁসমুরগী পালন করেন এবং ০৮ টি ছাগল ও ০২ টি গাভী লালন পালন করেন সেখান থেকে পরিবারের দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পুরন করে থাকেন। এই সবকিছু সম্ভব হয়েছে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কল্যাণে আর তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ফলে তার তিনটি সন্তানের পরিবারে স্ত্রী সহ সুখে শান্তিতে আছেন। তিনি এখন স্বাবলম্বি এমন কি তার প্রকল্পে বর্তমানে ৬ (ছয়) জন কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। তাদেরও এখানে কাজের সংস্থান হওয়ায় পরিবারগুলো সচ্ছল ভাবে জীবনযাপন করতে পারছে। শুধু কি তাই রফিকুল ভায়ের সন্তানেরা আজ লেখাপড়া করছে পাশাপাশি বড় ছেলেটি হাফেজ হয়ে স্থানীয় মসজিদে ঈমামতি কাজ করছেন। তার ঘেরের উৎপাদিত বাগদা ও গলদা চিংড়ি বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হচ্ছে যা দেশের জিডিপিতে বড় ভূমিকা রাখছে। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণ গ্রহণের পূর্বে খুব কষ্টে অনাহারে থেকে জীবন অতিবাহিত করেছেন।

এখন তিনি একজন সুখি মানুষ তাকে আর অনাহারে দিনযাপন করতে হয় না। তার সাফল্য দেখে এলাকার অনেক মানুষ এই পেশায় নিজেদেরকে নিয়োজিত করে স্বাবলম্বি হয়েছে বা হচ্ছে। তার এই সাফল্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সাফল্য। আমরা তার সার্বিক উন্নতির জন্য দোয়া করি।

কুষ্টিয়া শাখা, কুষ্টিয়া

ঋণ গ্রহীতার নাম: আব্দুল আলিম
প্রকল্পের নামঃ মেসার্স খামার বাড়ী এগ্রো
পিতার নামঃ মৃতঃ আব্দুল খালেক
ঠিকানাঃ গ্রামঃ চেঁচুয়া, ডাকঘরঃ জগতি
উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলাঃ কুষ্টিয়া
মোবাইলঃ ০১৭৩৬০৮৪২৯০
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ৩০.০৯.২০২০
গৃহীত টাকার পরিমানঃ ২,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ কৃষি ও পল্লীঋণ (গরুমোটাতাজাকরন)
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হারঃ ৮%
ঋণের মেয়াদঃ ০১ বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ২,১৩,৯৬৩/-

আমি মোঃ আলিমুদ্দিন কুষ্টিয়া শহর পার্শ্ববর্তী চেঁচুয়া গ্রামের আবদুল খালেক এর ছেলে। অর্থের অভাবে এইচ.এস.সি পাশের পরই পড়াশোনার ইতি টানতে হয়। টানতে হয় সংসারের ঘানি!! কিন্তু কিভাবে চলবে সংসার? চাকরি নেই, কাজ নেই, হতাশা জেঁকে বসে মনে। সে সময় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে পেরে কুষ্টিয়া শাখা হতে ১ম দফায় ১৭/১০/২০১৭ তারিখে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে একটি গাভী ক্রয় করি। সে বছরই গাভী থেকে একটি এঁড়ে বাছুর হয়। পবরর্তী বছর এঁড়ে বাছুর বিক্রি করে লাভবান হই। শুরু হয় আমার স্বপ্নের পথচলা। বাড়ীর পার্শ্বে ছোট ঘর তৈরী করে সেখানে এঁড়ে বাছুর পালন শুরু করি। সেই একটি এঁড়ে বাছুর থেকে আজ আমি ছোট-বড় মোট ১৫টি উন্নত জাতের গরুর মালিক। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা হতে ২য় ও ৩য় দফায় ১০/১০/২০১৮ তারিখে ২,০০,০০০/- টাকা এবং ১৫/১০/২০১৯ তারিখে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ীর পার্শ্বে গড়ে তুলেছি বিশাল পাকা গরুর খামার ও ক্রয় করেছি ঘাস কাটা মেশিন। প্রকল্পের নামঃ মেসার্স খামার বাড়ী এগ্রো। গরু পালন করে হয়েছি সাবলম্বী। গড়েছি পাকাবাড়ী। বড় ছেলে মোঃ আশাদুজ্জামার তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে। মেয়ের বয়স ০২ বছর। ছেলের লেখাপড়া খরচ, সংসার খরচ সবই এখন ভালোভাবে চলছে। পরিশ্রম করলে আর একটু সরকারী সহযোগীতা (ঋণ) পেলে কোনো কিছুই যে বাধা হতে পারেনা সেটা আমি করে দেখিয়েছি। এইচ.এস.সি পাশ করা মোঃ আলিমুদ্দিন এর খামারে সরেজমিনে দেখা যায়, দুই শ্রমিককে নিয়ে গরুকে গোসল করানো, ঘাসকাটা ও খাবার দেয়া কাজে ব্যস্ত আলিমুদ্দিন। বসে নেই ইস্ত্রী মোছাঃ জায়েদা খাতুনও। খামার পরিচর্চায় তিনি ও বেশ ব্যস্ত। তাদের গরু গুলোই যেন সবকিছু। শুধু তাই নয়, গরুর খামারের পাশাপাশি আলিমুদ্দিন ব্রয়লার মুরগীর খামার গড়ে তুলেছেন। রেখেছেন দুইজন শ্রমিক। তাদের প্রতি মাসে বেতন দিতে হয় ২৫ হাজার টাকা।

কালীগঞ্জ শাখা, ঝিনাইদহ

ঋণগ্রহীতার নাম: জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম
বর্তমান ঋণের দফাঃ ৪র্থ
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ০৩/১১/২০২০
গৃহীত টাকার পরিমানঃ = ৩,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ পেয়ারা চাষ
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি ঋণ
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ২ বৎসর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে ঋণস্থিতিঃ ৩,১০,০০৯/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন ১৩/১০/২০১৫
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমানঃ ২,০০,০০০/-

ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ আমিরুল ইসলাম প্রথমে ছিলেন একজন প্রান্তিক চাষী। তাঁরা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহনের পরিকল্পনা করেন। ব্যাংকও তাঁদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রথম দফায় ১৩/১০/২০১৫ সনে তারা অত্র ব্যাংক হতে ২০০০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে দুই বিঘা কাজী পেয়ারা চাষ শুরু করেন। এক বছরের মধ্যে তারা প্রায় ২২০০০০/- টাকার পেয়ারা বিক্রয় করেন। পরবতীর্তে তারা আবারও ব্যাংক হতে ২০০০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন এবং নিজস্ব পুঁজির টাকা দিয়ে ০৩ বিঘা জমি বন্ধক নেন। বর্তমানে তাদের পেয়ারা বাগান সরেজমিনে পরিদর্শনে গেলে দেখা যায় বাগানের গাছে পেয়ারা ভরপুর। যা থেকে এ বছর তিনি প্রায় ০৪ লক্ষ টাকা আয় করেছেন।

এছাড়াও তিনি তার মুনাফার টাকা দিয়ে একটি গোয়ালঘর নির্মাণ করেছেন। দুইটি পুকুর বন্ধক নিয়েছেন। যার একটিতে তিনি মাছের ডিম ক্রয় করে রেনু উৎপাদন করে বিক্রয় করেন এবং অন্যটিতে সরাসরি মাছের চাষ করেন। তার ভাষ্যমতে পুকুর দুইটি হতে বছরে তার ০৩ (তিন) লক্ষ টাকা আয় হয়। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনি তার আর্থ-সামাজিক অবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করেছেন। ০৫ শতক জমির উপর প্রাচীর বেষ্টিত ০৪ কক্ষ বিশিষ্ট পাকা বাড়ী র্নির্মাণ করেছেন। সন্তানদের লেখাপাড়ার পরিবেশ নিশ্চিত করেছেন।

তাঁর এই সাফল্যের জন্য তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংককে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

কুমারখালী শাখা, কুষ্টিয়া

ঋণগ্রহীতার নাম: মো: পান্না শেখ
প্রকল্পের নাম: পান্না গরু মোটাতাজাকরন খামার
মোবাইল নং: ০১৩০২৬৭৮৭৬৬
ঠিকানা: গ্রাম: বাঁশআড়া, পোষ্ট: চড়াইকোল
উপজেলা: কুমারখালী, জেলা: কুষ্টিয়া
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ২২/১১/২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ২,০০,০০০/-
ঋণের খাত: গরু মোটাতাজাকরন
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ০১ বছর
৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতি: ২,০৬,১১৭/-

আমি মো: পান্না শেখ, পিতা মো: আবু বক্কার সিদ্দিক, চার ভাই, তিন বোনের সংসারে আমি সেজ সন্তান। বড় দুই ভাই পৃথক। অভাবের তাড়নায় এক সময় মালয়েশিয়া যাই। সেখানে দীর্ঘদিন থাকার পরও সফল হতে না পেরে দেশে চলে আসি। অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত ছিলাম। এ সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কুমারখালী শাখা। প্রথমে আমার বোন রোমেলা খাতুনের ক্ষুদ্র ঋণের টাকা আমি ব্যবহার করি। পড়ে আমি নিজেই আনসার-ভিডিপি থেকে ট্রেনিং নিয়ে সদস্য হই। ঋণ নিয়ে একটি গরুর খামার তৈরি করি। বর্তমানে আমার খামারে ০৫ টি গরু রয়েছে। এছাড়াও ০৬ বিঘার একটি জলাশয়ে সারাবছর মাছ চাষ করি। আর একটি ১০ বিঘার জলাশয়ে এক বতর (সিজন) ধান চাষ করি এবং এক মৌসুম মাছ চাষ করি। সম্প্রতি একটি মুরগীর খামার ও করেছি।

এছাড়াও কিছু কৃষি জমি কিনে পিঁয়াজ রসুন ও অন্যান্য সবজি চাষ করি। বর্তমানে আমার বাবা বৃদ্ধ হওয়ায় চাষের কাজ থেকে তাঁকে ছুটি দিয়েছি। বাড়ির সামনে একটি ছোট মুদি দোকানও দিয়েছি। সেখানে মাঝে মধ্যে বাবা দেখাশুনা করেন। অভারেব কারনে আমার পড়ালেখা না হওয়ায় (এসএসসি পাশ) সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ছোট ভাইটিকে যতদুর মন চায় পড়ালেখা করাবো। ছোট ভাই চন্নু বর্তমানে দ্বাদশ শ্রেনীতে পড়ে। সেও মাঝে মধ্যে আমার খামার দেখাশুনা করে। খামারে আমার মা এবং স্ত্রীও সার্বক্ষনিক শ্রম দেয়। বতমানে আমি অত্যন্ত সুখী। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আমার ব্যাংক। এই ব্যাংকের মাধ্যমে আমার জীবন মান উন্নত হয়েছে। তাই সবাইকে অনুরোধ করবো বিদেশ না গিয়ে দেশেই কিছু করুন। আমার ঠিকানা অত্যন্ত সহজ গড়াই ব্রীজের নীচে আল্টাদুগ্ধ খামার এর সাথে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের স্যারদের প্রতি অনুরোধ থাকলো আমার খামার পরিদর্শনে আসার।

ব্যাংক কর্তৃক অদ্যাবধি গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র: নং	ঋণ গ্রহনের তারিখ	খাতের নাম	গৃহীত ঋণের পরিমান
০১	০৩/১২/২০১৮	গরুমোটাতাজাকরন	১৫০০০০/-
০২	১৫/১২/২০১৯	কৃষি ও পল্লী ঋণ	২০০০০০/-
০৩	২২/১১/২০২০	বি, ব্যাংক কৃষি ঋণ	২০০০০০/-

দামুড়হুদা শাখা, চুয়াডাঙ্গা

ঋণগ্রহীতার নাম: মোঃ আকুল খান
প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা ঃ আকুল খান নার্সারি, নিধিকুন্ড আন্দুলবাড়িয়া, জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা
ঋণের ধরণ : মালটা চাষ
গৃহীত ঋণের পরিমাণ ঃ ৫,০০,০০০/-
ঋণ গ্রহণের তারিখ ১০/০৮/২০ ও ২২/০৯/২০২১

আমি মোঃ আকুল খান পিতা মোঃ ছানোয়ার খান মাতাঃ মোছাঃ ফরিদা খাতুন গ্রামঃ নিধিকুন্ড ডাকঘরঃ আন্দুলবাড়ীয়া উপজেলাঃ জীবননগর জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমি একজন সাধারণ আনসার সদস্য। আমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অঙ্গীভূত আনসার হিসাবে চাকুরী করেছি। আমি চাকুরি করতে যেয়ে সংসার চালানো কষ্টকর হতো ও হতাশায় ভুগতেছিলাম। আমার এলাকাটি কৃষি প্রধান এলাকা। আমার এলাকায় বিছিন্নভাবে কিছু উদ্যোক্তা সৌখিনভাবে নার্সারি ও ফলের বাগান করেন। অল্পদিনের মধ্যে তারা লাভবান হন। এটা দেখে আমি অনুপ্রাণিত হই। প্রথমে আমি অর্থের অভাবে স্বল্প পরিসরে নার্সারি ও ফলের বাগানের চাষ শুরু করি। আমি সিলেটে আনসার ওভিডিপি রেঞ্জ পরিচালক মহোদয় ও আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, দামুড়হুদা শাখা, ব্যবস্থাপকের নিকট থেকে জানতে পারি যে এ সকল খাতে ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। তখন আমি রেঞ্জ পরিচালক মহোদয়ের পরামর্শে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, দামুড়হুদা শাখায় যায় এবং ব্যবস্থাপকের সাথে সাক্ষাৎ করি, ব্যবস্থাপকের মহোদয়কে আমার নার্সারি ও ফলের বাগান পরিদর্শন জন্য অনুরোধ করি। পরে ব্যবস্থাপক মহোদয় আমার পেয়ারা, মাল্টা ও চায়না কমলালেবুর বাগান দেখে খুশি হন এবং আমাকে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হন।

আমি প্রথম দফায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক দামুড়হুদা শাখা হতে ২.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করি এবং পরবর্তীতে ২২/০৯/২০২১ তারিখে ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে আমি আমার বাগানের পরিধি বাড়াতে সক্ষম হই। বতমানে আমার গোয়ালে ০৩ টি গরু রয়েছে যার বর্তমান মূল্য আনুমানিক ৪.০০ লক্ষ টাকা। আমার পারিবারিক যাবতীয় খরচ নির্বাহের পর ৩.০০ থেকে ৩.৫০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক নীট লাভ হবে বলে আশা করি। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে আমি সফল ও খুবই লাভবান হয়েছি। বর্তমানে আমি একজন সফল কৃষি উদ্যোক্তা। আমি আনসার- ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সাফল্য করি।

ব্যাংক কর্তৃক অদ্যাবধি গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত:

ক্রঃ নং	ঋণ গ্রহণের তারিখ	খাতের নাম	গৃহীত ঋণের পরিমাণ
০১	১০.০৮.২০২০	নার্সারি প্রকল্প	২,০০,০০০
০২	২২.০৯.২০২১	নার্সারি প্রকল্প	৩,০০,০০০

মাগুরা শাখা, মাগুরা

ঋণ গ্রহীতার নামঃ মো: তৈয়েবুর রহমান
ঠিকানাঃ- গ্রাম: কুশাবাড়ীয়া, ডাকঘর: সত্যপুর উপজেলা: মাগুরাসদর, জেলা: মাগুরা
মোবা: নং: ০১৭৪৯-৫৫০১৫২
গৃহীত টাকার পরিমাণ: ২,০০,০০০/-
ঋণ গ্রহণের তারিখ: ২২/০৬/২০২১
ঋণের খাত: গাভীপালন
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদেরহার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ১ বছর
৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতি: ২,০০,২২২/-

২০০৯ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মাগুরা শাখা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এর সদস্যদের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে ২০১২ সালে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় গাভীপালন খাতে মাগুরা সদর থানার কুশাবাড়ীয়া গ্রাম নিবাসী মো: তৈয়েবুর রহমান ৩৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মাগুরা শাখা থেকে ঋণ গ্রহণের পূর্বে পুজির সংকটে ব্যবসায় পরিচালনায় হিমশিম খাচ্ছিলেন এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবস্থাপক মহোদয়ের সাথে গাভীপালন বিষয়ে আলোচনা করেন। ব্যবস্থাপক মহোদয় তার বাড়ি পরিদর্শনের পর উপযুক্ত মনে হওয়ায় তাকে ঋণের আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি তার কঠোর পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গাভীপালনে সাফল্য অর্জন করেন এবং অত্র ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের পরিমাণ ও বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে তার খামারে বিভিন্ন জাতের ০৯ টি গরু রয়েছে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা এবং যা থেকে তিনি প্রতিদিন প্রায় ৯০ লিটার দুধপান, ফলশ্রুতিতে তার মাসিক আয় প্রায় ১,৫০,০০০ টাকা।

তার খামারে বর্তমানে তিনজন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে যা এলাকার বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। তার এই সাফল্য স্থানীয় অনেক যুবককে ঋণগ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তিনি তার খামারের উন্নয়নের পাশাপাশি নিজের ও পরিবারের জীবন যাত্রারমান উন্নয়নেও সফল হয়েছেন এবং স্থানীয়ভাবে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। তিনি তার তিন সন্তানের মধ্যে একজনকে কলেজে এবং বাকি দুইজনকে মাদ্রাসায় পড়াচ্ছেন।

তিনি তার সফলতার জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংককে ধন্যবাদ জানান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তার উন্নয়নের অংশীদার হতে পেরে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মাগুরা শাখাও গর্ববোধ করছে।

আদিতমারী শাখা, লালমনিরহাট

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোছাঃ বিউটি বেগম
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ১৩/০৮/২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ৩,০০,০০০/-
ঋণের খাত: গবাদি পশুর খামার
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৯%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ১,৯৬,২০০/-

জনাব মোছাঃ বিউটি বেগম, স্বামী: মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, গ্রাম-বড় কমলাবাড়ী, ডাকঘর- হাজীগঞ্জ, উপজেলা- আদিতমারী, জেলা- লালমনিরহাট এর একজন ভিডিপি সদস্যা। উদ্যোক্তা ২০১৪ সালে স্বল্প পুঁজি নিয়ে গবাদি পশুর খামার শুরু করেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে মাত্র ০২টি গরু ০৩টি ছাগল ও ০২টি ভেড়া নিয়ে তিনি তার খামারের যাত্রা শুরু করেন। পরবর্তীতে খামার সম্প্রসারণের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, আদিতমারী শাখা, লালমনিরহাট এর দ্বারস্থ হন এবং বিগত ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসে ১ম দফায় গাভী পালন খাতে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ব্যাংকের সহযোগীতায় আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি আজ তাঁর খামারে ০৮টি গাভী, ১২টি ছাগল, ০৬টি ভেড়া ও খামারের বর্ধিতাংশে একটি বিদেশী পাখির খামারের শেড ও পাখির প্রজনন ব্যবস্থা তৈরী করেছেন। সেখান থেকে তিনি প্রতিদিন ৬০ লিটার দুধ, ছাগল ও ভেড়ার মাংস বিক্রি এছাড়াও সৌখিন পাখির বাচ্চা বিক্রি করছেন।

বর্তমানে খামার সম্প্রসারণের সাথে সাথে তাঁর জীবনযাত্রার মানেরও অনেক পরিরর্তন সাধিত হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সামাজিক অবস্থান তথা মর্যাদার পরিবর্তন ঘটেছে। যা তাঁর এলাকার মানুষের কাছে অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। বর্তমানে এলাকার মানুষের কাছে তিনি একজন আদর্শ খামারি হিসেবে সুপরিচিত। ০৪ জন পুরুষ ০২ জন মহিলা কর্মচারী ও উদ্যোক্তা নিজে খামারটি পরিচালনা করে আসছেন। তাই নিজের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির পাশাপাশি কর্মচারীদের বেকারত্ব দুরীকরণসহ জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটেছে। তিনি সর্বশেষ ০৬ দফায় আদিতমারী শাখা হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে গবাদি পশুর খামারের উদ্দেশ্যে ১৩/০৮/২০২০ তারিখে ৩০ মাস মেয়াদে ৩,০০,০০০/- টাকা ৯% সুদে ঋণ গ্রহণ করেছেন। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে যার স্থিতি ১,৯৬,২০০/- টাকা। উদ্যোক্তা জনাব মোছা: বিউটি বেগম, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতার কথা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বরণ করেন। সেই সাথে ব্যাংকের সাফল্য কামনা করেছেন।

ফুলবাড়ী শাখা, কুড়িগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: হুরিশংকর রায়
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ০৫/১১/২০২০
গ্রহীত টাকার পরিমাণঃ ৫,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ গরু মোটাতাজাকরণ
তহবিলের উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ২৪ মাস
৩০-০৬-২১ তারিখে স্থিতিঃ ৫,১৬,৪৮৯/-

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার রাবাইতারী গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা জনাব হুরিশংকর রায় একজন ভিডিপি সদস্য এবং পূর্বচন্দ্রখানা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, রাবাইতারী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম এর একজন সহকারী শিক্ষক। শিক্ষকতা পেশার পাশাপাশি ০২টি গরু দিয়ে ছোট পরিসরে ২০১৫ সালে খামার শুরু করেন। তখন আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে সংসারের ব্যয়ভার বহন করে খামারটি ভালভাবে পরিচালনা করতে পারতেন না বিধায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ফুলবাড়ী শাখা, কুড়িগ্রাম এর দ্বারস্থ হন এবং বিগত ২৮/১১/২০১৭ তারিখে ১ম দফায় গাভীপালন খাতে ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে কোন প্রকার খেলাপী ছাড়াই পরিশোধ করেন। এরপরে ২য় দফায় ৫,০০,০০০/- টাকা করে ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিতভাবে পরিশোধ করেন এবং বর্তমানে ৩য় দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে কৃষি ঋণের আওতায় গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে সুচারুরুপে খামারটি পরিচালনা করছেন।

ব্যাংকের সহযোগীতায় আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি আজ তাঁর খামারে ০৫টি ষাঁড়, ০৪টি গাভী ও ০৩টি বাছুর সহ মোট ১২টি গরু রয়েছে। শুরুতে ০৩টি গরু ধারন ক্ষমতা সম্পন্ন টিনসেট (মেঝে কাঁচা) ছোট একটি ঘরে খামারটি শুরু করলেও এখন কমপক্ষে ২০টি গরু ধারণক্ষমতা টিনসেট বিল্ডিং (মেঝে পাঁকা) রয়েছে। বর্তমানে খামার প্রসারের সাথে সাথে তাঁর জীবনযাত্রার মানেরও অনেক পরিরর্তন সাধিত হয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সামাজিক অবস্থান তথা মর্যাদার উন্নতি ঘটেছে। যা তাঁর এলাকার মানুষের কাছে অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। বর্তমানে এলাকার মানুষের কাছে তিনি একজন আদর্শ খামারি হিসেবে সুপরিচিত। ০২ জন কর্মচারী ও উদ্যোক্তা নিজে খামারটি পরিচালনা করে আসছেন। তাই নিজের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির পাশাপাশি কর্মচারীদের বেকারত্ব দুরীকরণসহ জীবনযাত্রার মানেরও উন্নয়ন ঘটেছে। উদ্যোক্তা আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতার কথা সবসময় অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করে থাকেন এবং ভবিষ্যতে ব্যাংক থেকে বেশী পরিমাণে ঋণ নিয়ে খামারটিকে মডেল ও বড় খামার হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নিলফামারী শাখা, নিলফামারী

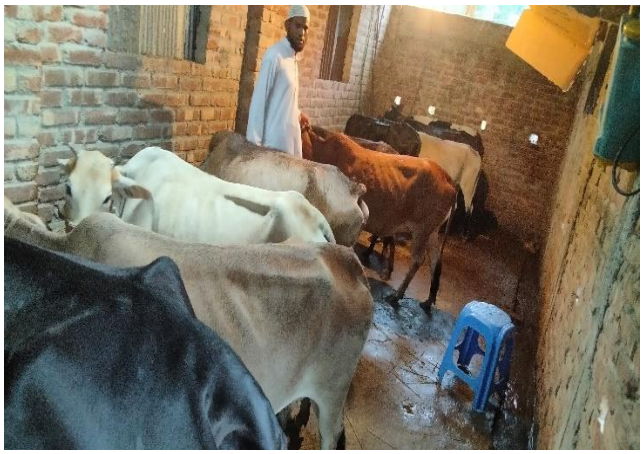

ঋণ গ্রহীতার: মোঃ মিজানুর রহমান
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ১০/১১/২০২১ ইং
গৃহীত টাকার পরিমান: ৩,০০,০০০/-
ঋণের খাত: গরু মোটাতাজাকরন
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০-০৬-২১ তারিখে স্থিতি: ২,৭৪,০০০/-

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পিতা- এজার উদ্দিন, গ্রাম- উত্তরাশশী, ডাক- পঞ্চপুকুর, থানা- নীলফামারী, জেলা- নিলফামারী। তিনি একজন আনসার সদস্য। তিনি ২০১৪ সালে নিজ উদ্যোগে ২টি বকনা বাছুর নিয়ে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্প শুরু করেন। প্রকল্পের শুরুতেই তার আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারনে তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। পরবর্তীতে তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, নীলফামারী শাখা হতে ১৩/০৩/২০১৫ তারিখে ৩০০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহন করেন। ঋণ গ্রহন করে লাভবান হওয়ায় তিনি পর্যায়ক্রমে অত্রশাখা হতে ২৭/১১/২০১৭ তারিখে ২য় ধাপে ২০০০০০/- টাকা, ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে ৩য় ধাপে ২০০০০০/- টাকা এবং সর্বশেষ ৪র্থ ধাপে গত ১০/১১/২০২০ তারিখে ৩০০০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের পরিমান বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়েই তার গরু মোটাতাজাকরণ খামারটি বেশ সম্প্রসারিত হয়েছে ।

বর্তমানে তার খামারে গরুর সংখ্যা ছোট বড় মিলে ১৫টি। উদ্যোক্তা তার স্ত্রী ও কলেজ পড়ুয়া এক ছেলে সহ খামারটির দেখাশুনা করেন। খামারের পাশে নিজ জমিতেই ঘাস চাষ করেছেন, যা গরুর অন্যতম খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খামারে প্রায়ই গরু বেচা-কেনা চলমান থাকে। বিশেষ করে তিনি ঈদের বাজারে অনেক বেশী লাভবান হন। বর্তমানে তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। সমাজে তার গ্রহণযোগ্যতা বেশ বেড়ছে। বর্তমানে তার ১ ছেলে কলেজে এবং ১ ছেলে ও ১ মেয়ে স্কুলে পড়াশুনা করছে। তাদের লেখাপড়ার খরচ নির্বাহে কোন সমস্যা হচ্ছে না। খামার সম্প্রসারনের সাথে সাথে তার জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়েছে।

এলাকায় তিনি একজন আদর্শ খামারী হিসাবে সুপরিচিত। তাকে দেখে এলাকার অন্যান্য লোকজন খামার প্রতিষ্ঠা ও ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত হচ্ছেন। তিনি সর্বশেষ ৪র্থ দফায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, নীলফামারী শাখা হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে ৫% সুদে গত ১০/১১/২০২০ তারিখে ৩০০০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করেন, যার স্থিতি ৩০/০৬/২১ তারিখে ২,৭৪,০০০/- টাকা মাত্র। তিনি তার আর্থিক স্বচ্ছলতায় ও খামার সম্প্রসারনে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অবদান নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন এবং পরবর্তীতে আরও বেশী পরিমানে ঋণ গ্রহণ করে খামার সম্প্রসারনে তার সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন।

পাটগ্রাম শাখা, লালমনিরহাট

ঋণগ্রহীতার নাম: মো: জেনারেল

লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম থানার রসুলগঞ্জ গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা মো: জেনারেল একজন ভিডিপি সদস্য। অল্প পুঁজির নিজস্ব মজুদ নিয়ে ২০১৪ সালে তিনি মুদি ব্যবসায়ী হিসাবে যাত্রা শুরু করেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের পাটগ্রাম শাখা হতে ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে ১৫/পু সেন্টারের সদস্য হিসাবে ৩০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ করেন। পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দফায় ৫০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে যথা নিয়মে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করেন।

তিনি বর্তমানে ৬ষ্ট দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে ক্ষুদ্র ঋণ ১,০০,০০০/- টাকা মাত্র মুদি মনিহারী মালের ব্যবসা খাতে গত ০৯/১১/২০২০ খ্রি. ৮% সুদে ০১ বছর মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে অত্যন্ত সুচারু রুপে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। ৩০/০৬/২০২১ ঋণ স্থিতি ৫২,০০০/- টাকা মাত্র। সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় তাঁর দোকানে পূর্বের থেকে বর্তমানে ৩/৪ লক্ষ টাকার মালামাল আছে।

তিনি অল্প পুঁজির ব্যবসা থেকে বর্তমানে ১০ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন। তিনি অদম্য পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ মাঝারী মুদি ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত ও সফল উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন আজকের এই প্রতিষ্ঠার জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পাটগ্রাম শাখার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ ও তার প্রতিষ্ঠানের উত্তর উত্তর উন্নতির জন্য ব্যাংক শাখার প্রতি তিনি চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানতে চাইলে তিনি জানান শাখা হতে বড় ধরনের ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তার ব্যবসাকে আরও বেগবান ও সাফল্যের উচ্চ চুড়ায় আসীন করবেন। আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের পাটগ্রাম শাখার গর্বিত উদ্যোক্তা সদস্য হিসাবে তিনি ব্যাংক পরিবারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করে থাকেন।

পীরগাছা শাখা, রংপুর

ঋণ গ্রহীতার নাম: মো: নজরুল ইসলাম
ঋণগ্রহনের তারিখ: ৩০-০৮-২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ২,০০,০০০/-
ঋণের খাত: ফার্নিচার ব্যবসা (এস.এম.ই)
তহবিলের উৎস: নিজস্ব
সুদের হার: ১২%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০-০৬-২১ তারিখে স্থিতি: ১,৬৩,০৯৫/-

রংপুর জেলার পীরগাছা থানার স্থায়ী বাসিন্দা মো: নজরুল ইসলাম একজন ভিডিপি সদস্য। অল্প পুঁজির নিজস্ব মজুদ নিয়ে ২০১৪ সালে তিনি ফার্নিচার ব্যবসায়ী হিসাবে যাত্রা শুরু করেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের পীরগাছা শাখা হতে ২০১৮ সালের মে মাসে এস.এম.ই খাতে ২,০০,০০০/- টাকা গ্রহণ করে নিয়মিত কিস্তিতে পরিশোধ করেন। তিনি বর্তমানে ২য় দফায় এস.এম.ই খাতে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে অত্যন্ত সুচারু রুপে ব্যবসা পরিচালনা করছেন। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় তাঁর দোকানে পূর্বের থেকে বর্তমানে ৫/৬ লক্ষ টাকার মালামাল আছে।

তিনি অল্প পুঁজির ব্যবসা থেকে বর্তমানে ১০ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছেন। তিনি অদম্য পরিশ্রমের মাধ্যমে আজ মাঝারী ফার্নিচার ব্যবসায়ী হিসাবে পরিচিত ও সফল উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেন আজকের এই প্রতিষ্ঠার জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পীরগাছা শাখার কাছে তিনি কৃতজ্ঞ ও তার প্রতিষ্ঠানের উত্তর উত্তর উন্নতির জন্য ব্যাংক শাখার প্রতি তিনি চিরকৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানতে চাইলে তিনি জানান শাখা হতে বড় ধরনের ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে তার ব্যবসাকে আরও বেগবান ও সাফল্যের উচ্চ চুড়ায় আসীন করবেন।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের গর্বিত সদস্য হিসাবে তিনি ব্যাংক পরিবারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

সৈয়দপুর শাখা, নীলফামারী

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোছাঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ০৭/০২/২০২১
গৃহীত টাকার পরিমান: ১,৫০,০০০/- টাকা
ঋণের খাত: হাঁস-মুরগি পালন
তহবিলের উৎস : বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ১,৩৩,০০০/-

উদ্যোক্তা জনাব মোছাঃ মঞ্জুয়ারা খাতুন, স্বামী: মোঃ সিরাজুল ইসলাম, গ্রাম- বাড়াইশাল পাড়া, ডাকঘর- লক্ষণপুর, উপজেলা-সৈয়দপুর, জেলা- নীলফামারী তিনি একজন ভিডিপি সদস্যা। উদ্যোক্তা ২০১৫ সালে স্বল্প পুঁজি নিয়ে হাঁসের খামার শুরু করেন। তখন আর্থিকভাবে অস্বচ্ছলতার কারণে মাত্র ৫০টি হাঁস নিয়ে তিনি তার খামারের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে খামার সম্প্রসারণের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, সৈয়দপুর শাখা, নীলফামারী এর দ্বারস্থ হন এবং বিগত ২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসের ২২ তারিখে ১ম দফায় হাঁস মুরগি পালন খাতে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ব্যাংকের সহযোগীতায় আথ্বিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি আজ তাঁর খামারে ৬৫০টি হাঁস রয়েছে। সেখান থেকে তিনি প্রতিদিন ৪৮০টি করে ডিম বিক্রি করেন। তিনি হাঁসের খামার দিয়ে যাত্রা শুরু করলেও এখন তার খামারে ৫০টির বেশী ছাগল, প্রায় ২৫০টি কবুতর ও ২০০টির বেশী দেশী জাতের মুরগী রয়েছে। বর্তমানে খামারের প্রসারের সাথে সাথে তাঁর জীবনযাত্রার মানেরও অনেক পরিরর্তন সাধিত হয়েছে।

আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি সামাজিক অবস্থান তথা মর্যাদার পরিবর্তন ঘটেছে। যা তাঁর এলাকার মানুষের কাছে অত্যন্ত সুখ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে তিনি মনে করেন। বর্তমানে এলাকার মানুষের কাছে তিনি একজন আদর্শ খামারি হিসেবে সুপরিচিত। ০২ জন পুরুষ ১ জন মহিলা কর্মচারী ও উদ্যোক্তা নিজে খামারটি পরিচালনা করে আসছেন। তাই নিজের জীবনযাত্রার মানের উন্নতির পাশাপাশি কর্মচারীদের বেকারত্ব দুরীকরণসহ জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটেছে। তিনি সর্বশেষ চতুর্থ দফায় সৈয়দপুর শাখা, নীলফামারী হতে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে হাঁস-মুরগি পালনের উদ্দেশ্যে ০৭/০২/২০২১ তারিখে ৩০ মাস মেয়াদে ১,৫০,০০০/- টাকা ৫% সুদে ঋণ গ্রহণ করেন। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে যার স্থিতি ১,৩৩,০০০/- টাকা। উদ্যোক্তা আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতার কথা সবসময় অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্বরণ করে থাকেন।

উলিপুর শাখা, কুড়িগ্রাম

ঋণ গ্রহীতার নাম: মো: রফিকুল ইসলাম
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ২৪/০৬/২০২১
গৃহীত টাকার পরিমান: ১.০০ (এক লক্ষ)
ঋণের খাত: তেল মিল ও কৃষি দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ
তহবিলের উৎস্য: বাংলাদেশ ব্যাংক (ক্ষুদ্র বিবি)
সুদের হার: ৮%
ঋণের মেয়াদ: ১২ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ৭৬,৬৬০/-

কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার থেতরাই বাজারের (স্থায়ী বাসিন্দা) "নুর অয়েল মিল" এর প্রতিষ্ঠাতা মো: রফিকুল ইসলাম একজন ভিডিপি সদস্য। তিনি অল্প পুঁজির নিজস্ব মজুদ নিয়ে ২০০৯ সালে নিজস্ব ঘরে মুদি মনোহারী মালের ব্যবসা শুরু করেন। আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক গ্রাম ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ শুরু হলে থেতরাই ইউনিয়ন দলনেতার মাধ্যমে ভিডিপি প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক থেতরাই বাজারে সেন্টার ও গ্রুপ গঠন করার উদ্দেশ্যে সদস্য যাচাই-বাছাই শুরু হলে মো: রফিকুল ইসলাম উক্ত সেন্টারে দলনেতার মাধ্যমে ব্যাংকে যোগ দিয়ে ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে মুদি মনোহারী মালের ব্যবসার উপর ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ১০ হাজার টাকা গ্রহন করেন। উক্ত পরিমাণ টাকা নিয়েও পারিবারিক ও আর্থিকভাবে সফল হতে না পেরে কাজের উদ্দেশ্যে ঢাকায় যান। তবে ঢাকায় গেলেও তিনি নিয়মিত কিস্তি পাঠিয়ে দিতেন ।

উদ্যোক্তা মো: রফিকুল ইসলাম ঢাকায় একজন তেল মিল ও কৃষি দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ মহাজনের মিলে কাজ নেন এবং কাজ শিখে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হন। প্রায় ২/৩ বৎসর কাজ ও ব্যবসার কলাকৌশল শিখে গ্রামে চলে আসেন এবং পুনরায় মুদি ব্যবসা শুরু করেন। পাশাপাশি উপার্জিত তহবিল দিয়ে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে নিজেই একটি তেল মিল ও কৃষি দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ মিল (নিজস্ব জমিতে) স্থাপন করে মালিক হন । তেল উৎপাদনের পাশাপাশি ধান, গম ও মসলাজাতীয় দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ করেন ও স্থানীয়ভাবে বিক্রয় প্রতিনিধির মাধ্যমে তা বাজারজাত করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করেন। আরও ঋণের সিলিং বৃদ্ধি ও সুদহার কমানোর জন্য আবেদন করেন। উক্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তার আর্থিক ও ব্যবসায়িক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে উক্ত খাতে ১.০০ লক্ষ টাকা মাত্র ঋণ প্রদান করেন। উক্ত টাকা পেয়ে তিনি মিলের দ্রব্য ক্রয় করেন একং মুদির দোকানটিও নতুনভাবে শুরু করেন। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তার বাড়ি ও থেতরাই বাজার সংলগ্ন হওয়ায় তার স্ত্রীও উক্ত ব্যবসায় সহযোগিতা করেন ।

মো: রফিকুল ইসলামের ১ মেয়ে কলেজে ও ২ মেয়ে স্কুল পড়ুয়া মেধাবী ছাত্রী। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা।

গোমস্তাপুর শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোসাঃ সখিনা বেগম
ঋণের ধরনঃ ক্ষুদ্র
গৃহীত ঋণের পরিমাণঃ ৫০,০০০/-
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ০৭/০৭/২০২১
প্রকল্পের নাম ও ঠিকানাঃ কাগজের ঠোংগা তৈরি ও বিক্রয়, রহমতপাড়া, রহনপুর গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ঋণ গ্রহণের ফলে উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন:
প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন
বাসস্থানের সংস্থান
চিকিৎসা ব্যয় বহনের সক্ষমতা অর্জন
সন্তানদের পড়াশোনা করানোর সক্ষমতা অর্জন

ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে কিভাবে লাভবান হয়েছে, সে বিষয়ে উদ্যোক্তার বক্তব্যঃ আমি মোসাঃ সখিনা বেগম, স্বামী- মোঃ আকরাম আলী একজন সামান্য দর্জি। আমার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ০৫ জন। সামান্য উপার্জনে স্বামীর সংসারে অভাব অনটন লেগে থাকত। অভাব অনটনের সংসারে দিশেহারা আমি ২০১০ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক গোমস্তাপুর শাখা থেকে মাত্র ১০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে কাগজের ঠোংগা তৈরি ও বিক্রয় ব্যবসাটি শুরু করি। মাস ছয়েক না যেতেই আমার এই ক্ষুদ্র ব্যবসাটির মধ্যে আমার বেঁচে থাকার আশার আলো দেখতে পাই।

আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক থেকে বেশ কয়েকবার ঋণ নিয়ে তাহা সময়মত পরিশোধ করেছি। ঋণ সীমা বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্ষুদ্র ঋণটি এখনো চলমান আছে। এই ব্যবসাটি করে আমি আমার স্বামীকে নতুন সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছি। আমার দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। আমার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ দোকান করে দিয়েছি। আমার সংসারে এখন আর কোন অভাব অনটন নাই। বিগত দিনগুলোর কথা এখনো ভাবি, এখন আমি অনেক স্বাবলম্বী ও ভাল উদ্যোক্তা যাই বলেন না কেন, ব্যাংকের যে শ্লোগান দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ তাহা আমি ব্যাংকের ২৫ বছর পূর্তিতে শতভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে তা আমি বিশ্বাস করে ব্যাংকের সাফল্য ও উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি।

বড়াইগ্রাম শাখা, নাটোর

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ সেলিম রেজা
সর্বশেষ ঋণ গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্যঃ
ঋণের ধরনঃ সি.সি
গৃহীত ঋণের পরিমাণঃ ৩,০০,০০০/-
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ২৯/০৮/২০২১
প্রকল্পের নাম ও ঠিকানাঃ মেসার্স সেলিম ট্রেডার্স
বনপাড়া বাজার (মালিপাড়া রোড়)
হারোয়া, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

ঋণ গ্রহণের ফলে উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন:

- প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন
- বাসস্থানের সংস্থান
- চিকিৎসা ব্যয় বহনের সক্ষমতা অর্জন
- সন্তানদের পড়াশোনা করানোর সক্ষমতা অর্জন

ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে কিভাবে লাভবান হয়েছে, সে বিষয়ে উদ্যোক্তার বক্তব্যঃ আমি মোঃ সেলিম রেজা, পিতা- মোঃ শফিউল্লাহ মিয়া, বর্তমানে সিলভারের হাড়ি পাতিল ও ভাংড়ী মালের ব্যবসায়ী। পূর্বে আমার অবস্থা এমন ছিলো না। সামান্য একটা পুরাতন ভাংড়ী মালের ব্যবসা দ্বারা ০৫ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চালানো কঠিন ছিলো। আমার সামান্য উপার্জনে সংসারে অভাব অনটন লেগে থাকত। অভাব অনটনের সংসারে দিশেহারা হয়ে ব্যবসা বড় করার জন্য বিভিন্ন এনজিওতে দারস্থ হতে শুরু করলাম, কিন্তু তাদের সুদের হার অধিক হওয়ায় তাদের নিকট থেকে ঋণ নিতে পারছিলাম না। অবশেষে আমার প্রাণের সংগঠন আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর ব্যবস্থাপক মহোদয় আমাকে অত্র ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহনের পরামর্শ দেন।

আমি ২০১০ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বড়াইগ্রাম শাখা, নাটোর থেকে মাত্র ২০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে ভাংড়ী মালের ব্যবসাতে খাটানো শুরু করি এবং এতে আমার ব্যবসার উন্নতি হয়। এভাবে আমি ব্যাংক থেকে ৭ বার সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করি। পরবর্তীতে ব্যবসার উন্নতি হওয়ায় আমি উক্ত ব্যাংক থেকে সি.সি ঋণ গ্রহণ করে ভাংড়ী মালের ব্যবসার পাশাপাশি সিলভারের হাড়ি পাতিলের ব্যবসা শুরু করি। এভাবে আমি গত ৪বার সি.সি ঋণ নিয়েছি এবং সর্বশেষ ৩,০০,০০০/- সি.সি ঋণ নিয়ে ব্যবসা করছি। এই ব্যবসাটি করে আমি আমার স্ত্রীকে নতুন সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছি। আমার ছোট ভাই সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনায় ম্যানেজমেন্ট ৪র্থ বর্ষে পড়াশুনা করছে। আল্লাহ'র রহমতে আমার সংসারে এখন আর কোন অভাব অনটন নাই। আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং আমি ব্যাংকের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছি। আমি ব্যাংকের সাথে থাকার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আসলাম হোসেন
ঋণের ধরনঃ এসএমই খাতে চলতি মুলধন ঋণ
গৃহীত ঋণের পরিমাণঃ ৫,০০,০০০/-
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ১০/০৩/২০১৯
ঋণের মেয়াদঃ ৩০ মাস
সুদের হারঃ ১২%
৩০/০৬/২১ তরিখে স্থিতিঃ ৬৪,৯০৬/-
প্রকল্পের নাম: পলক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ
ঠিকানাঃ গ্রামঃ স্বরুপ নগর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মোবাইল নং-০১৭১১০৬২৫০৮
ঋণ গ্রহণের ফলে উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন:

- প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন
- বাসস্থানের সংস্থান
- চিকিৎসা ব্যয় বহনের সক্ষমতা অর্জন
- সন্তানদের পড়াশোনা করানোর সক্ষমতা অর্জন

আমি মোঃ আসলাম হোসেন পিতাঃ মোঃ নাজিম উদ্দীন, চার ভাই তিন বোনের সংসারে আমি মেজ সন্তান। বড় দুই ভাই পৃথক। লেখাপড়া না শেখার কারণে ছোটবেলাতেই কর্মের খোজে নামতে হয়। ছোটবেলা থেকেই মোটর গ্যারেজে কাজ করতাম কিন্তু অন্যের কাজ করতে ভালো লাগতোনা, তাই অত্যন্ত হতাশাগ্রস্থ ছিলাম। অনেক ভেবে নিজেই একটা গ্যারেজ দেই। গ্যারেজ দিলেও টাকার অভাবে চালাতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। এ সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা। আমি আনসার ও ভিডিপি থেকে ট্রেনিং নিয়ে সদস্য হই। ঋণ নিয়ে গ্যারেজ ভালোভাবে চালু করি। এখন আমার গ্যারেজে ০৫ জন কাজ করেন। মহান আল্লাহতায়ালার রহমতে আমার রোজগার বেশ ভালো হতে থাকে। বাবা-মা সহ সংসার অনেক ভালো চলতে থাকে।

আমার আয় ভালো হওয়ায় আমি একটি ট্রাক ক্রয় করি। আল্লাহ আমার প্রতি রহম করেন তাই, আমি পরের বছর আরও একটি ট্রাক ক্রয় করি। এখন আমি পাঁচটি ট্রাকের মালিক। বাবা-মা সন্তান সহ এখন আমরা অনেক সুখে আছি। আমার পড়া লেখা না হওয়ায় আমি আমার সন্তানদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বড় ছেলে দেশের বাহিরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে ছোট ছেলে মাদ্রাসায় ও মেয়ে শিশু শ্রেণিতে পড়ে। আমি এখন অনেক সুখী। আনসার-ভিডিপি ব্যাংক আমার ব্যাংক। এই ব্যাংকের মাধ্যমে আমার জীবনমান উন্নত হয়েছে। আমার বাড়ীর ঠিকানা অত্যন্ত সহজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ শাখা থেকে সামান্য একটু দূরে, জেলখানার সামনে। স্যারদের আমার প্রতিষ্ঠান দেখতে আসার অনুরোধ রইল ।

শাখা হতে এযাবৎ ঋণ গ্রহণের তথ্য:

ক্র নং	ঋণ গ্রহণের তারিখ	খাতের নাম	গৃহীত ঋণের পরিমাণ
০১	২৮/০৯/১৬	এসএমই খাতে চলতি মুলধন ঋণ	৫,০০,০০০/-
০২	১৫/১০/১৭	এসএমই খাতে চলতি মুলধন ঋণ	৫,০০,০০০/-
০৩	১০/০৩/১৯	এসএমই খাতে চলতি মুলধন ঋণ	৫,০০,০০০/-

বাগমারা শাখা, রাজশাহী

ঋণ গ্রহীতার নাম: মো: পিন্টু ইসলাম
ঋণের ধরনঃ বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলে কৃষি ঋণ
গৃহীত ঋণের পরিমাণঃ ১,০০,০০০/-
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ০৭/০৯/২১
প্রকল্পের নাম ও ঠিকানাঃ পিন্টু পান বরজ
খয়রা সাদোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী

ঋণ গ্রহণের ফলে উদ্যোক্তাদের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন:

- প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের সক্ষমতা অর্জন
- বাসস্থানের সংস্থান
- চিকিৎসা ব্যয় বহনের সক্ষমতা অর্জন
- সন্তানদের পড়াশোনা করানোর সক্ষমতা অর্জন

ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে কিভাবে লাভবান হয়েছে, সে বিষয়ে উদ্যোক্তার বর্ণনা: আমি মো: পিন্টু ইসলাম, পিতা-মো:আ: সাত্তার। আমি আনসার ও ভিডিপি হতে গত ২০১৫ সালে একুশ দিনের অস্ত্র সহ ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করি। অত:পর গত ২০১৬ সাল হতে আনসার ভিডিপির ইউনিয়ন দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছি। ছোট বেলা থেকেই আমার আত্মনির্ভরশীল হবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। কিন্তু পুজির অভাবে আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পাছিলাম না। তখন আমার পাশে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক। আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বাগমারা শাখা থেকে প্রথম দফায় ৫০,০০০/= টাকা মাত্র এসএমই খাতে ঋণ গ্রহন করি এবং তা দিয়ে আমার নিজস্ব সাত কাঠা জমিতে পান চাষ শুরু করি। আমার ভাগ্য পরিবর্তন হতে শুরু করে ।

আমার পান বরজ এর সফলতা দেখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ২য় দফায় আমাকে ৮০০০০/= টাকা ঋণ প্রদান করে। আমি আমার পান বরজ বাড়িয়ে ১০ কাঠায় উন্নিত করি। সেই ঋণ সময়মত পরিশোধ করার পর তাকে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বাগমারা শাখা, ৫% সুদে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলে কৃষি ঋণ খাতে ১,০০,০০০/= টাকা মাত্র ঋণ প্রদান করে। আমি বর্তমানে আমার পান বরজের পরিমান বৃদ্ধি করে ১৭(কাঠা) জমিতে পানচাষ করছি। সেই সাথে আমার জমিতে সার্বক্ষনিক একজন ও বিভিন্ন সময়ে একাধিক শ্রমিক কাজ করে। আমার দ্বারা তাদের এই কর্মসংস্থান আমাকে আগামী দিনে আরো বড় আকারের পান চাষে অনুপ্রানিত করে। আমি পান চাষ করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি দেশের কর্মসংস্থানে অবদান রাখতে পারছি তার জন্যে আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞ। বর্তমানে বছরে আমার সকল ব্যয় ব্যতিত নীট মুনাফা থাকে ২,০০,০০০/= টাকা মাত্র। এই প্রাপ্ত অর্থ আমার পরিবারে এনে দিয়েছে সচ্ছলতা। আমি আমার স্ত্রী এক সন্তান সহ মা বাবার সকল ভরনপোষন করতে পারছি সেই জন্যে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে চিরঋণী। আগামী দিনে আমাকে আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সহযোগিতা করলে আমি আরো বৃহৎ পরিসরে পান চাষ করতে পারব।

নন্দীগ্রাম শাখা, বগুড়া

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আঃ রশিদ,
মোবাইল নম্বরঃ ০১৭১৫৩৫৯২৪৭
ঋণ গ্রহীতার ঠিকানাঃ গ্রামঃ কচুগাড়ী, ডাকঃ- নন্দীগ্রাম উপজেলাঃ-নন্দীগ্রাম, জেলাঃ- বগুড়া
১ম দফায় ঋণ গ্রহণের তারিখ: ১৯/০৪/২০১৮
ঋণের টাকার পরিমান: ২,০০,০০০/-
সর্বশেষ ঋণ গ্রহণের তারিখ: ০৮/০২/২০২১
ঋণের টাকার পরিমান: ৩,০০,০০০/-
প্রকল্পের নামঃ আল-রউফ বস্ত্র বিতান
৩০/০৬/২০২১তারিখে ঋণ স্থিতি: ২,৫৭,৪০০/-

পরিবারের পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান মোঃ আঃ রশিদ। তার বয়স যখন ছয় বছর তখন তিনি পিতৃহারা হন। আর্থিক অনটনের সংসারে অনেক কষ্ট করে এইচ এস সি পর্যন্ত পড়াশোনাকে টেনে নিতে পারলেও সম্ভব হয়নি মনে পুষে রাখা স্বপ্নের পূরন করতে। অসহায় আঃ রশিদ ব্যর্থতার কাছে মাথানত না করবার প্রয়াসে দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পরিবর্তন করে কর্মের চেষ্ঠা করতে থাকেন। উদোক্তা আঃ রশিদ জানান,এমন সময় উপজেলা বাজারে এক তৈরী পোশাক, থান কাপড় বিক্রেতা তার মজুদ পণ্যসহ দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি বিক্রী করবেন বলে জানতে পারি। কিছু করতে পারার সিড়ি খুঁজে পাই। পরিবার,আত্নীয়-স্বজনের সহযোগীতা ও ধার-কর্জের মাধ্যমে দোকানটিকে তিনি নিজ নামে ক্রয় করতে সমর্থ হই। কিন্তু উপযোগী পন্যের ঘাটতি, আকষর্নীয়ভাবে ডেকারেশনের অভাবে ক্রেতা সন্তুষ্ঠি অর্জন করা সম্ভব হচ্ছিল না। অন্যদিকে কর্জের টাকার চাপ আমাকে হতাশায় নিমজ্জিত করছিল। এমন সময় উপজেলায় নতুন চালু হওয়া আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তার প্রত্যাশায় ব্যাংকে যাই এবং ১ম দফায় -২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে জরুরী ধারের টাকা শোধ করে রুচিশীল কিছু পন্য ক্রয় এবং দোকানটিকে সাজিয়ে ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম হই। কিন্তু দোকানটি নন্দীগ্রাম উপজেলা বাজারের মূল বাজারে না হওয়ার ব্যবসায় তেমন সুবিধা করতে পারছিলাম না। লক্ষ্য ছিল মূল বাজারে ভাল পজিশনে একটি দোকান ঘর বরাদ্দ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করা এবং মুনাফা ও সুনাম বৃদ্ধি করা। সে লক্ষ্যে গত জুলাই ২০১৯ সালে ৩ লক্ষ টাকা সিকিউরিটিতে একটি প্রত্যাশিত দোকান ঘরের সন্ধান পেলে পূনরায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের দারস্থ হই এবং ৩ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে দোকানটি নিতে পেরে আমার ব্যবসায়ী জীবনের লক্ষ্যে পৌছানোর পথ খুঁজে পাই এবং অতি যত্ন ও আন্তরিকতা সহকারে ব্যবসায় মনোনিবেশ করি। সফলতার মুখও দেখতে শুরু করি। কিন্তু বিশ্বব্যাপী নভেল করোনায় ব্যবসা বন্ধ থাকায় এবং বিক্রী কমে যাওয়ার বেশ ক্ষতির মুখে পড়লে আবারো আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, নন্দীগ্রাম শাখা, বগুড়া আমাকে করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ ঋণ গ্রহীতা হিসেবে করোনা মোকাবেলা ৫% হারে তিন লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করায় আমি আমার সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে উত্তোরনের সুযোগ পাই। বর্তমানে স্বল্পতম সময়েই পূনরায় ব্যবসার প্রসার, মুনাফা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমি পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ভাবে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি। এখন আমি নিজেকে স্বচ্ছল মনে করি। প্রতি মাসেই সঞ্চয়ী হিসাবে আমি নিয়মিত অর্থ জমা করি। আমি আমার সকল ধার-কর্জ পরিশোধ করেছি। বর্তমানে আমি একটি মোটর সাইকেল কিনেছি যা আমাকে ব্যবসায় সহযোগিতা করছে। গ্রামেই আমি একটি পাকা বাড়ি নির্মান করেছি পাশাপাশি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তিন জন কর্মচারী নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ তৈরীতে সক্ষম হয়েছি। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আমাকে পিতৃ হারার শোক,শিক্ষা জীবনের অসমাপ্তির হতাশা থেকে পরিত্রান দিয়ে আমার ও আমার পরিবারে আর্শীবাদ হয়ে এসেছে। আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

শাহজাহানপুর শাখা, বগুড়া

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ হযরত কবীর

উদ্যোক্তা মোঃ হযরত কবীর, পিতা: মৃত-মোহাম্মদ আলী, জলেশ্বরীতলা, বগুড়া সদর, বগুড়া এর একজন স্থায়ী বাসিন্দা। তার খামারটি বগুড়া শহরের সন্নিকটে ভাটকান্দি মৌজায় অবস্থিত। যা শহর থেকে ০৩ কিলোমিটার পূর্বে পাকা রাস্তা সংলগ্ন। তিনি একজন ভিডিপি সদস্য এবং এইচ.এস.সি পাশ।

জনাব হযরত কবিরের জীবন সংগ্রামের শুরুটা বেশ কন্টকাকীর্ণ ছিল। বাবা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যু পর ০৩(তিন) ভাই এবং ০২(দুই) বোনের সংসারে পুঁজি ছিল সামান্যই। তিনি স্থানীয়ভাবে ছোট আকারের ব্যবসা করলেও যা দিয়ে জীবন চলতো খুব কষ্টে।

এরই এক পর্যায়ে ২০১১ সালে তিনি সন্ধান পান আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, শাজাহানপুর শাখা, বগুড়ার এবং সেখান থেকে বিগত ২৫/০৮/২০১১ তারিখে এস.এম.ই ঋণ কর্মসূচীর আওতায় গবাদী পশু ও গাভী পালন খাতে ১ম দফায়=১,০০,০০০/-(এক লক্ষ)টাকা ঋণ গ্রহণ করে ২টি অস্ট্রেলিয়ান বকনা ক্রয় করেন। এক পর্যায়ে সেগুলো বাচ্চা দেয়, যা থেকে পর্যাপ্ত দুধের সরবরাহ হয় এবং দুধ বিক্রি করে তিনি নিয়মিতভাবে তাহার কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে থাকেন। পর্যায়ক্রমে হযরত কবীরের দিন বদলাতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালে ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে ১৩% সুদে ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। যা দিয়ে তিনি ৫টি ফ্রিজিয়ান গাভী ক্রয় করেন এবং খামারের শেড বর্ধিত করেন। এক পর্যায়ে ০২বছরের মধ্যেই তার খামারের পরিধি আরো বেড়ে যায় এবং ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করে পূনরায় ৩য় দফায় ৩০/০৬/২০১৬ তারিখে গবাদী পশু ও গাভী পালন খাতে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং আরোও ৫টি গাভী এবং ২টি বকনা ক্রয় করেন। যা তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেয় এবং তিনি তার ব্যবসায় সম্প্রসারণ করতে থাকেন। তার খামারে বর্তমানে ১০টি গাভী ০৫টি বকনা এবং ০৪টি এঁড়ে বাছুর রয়েছে। খামার থেকে প্রতিদিন ৫০লিটার দুধ সংগৃহিত হয়ে থাকে। যা স্থানীয় বাজারে এবং "মিল্ক ভিটা" কোম্পানীতে সরবরাহ করে জাতীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন। তিনি সর্বশেষ ৪র্থ দফায় গবাদী পশু ও গাভীপালন খাতে শাজাহানপুর শাখা, বগুড়া হতে ১১/১২/২০১৯ তারিখে ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে ১১% সুদে ৩৩ মাস মেয়াদে ৮,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন এবং উন্নত জাতের আরও ০৬টি গাভী ক্রয় করেন এবং শেড সম্প্রসারণ করেন। বর্তমানে তার খামারে দেশীয় ও উন্নত জাত সহ মোট ১০টি গাভী ও ০৮টি বকনা বাছুর রয়েছে। তিনি বর্তমানে গাভী পালন খামারের পাশাপাশি "মেসার্স প্রতিশ্রুতি স্টিল" এবং "মেসার্স প্রতিশ্রুতি ফার্ণিচার" নামে আরো ০২টি ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বিগত ৩০/০৬/২০২১ তারিখে তাহার ঋণের স্থিতির পরিমাণ ৫,১৫,০০৭/- টাকা। বর্তমানে তাহার খামার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ১২ জন লোক কাজ করে। তারাও পারিবারিকভাবে স্বচ্ছল আছেন। তিনি বর্তমানে স্বচ্ছলতার সহিত বসবাসসহ তাহার সন্তানদের ভালো পরিবেশে পড়ালেখা করাতে পারছেন এবং বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং জিডিপিতে অবদান রাখার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীমঙ্গল শাখা, মৌলভীবাজার

ঋণ গ্রহীতার নাম: মো. আল-আমিন
গৃহীত টাকার পরিমান: ১,০০,০০০/-
প্রকল্পের নাম: জননী নার্সারি
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ০১ বছর
৩০-০৬-২০২১তারিখে স্থিতি: ৮৪,২৬৭/-
মোবাইল নং- (০১৭৭৩২৯৫৯৮৯)

প্রায় ৩১ বছর আগে ১৯৯০ সালে মাত্র ১০ হাজার টাকা দিয়ে ভাড়া করা জায়গায় পিতা-পুত্র মিলে নার্সারী ব্যবসা শুরু করেন। এখন শ্রীমঙ্গল পৌর শহরতলীর রেলগেইট, শ্যামলী, ও বিরাইমপুরে প্রায় ৫ একর জায়গা জুড়ে ৫টি নার্সারিতে গাছের চারা তৈরীর কাজ করছেন। তার নার্সারীতে নিয়োজিত রয়েছেন প্রায় ২০ জন শ্রমিক। ফলজ, বনজ, ঔষধী কিংবা সৌন্দর্য্য বর্ধনের জন্য যে গাছ প্রয়োজন সবই রয়েছে এখানে। একটি নার্সারি থেকে এখন ৫টি নার্সারি হয়েছে। এই নার্সারি দিয়েই ভাগ্য বদলে ফেলেছেন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক শ্রীমঙ্গল শাখার উদ্যোক্তা জননী নার্সারির মো. আল-আমিন। প্রতিমাসে গড়ে আড়াই লক্ষ টাকার গাছের চারা ও বীজ বিক্রয় করে মাসিক আয় ৬০ হাজার টাকা আয় করেন। জননী নার্সারির চারা ও বীজের চাহিদা নিজ এলাকা ছাড়িয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সুনাম অর্জন করছে। এই নাসার্রি থেকে বঙ্গবন্ধু সাফারি পার্কসহ দেশের বন বিভাগের জন্য সরকারিভাবে চারা সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া সৌখিন মানুষরা দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে তার সাথে যোগাযোগ করে বীজ ও চারা নেন। ভারত, চীন ইত্যাদি দেশ থেকে গাছের বীজ কিনে এনে বিদেশী গাছের চারাও এখন তৈরী করছেন। আল আমিন আনসার ও ভিডিপির ওয়ার্ড দল নেতা হিসেবে আছেন। বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার ২০১৮ সিলেট বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পুরস্কার অর্জন করেছেন। সিলেট বিভাগে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী থেকে শিক্ষা ও জাতীয় সমাবেশ-২০২১ এর স্বর্ণপদক পেয়েছেন। তার সফলতার জন্য বাহিনী ও ব্যাংকের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

সিলেট শাখা, সিলেট

ঋণ গ্রহীতার নাম: অনিবালা দেবী
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ২০-০১-২০২১
গৃহীত টাকার পরিমান: ১,০০,০০০/-
ঋণের খাত: ক্ষুদ্র ঋণ বি.বি.
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৮ %
ঋণের মেয়াদ: ০১ বছর
মোবাইল নং- ০১৭১২৩৩১৫৩১
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ৩৩,৪২৩/-

অনিবালা দেবী একজন ভিডিপি সদস্য। তিনি আনসার-ভিডিপি থেকে মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সিলেট শাখা হতে ২০১৪ সালে প্রথম দফায় ৩০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে নিজ বাড়ীতে তাঁতের গামছা ও শাড়ী তৈরি করে বিক্রি করতেন। পরবর্তীতে ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ৫০,০০০ টাকা করে ০৬ বার ঋণ নিয়ে সিলেটের শিবগঞ্জ বাজারের সন্নিকটে ০২ সাটারের একটি দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসাটি আরও অধিকতর সম্প্রসারণ করেন। পরবর্তীতে গত ২০-০১-২০২১ তারিখে অত্র শাখা হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ও গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ১,০০,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে আরও ০২ সাটার ভাড়া নিয়ে ব্যবসাটি ০৪ সাটারের বড় দোকানে সম্প্রসারণ করেন ।

বর্তমানে তাঁর দোকানে কাপড়ের পাশাপাশি জুয়েলারী আইটেমসহ প্রায় ৭,০০,০০০ টাকার পণ্য রয়েছে। তাঁর প্রতিমাসে খরচ বাদে নিট আয় ৪০,০০০ টাকা। ভিডিপি সদস্য অনিবালা দেবী নিজে তাঁতের কাজ করে কোনোরকমে সংসার চালাতেন, সেই মণিপুরী অনিবালা আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে বর্তমানে একজন সফল ব্যবসায়ী। তিনি বিভিন্ন এস.এম.ই. ও উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহন করে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে পরপর ০২ বার পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম.এ মান্নান এবং বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সী মহোদয়ের নিকট হতে পুরস্কার ও সনদপত্র গ্রহণ করেন। এছাড়াও ২০২১ সালে দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স হতে পুরস্কার ও সনদপত্র গ্রহণ করেন। তাঁর সফলতার জন্য তিনি বাহিনী ও আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞ ।

কমলগঞ্জ শাখা, মৌলভীবাজার

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ এমরান হোসেন
ঋণের দফাঃ ৭ম
সর্বশেষ গৃহীত ঋণের তথ্যঃ
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ১২/০৫/২০১৯
গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ মুদি মনোহরী মালের ব্যবসা
তহবিলের উৎস্যঃ নিজস্ব তহবিলে
সুদের হারঃ ১২%
ঋণের মেয়াদঃ ৩০ মাস
৩০/০৬/২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতিঃ ৫৪,৯৭২/-
উদ্যেক্তার মোবাইল নম্বর - ০১৭২১৩৯৭৫৪৬
১ম দফায় ঋণ গ্রহণের সন ০৮/১১/২০১২
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ৩০,০০০/-

জনাব মোঃ এমরান হোসেন, পিতাঃ মৃত মোঃ আব্দুল হামিদ, মাতাঃ মোছাঃ জমিলা খাতুন, গ্রামঃ গোপালনগর, ডাকঃ কমলগঞ্জ-৩২২০, উপজেলাঃ কমলগঞ্জ, জেলাঃ মৌলভীবাজারের স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের একজন সফল উদ্দোক্তা।

তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কমলগঞ্জ শাখা হতে ১ম দফায় "ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর" আওতায় গত ০৮/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩০,০০০/= টাকা ঋণ নিয়ে কমলগঞ্জ উপজেলা চৌমুহনীতে নিজস্ব জায়গায় মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ নামে একটি মুদি মনোহরী দোকান দিয়ে ব্যবসা শুরু করেন, দোকানে বেচাকেনা ভাল হতে থাকলে ব্যবসা সম্প্রসারনের জন্য তিনি ২য় দফায় ৫০,০০০/= ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম দফায় এসএমই খাতে যথাক্রমে ৭৫,০০০/=, ১,০০,০০০/=, ১,৫০,০০/=, ২,০০,০০০/= এবং ২,০০,০০০/= টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত ভাবে পরিশোধ করেছেন। এই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা থেকেই তিনি জমি ক্রয় করে নিজস্ব বাড়ি তৈরি করেছেন। তাছাড়া একটি পুকুর লিজ নিয়ে দেশি-বিদেশি নানা প্রজাতির মাছ চাষ করে পারিবারিক চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি স্থানীয় বাজারে বিক্রির মাধ্যমে আর্থিক স্বাবলম্বীতা অর্জন ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করছেন। উদ্যোক্তা বর্তমানে তার দোকান পরিচালনার জন্য ২ জন কর্মচারী এবং পুকুর পরিচর্যা, মাছের খাবার-দাবার প্রয়োগ ও প্রহরার জন্য ২ জন কর্মচারী নিযুক্ত করেছেন।

অত্র ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে উদ্যোক্তা নিজের জীবন যাত্রার মান উন্নোয়নের পাশাপাশি ৪ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন।

হবিগঞ্জ সদর শাখা, হবিগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নামঃ মোঃ শাহজাহান মিয়া
ঋণের দফাঃ ১ম
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ১,০০,০০০/-
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ২৮/০২/২০২১
গৃহীত টাকার পরিমাণঃ ১,০০,০০০/-
ঋণের খাতঃ গাভী পালন
তহবিলের উৎস (বাংলাদেশ ব্যাংক)
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ৩ বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ৮৮,৫৭৩/-

হবিগঞ্জ জেলাধীন সদর উপজেলার শিয়ালদাড়িয়া গ্রামের জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া পেশায় একজন কৃষক। মা বাবা ও স্ত্রী সন্তানসহ তার ৬জনের সংসার। তার একার আয়ে সংসার চালাতে গিয়ে তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন। তিনি আনসার একাডেমী, সফিপুর, গাজীপুর থেকে ০৯/০৬/২০১৯ তারিখ হতে ২৯/০৬/২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ২১ দিনের ইউনিয়ন সহকারী আনসার কমান্ডার পদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি সুনাম ও সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ০৮/০২/২০২১ তারিখে ব্যাংকের সদস্য হন। তার নিবিড় প্রচেষ্টায় গরুর খামারের কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে। তার খামারে ৪টি গাভী রয়েছে। তিনি গাভী পালনের জন্য ১ম বার ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিয়মিত মাসিক কিস্তি দিয়ে আসছেন। তিনি ব্যাংকের ঋণ আদায় কাজেও সহযোগীতা করেন।

তিনি বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। পেশায় মূলতঃ তিনি একজন সফল কৃষক। উপ-পেশা হিসেবে তিনি একজন দক্ষ ড্রাইভার এবং রাজমিস্ত্রীও বটে। সাত সকালে তিনি ৫০ শতকের ইজারাকৃত ধানী জমিতে কাজে নেমে পড়েন। ক্ষেতে কাজ না থাকলে তিনি নিজস্ব ব্যাটারী চালিত অটো রিক্সা চালান।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সার্বিক সহযোগীতায় এখন তিনি আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি সুখী জীবন যাপন করছেন। তার এই সফলতার জন্য তিনি ব্যাংকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

বিয়ানীবাজার শাখা, সিলেট

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ সাইদুল ইসলাম
ঋণের দফা: ১ম
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন ও টাকার পরিমান: ১৮/১২/২০২০, ১,৫০,০০০/-
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ১৪/১২/২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ১,৫০,০০০/-
ঋণের খাত: পুকুরে মৎস্য চাষ
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ২.৫ বৎসর বা ৩০ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ১,৩৮,০০০/-

সিলেট জেলাধীন বিয়ানীবাজার উপজেলার সারপার গ্রামের জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম সাইদ পড়াশোনা শেষ করে আনসার ও ভিডিপি প্রশিক্ষণ নিয়ে ইউনিয়ন দলনেতা হিসাবে সংগঠনে যোগদান করেন এবং ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে সদস্য হন। পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে চর্তুথ হলেও সংসারের গুরুদায়িত্ব তার উপর বর্তায় এবং পরিবারের আর্থিক অনটন তাকে ভাবিয়ে তুলে। এরিমধ্যে তিনি ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করলে তার সবকিছু জেনে আমরা তাকে মাছ চাষের পরামশ দেই। তার বাবার ২টি অলাভজনক পুকুরের সাথে আরো ২টি বড় নীচ জমিকে মাটি কেটে মৎস্য চাষের উপযোগী পুকুর হিসাবে তৈরি করেন এবং উপজেলা মৎস্য অফিসের মাধ্যমে পুকুরে মাছ চাষের উপর বিশদ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তখন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বিয়ানীবাজার শাখা তার মৎস্য চাষের আগ্রহ দেখে তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল হতে পুকুরে মৎস্য চাষ খাতে ১৪/১২/২০২০ তারিখে ১ম দফায় ১,৫০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ প্রদান করেন। উক্ত প্রকল্পে ঋণের টাকা যথাযথ ব্যবহার করে বিগত নয় মাসে মাছ বিক্রয়ের মাধ্যমে সমস্ত খরচ বাদে তিনি প্রায় ২.০০ লক্ষ টাকা আয় করেন। তিনি তার পুকুরে রুই, কাতল, মৃগেল, তেলাপিয়া এবং পাংগাসসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক উপয়োগী মাছ চাষ করেন। ফলে কয়েক মাস অন্তর অন্তর মাছ বিক্রয় করা যায়। তার যোগ্য নেতৃত্বে পুকুরে মাচ চাষ কার্যক্রম সফলভাবে এগিয়ে চলছে। এভাবে তিনি ঋণের টাকা কিস্তি বাবদ যথানিয়মে পরিশোধ করে যাচ্ছেন। এতে একদিকে তার পরিবারের আমিষের চাহিদা পূরণ করে নিজের আয় ও সচ্ছলতা ফিরে এসেছে এবং অন্যদিকে সামাজিক ভাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুখী জীবন যাপন করছেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সার্বিক সহযোগীতার জন্য তিনি ব্যাংকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

শ্রীমঙ্গল শাখা, মৌলভীবাজার

উদ্যোক্তার নাম; জরিনা বেগম
গৃহীত টাকার পরিমান; ২,০০,০০০/-
ঋণের খাত; লেবু ও আনারস ব্যবসা
তহবিলের উৎস; বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলের আওতায় কৃষি ঋণ
সুদের হার; ৫%
ঋণের মেয়াদ; ৩০ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি; ১,৮৩,০৭৮/-
মোবাইল নং; ০১৭৪৬৬৪৯৮০২

মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলার মোহাজিরাবাদ গ্রামের বাসিন্দা জরিনা বেগম। তার স্বামী মোঃ ফজর আলী একজন সামান্য কৃষক ছিলেন। শ্বশুর-শ্বাশুরী সহ সাত জনের সংসারে তিনি স্বামীর অল্প আয়ে দারিদ্রতার করাল গ্রাসে বন্দী হয়ে কোন রকম দিনাতিপাত করতেন। অভাব যেন তাদের নিত্যসঙ্গি। স্বামীর পাশাপাশি আয় রোজগার করে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার স্বপ্ন বহু দিনের। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন অর্থের। কোথায় পাবেন তিনি অর্থ? এমনি যখন অবস্থা তখন একদিন তিনি পরিচিত হন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অফিসার জনাব জহির উদ্দীন এর সাথে। তার পরামর্শে তিনি আনসার ও ভিডিপি সংগঠন হতে ১০ দিন ব্যাপি মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহন করেন। পরবর্তীতে ২০০২ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়ের মাধ্যমে ২০০২ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক শ্রীমঙ্গল শাখা, মৌলভীবাজার হতে প্রথমে ৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ঋণের অর্থ দিয়ে তিনি কৃষি কাজ করেন। তিনি নিয়মিত সাপ্তাহিক কিস্তি পরিশোধ করেন এবং সঞ্চয় জমা করেন। পরবর্তীতে আরো দফায় দফায় ঋণ গ্রহণ করে কৃষি কাজের পাশাপাশি লেবু, আনারস চাষ করেন। উক্ত ব্যবসা হতে তার মাসিক আয় হত ৪০,০০০/- টাকা।

জনাব জরিনা বেগম তার অবস্থার বেশ উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমানে বাড়ীতে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ পানির নলকূপ স্থাপন করেছেন। তিনি বিভিন্ন ফলের গাছ লাগিয়ে পরিবারের চাহিদা মেটাচ্ছেন এবং বাজারজাত করে বেশ সফলতা অর্জন করেছেন। এছাড়া ও বর্তমানে তিনি লেবু ও আনারস চাষ করার জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, শ্রীমঙ্গল শাখা থেকে ২,০০,০০০/- টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি খাতে ঋণ নিয়েছেন। নিজের এবং স্বামীর আয় দিয়ে তাদের সংসারে এখন স্বচ্ছলতা এসেছে। স্বামী সন্তানদের নিয়ে এখন সুখে শান্তিতে দিন যাপন করছেন। নিজের কর্ম তৎপরতা, অধ্যাবসায়, চেষ্টা আর কঠোর অনুশীলনে তিনি সাফল্যের যে স্বাক্ষর রেখেছেন তা সত্যই অনুকরণীয়। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগীতায় দারিদ্র্যতাকে জয় করে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমে অংশ গ্রহন করেছেন। তার এই সফলতার জন্য তিনি ব্যাংকের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

বরিশাল শাখা, বরিশাল

ঋণ গ্রহনের তারিখ: ০৯-০২-২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ১,০০,০০০
প্রকল্পের নাম ও ঠিকানা ঃ "মেসার্স আজিজ দুগ্ধ খামার"
গ্রাম ঃ দক্ষিন সাগরদী, ডাকঘর ঃ রূপাতলী হাউজিং বিসিসি বরিশাল

ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহনের ফলে কিভাবে আমি লাভবান হইয়াছি, সে বিষয়ে আমি ব্যাংকের একজন উদ্যোক্তা হিসাবে বক্তব্য

আমি ২০১৬ সলে ২টি গাভী নিয়ে ১টি ছোট ফার্ম করি। এরপর ৩০/০৪/২০১৮ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বরিশাল শাখা, হতে সহজ শর্তে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ টাকা) মাত্র ঋণ গ্রহন করে ৪টি গাভী ক্রয় করি। তারপর আমার ফার্মটি একটু বড় হয় এক বছরের মাথায় আমি অনেক লাভবান হই। ৪টি গাভী বাচ্চা দেয় ২৬/০২/২০১৯ তারিখ আমি ঋণ পরিশোধ করে উক্ত শাখা হতে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ টাকা) মাত্র ঋণ গ্রহন করে উন্নত জাতের ২টি গাভী ক্রয় করি এবং আমি দৈনিক ৩০ কেজি করে দুধ বিক্রি করি আমার দুগ্ধ খামার বৃদ্ধির জন্য ১টি বড় ঘর নির্মাণ করার প্রয়োজন হয় তাই আমি ০৯/০২/২০২০ তারিখ উক্ত শাখা হতে সহজ শর্তে ১,০০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহন করি। বর্তমানে আমার ফার্মে ১৫টি গাভী ও ১টি ষাড় গরু রয়েছে। আমার ফার্মে বর্তমানে ০৫ জন কর্মচারী কাজ করে। আমি ০৫ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছি। আমার সফলতার জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অবদান সবচেয়ে বেশি ।

তাই আমি আনাসর-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট চিরঋণী ।

ব্যাংক হতে অদ্যাবধি গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র.নং	ঋণ গ্রহণের তারিখ	খাতের নাম	গৃহীত ঋণের পরিমাণ
১	৩০/০৪/২০১৮	গাভী পালন	২,০০,০০০
২	২৬/০২/২০১৯	গাভী পালন	৩,০০,০০০
৩	০৯/০২/২০২০	গাভী পালন	১,০০,০০০

বাউফল শাখা, পটুয়াখালী

শাখার নাম: বাউফল শাখা
ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আব্দুল খালেক
ঠিকানা: গ্রামঃ খেজুরবড়িয়া, পোস্ট ঃ দাসপাড়া, বাউফল, পটুয়াখালী।
মোবাইল নম্বর: ১৭১৫৭১৪২৮১
প্রকল্পের নাম: মেসার্স সিয়াম মৎস এন্ড ডেইরি ফার্ম
ঋণ গ্রহনের তারিখ ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান ঃ ৩,০০,০০০/-
ঋণের খাত ঃ পুকুড়ে মৎস চাষ

অত্র শাখার সম্মানিত ঋণ গ্রহীতা জনাব মোঃ আঃ খালেক একজন সফল ব্যাবসায়ি। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বাউফল শাখা থেকে প্রথম দফায় দুই লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে তার ব্যবসার সম্প্রসারণ করেন, তিনি তার দুটি পুকুরে পাবদা ও শিং মাছের চাষ করেন যার মাধ্যমে তিনি প্রথম বছর প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জন করেন। তার মৎস খামারে ২জন কর্মচারী কাজ করেন তারা অত্র মৎস খামারে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। এভাবে তিনি পরপর ৩দফা ঋণ গ্রহন করে ব্যবসায় সফলতা অর্জন করেছেন, বর্তমানে অত্র খামারে ৪ জন কর্মচারি কাজ করে থাকেন।

আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বাউফল শাখা থেকে ঋণ গ্রহন করে তিনি নিজে যেমন আর্থিক সফলতা পেয়েছেন, পাশাপাশি তার খামার থেকে মাছ ক্রয় বিক্রয় করে কর্মসস্থান সৃষ্টি হয়েছে এলাকার বেশ কিছু বেকার যুবকের ।

ঝালকাঠী সদর শাখা, ঝালকাঠি

ঋণ গ্রহনের তারিখ: ১৪-০১-২০২১
গৃহীত টাকার পরিমান: ২,০০,০০০/-
ঋণের খাত: মৎস্য ও সবজি চাষ
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ (ত্রিশ) মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ১,৭৫,৪৯২/-
ঋণের দফা: প্রথম
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন ও টাকার পরিমান; ২০২১ টাকার পরিমাণ: ২,০০,০০০/-

ঋণ গ্রহনের পর আর্থিক ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হয়েছে: ঋণ গ্রহণের পর জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম গাজী পুকুরে মাছ ছাড়তে পেরেছেন, পুকুর পাড়ে আমড়া ও আমলকী গাছের জন্য প্রয়োজনীয় চর্চা ও সার কীটনাশক দিতে পেরেছেন, পুকুর পারের অন্যান্য সবজির ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। এ সকল কার্যক্রমের কারনে আমড়া ও সবজি সিজনের আগেই বাজারে তুলতে পেরেছেন এবং ঋণ গ্রহণের তিন মাসের মধ্যেই প্রায় দুই লক্ষ টাকা আয় করতে সক্ষম হয়েছেন এবং যে সকল মাছ ও সবজি রয়েছে তা দিয়ে আরও দুই লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ঝালকাঠী সদর শাখা থেকে ঋণের এই ২ লক্ষ টাকা না পেলে জনাব মোঃ সহিদুল ইসলাম গাজী এই ২ লক্ষ টাকা আয় করতে পারতো না।

নেছারাবাদ শাখা, পিরোজপুর

ঋণের ধরণঃ এস এম ই ঋণ
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ২৮/০৯/২০২১
গৃহীত টাকার পরিমানঃ ৫,০০,০০০
প্রকল্পের নাম ও ঠিকানাঃ মেসার্স বুশরা ছোবড়া মিল
গ্রাম ঃ পশ্চিম সোহাগদল, ডাকঃ পশ্চিম সোহাগদল
নেছারাবাদ, পিরোজপুর

আমি ২০১৫ সালে একটি নারিকেল ছোবড়া মিল স্থাপন করি। শুরুতে মাত্র ২ জন কর্মচারী ও আমি ছোবড়া প্রক্রিয়াকরণ করে আঁশ বের করতাম। উক্ত আঁশ পাপোশ তৈরির কারখানায় বিক্রি করতাম। পরে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, নেছারাবাদ শাখা থেকে সহজ শর্তে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ পাই। আমি আমার মিলে আরও ২ জন কর্মচারী নিয়োগ দেই। পরবর্তীতে আমার মিলের পার্শ্ববর্তী পতিত জমিতে মাছ চাষ ও মুরগীর খামার করার পরিকল্পনা করি। আমার জমানো টাকা মুরগীর ঘর তৈরি করতে ব্যয় হয়ে যায়। আমি কোন ভাবেই মুরগীর বাচ্চা কিনতে পারছিলাম না। ঋণের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধ করে আমি ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে মুরগীর বাচ্চা ক্রয় করি ও পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ি। আজ আমার ছোবড়া মিলে ১০ জন, ২টি খামারে ০৪ জন সহ অনেক লোকের কর্মসংস্থান সহ আমার নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করেছি। উক্ত ঋণ পরিশোধ করে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছি। বর্তমানে আমার খামারে ৪,০০০ মুরগী ডিম দেয়। পুকুর ভর্তি মাছ রয়েছে। আমার এ সফলতার জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অবদান অনেক। ব্যাংকের সহায়তা ছাড়া আমি সফল হতে পারতাম না। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

ব্যাংক হতে অদ্যাবধি গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত তথ্য:

ক্র.নং	ঋণ গ্রহণের তারিখ	খাতের নাম	গৃহীত ঋণের পরিমাণ
০১	২৫/০৭/১৮	এস এম ই ঋণ	১,৫০,০০০/-
০২	০৮/০১২/১৯	এস এম ই ঋণ	৩,০০,০০০/-
০৩	২৮/০৯/২১	এস এম ই ঋণ	৫,০০,০০০/-

রাজাপুর শাখা, ঝালকাঠি

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ মুসা হাওলাদার
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ১৭/১২/২০২০
গৃহীত টাকার পরিমানঃ ১,৫০,০০০/-
ঋণের খাতঃ গরু মোটাতাজা করন
তহবিলের উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ১(এক) বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ১,৫৪,১২০/-

আমি মোঃ মুসা হাওলাদার পিতাঃ মৃত আঃ মজিদ হাং, গ্রামঃ গালুয়া, পোষ্টঃ গালুয়া উপজেলাঃ রাজাপুর জেলাঃ ঝালকাঠি। আমি আনসার ও ভিডিপি বাহিনী থেকে গ্রাম প্রশিক্ষন গ্রহন করে পশু পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে গরু মোটা তাজা করনে নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ করে ঘর নির্মান করি কিন্তু অর্থের অভাবে আমি আমার খামারে গরু কিনতে পারছিলাম না, পরর্বতীতে আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, রাজাপুর শাখা, ঝালকাঠি থেকে গরু মোটাতাজাকরণ খাতে ঋণ গ্রহন করি। প্রথম দফায় ০৬/১২/২০১৮ তারিখ ০.৫ লক্ষ টাকা ঋণ ও আমার নিজস্ব মূলধন নিয়ে আমি ৪টি ছোট আকারের বলদ গরু ক্রয় করে মোটাতাজাকরণ করে বড় করি এবং কোরবানীর হাটে তা বিক্রি করি এতে আমার ভাল লাভ হয়।

দ্বিতীয় দফায় ১.০০ লক্ষ টাকা এবং আমার নিজস্ব মুলধনের দিয়ে ৬টি বলদ গরু কিনে মোটাতাজা করণ করে কোরবানীর হাটে বিক্রি করি এতে আমার পূর্বে চেয়ে বেশী লাভ হয়। তৃতীয় দফায় পুনরায় বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থায়নে কৃষি ঋণ কর্মসূচির আওতায় গরু মোটা তাজাকরণ উদ্দেশ্যে ১.৫ লক্ষ টাকা ঋণ এবং আমার নিজস্ব মুলধন মিলিয়ে ১০টি বলদ গরু ক্রয় করে গরু মোটাতাজাকরণ করছি, আশা করছি এবার পূর্বের চেয়ে ভাল লাভ হবে। আমি এখন আমার এলাকায় একজন সফল উদ্যোক্তা হিসাবে পরিচিতি লাভ করছি। ঋণ গ্রহনের পর আমার আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে। আমি আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেক সুখে আছি। এ সাফল্যের জন্যে আমি আনসার–ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কাছে কৃতজ্ঞ।

ভাংগা শাখা, ফরিদপুর

ঋণ গ্রহীতার নামঃ মোহাম্মদ আলমগীর হুসাইন

আমি মোহাম্মদ আলমগীর হুসাইন, পিতা মৃত সেক আমিনউদ্দীন গ্রামঃ মটরা ডাকঃ কাউলীবেড়া উপজেলাঃ ভাংগা জেলাঃ ফরিদপুর। আমি গত ২০১৬ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ভাংগা শাখা থেকে ১ম দফায় ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করি এবং আমার বিভিন্ন জাতের ফল বাগানে বিনিয়োগ করি এবং বেশ লাভবান হই। দ্বিতীয় দফায় আমি ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে বাগানের পাশে আরও ৫ শতক জমি ক্রয় করি এবং বাগানের পরিধি বাড়াই। এ বাগানের আয় থেকে আমি আমার সন্তানদের লেখাপড়া শিখিয়েছি। আমার এক ছেলেকে আমি এরই মধ্যে বিদেশে পাঠিয়েছি, আরেক ছেলেকে হাফেজী শেষ করে এখন মাওলানা পড়াচ্ছি। শেষ দফায় আমি গত ২৩/০৪/২০২১ তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ভাংগা শাখা থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ফল ফলাদী উৎপাদন এবং বাজারজাত করণ করার কাজে নিজস্ব তহবিল হতে ৩,০০,০০০/ - টাকা ঋণ গ্রহন করি যার মেয়াদ ৩০ মাস এবং সুদের হার ১২%। ৩০-০৬-২১ তারিখে স্থিতি ২,৯৯,৯২৫/- টাকা মাত্র।

আমার বাগান থেকে বিগত দিনের আয় থেকে আমার জীবন মানের বেশ উন্নতি হয়েছে। আমি আমার বাগানের পরিধি বাড়িয়ে ১ একর ৪৫ শতক থেকে ২ একরে উন্নীত করেছি। আমার বাগানের উৎপাদিত ফলমূল এলাকার মানুষের চাহিদা মিটিয়ে দুরদুরান্তের মানুষের মাঝে চাহিদা সৃষ্টি করেছে। আমার এ বাগান থেকে প্রতি বছর সকল প্রকার খরচ বাদে প্রায় ২,৫০,০০০/- টাকা লাভ থাকে। আমার এ সফলতার পিছনে আনসার- ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ভাংগা শাখার অবদান চিরস্মরনীয়। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আমাকে এলাকায় একজন সফল ফল উৎপাদনকারী হিসাবে পরিচিতি এনে দিয়েছে এজন্য আমি শাখার ব্যবস্থাপক মহোদয় সহ সকলের কাছে চিরঋণী।

টুংগীপাড়া শাখা, গোপালগঞ্জ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মভূমি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার শ্রীরামকান্দী গ্রামে একটি হত দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আরিফুজ্জামান। তার পিতা মৃত আব্দুল হাই শেখ। ছোট কাল হতে দারিদ্রতাকে সঙ্গী করে আরিফুজ্জামান-এর বেড়ে ওঠা। ৪ ভাই-বোনের মধ্যে আরিফুজ্জামান সবার বড়। অল্প বয়স হতে সংসারের বোঝা কাধে নিয়ে পড়া-লেখা বেশি দূর করা হয়নি তার। তিনি এইচএসসি পাস। পড়া-লেখা খুব বেশি না জানলেও তার ব্যবহারিক জ্ঞান ভাল। পরিশ্রম করার শক্ত মানসিকতা আছে। তিনি ভিডিপির মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন ভিডিপি সদস্য হয়ে যান। উক্ত প্রশিক্ষণ হতে তিনি জানতে পারেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ তথা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বাহিনী বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি বাহিনীর সদস্যদের দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক নামক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক করে দিয়েছেন। নিয়তির নিষ্ঠুর কষাঘাতে নিপিড়িত আরিফুজ্জামান-এর চোখে নতুন এক স্বপ্নের উদ্ভব হলো। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, টুঙ্গিপাড়া শাখায় যোগাযোগ করেন। শাখা ব্যবস্থাপককে নিজের পরিকল্পনার কথা জানান।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, টুঙ্গিপাড়া শাখা হতে তিনি ২০১৫ সালে মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে প্রথমে ১,০০,০০০/- টাকা মাত্র এসএমই ঋণ নিয়ে নিজ বসত বাড়ি সংলগ্ন পুকুরে ছোট পরিসরে মৎস্য চাষ আরম্ভ করেন। সেই থেকে শুরু। সততা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে আরিফুজ্জামানের মৎস্য চাষ প্রকল্প বেশ ভাল গতিতে এগুতে থাকল। প্রথম বছরে ঋণের সকল কিস্তি যথাযথভাবে পরিশোধ করার পাশাপাশি নিজের পরিবারটাকে সফলভাবে পরিচালনা করলেন। ২য় দফায় ব্যাংক হতে ২,০০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করলেন তিনি। এবারে মৎস্য চাষ প্রকল্প বড় করলেন। তার মৎস্য চাষ প্রকল্পের সার্বিক পরিধি বেশ খানিকটা বেড়ে উঠলো। দ্বিতীয় দফায় গৃহীত ঋণ নিয়ে তিনি বেশ মুনাফা করলেন। তার প্রকল্প আরো বড় করার প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি তৃতীয় দফায় ব্যাংক হতে ৩,০০,০০০/- টাকা মাত্র ঋণ নিয়ে জমি কিনে পুকুর বড় করলেন। দিন যেতে লাগলো আর আরিফুজ্জামানের মৎস্য চাষ প্রকল্প সমৃদ্ধ হতে লাগল। এর মধ্যে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা মৎস্য অফিস হতে উপজেলার শ্রেষ্ঠ মৎস্য চাষীর স্বীকৃতি পেলেন আরিফুজ্জামান। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, টুঙ্গিপাড়া শাখা হতে সর্বশেষ ৪র্থ দফায় ১৬.১১.২০২০ তারিখে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে পুকুরে মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে ৫% সুদে ৩০ মাস মেয়াদে ৩,০০,০০০/– টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করেন।

গত ৩০.০৬.২০২১ তারিখে তার ঋণের স্থিতি ছিল ২,০৯,৪৭৪/- টাকা মাত্র। ইতোমধ্যে আরিফুজ্জামানের প্রকল্পে ০২ জন কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। তার একমাত্র ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার বাসনায় টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ পড়ালেখা করছে। তার পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ, প্রকল্প বর্ধন, ছেলের পড়ালেখার ব্যয় মিটানোর পাশাপাশি পাটগাতী বাজারে তিনি একখন্ড জমি ক্রয় করে উহার উপর ভবন নির্মান করেছেন। দারিদ্রতা দূরে ঠেলে আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনের পাশাপাশি সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়ে আরিফুজ্জামান এখন সকলের নিকট আরিফ ভাই হিসেবে পরিচিত।

গোপালগঞ্জ শাখা, ফরিদপুর

ঋণ গ্রহীতার নামঃ তাহের মোল্লা
ঋণের ধরণঃ বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি ঋণ (ব্রয়লার মুরগী উৎপাদনকারী ও বিক্রেতা)
গৃহীত ঋণের পরিমাণঃ ২,০০,০০০/-
ঋণ গ্রহণের তারিখঃ ১১-১১-২০২০
প্রকল্পের নাম ও ঠিকানাঃ তাহের বয়লার ফার্ম
পাথালিয়া গোপালগঞ্জ

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ণ ব্যাংক, গোপালগঞ্জ শাখা, গোপালগঞ্জ সম্মানিত গ্রাহক তাহের মোল্লা, যিনি জীবনের নানান চড়াই উৎরায় পেরিয়ে তিনি আজ একজন সফল ও স্বাথর্ক বয়লার মুরগী উৎপাদন ও বিক্রেতা রূপে আত্ম প্রকাশ করেছেন। অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে তিনি সর্বপ্রথম ২০১৪ সালে অত্র শাখা হতে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, যা দিয়ে বয়লার মুরগী পালন শুরু করেন। ক্রমাগতভাবে তিনি এযাবৎ ৬ বার ঋণ গ্রহণ করেছেন। সর্বশেষ গত ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ তার বয়লার মুরগী উৎপাদন কাজে ব্যবহার করেছেন। বয়লার মুরগী উৎপাদন ও বিক্রয়ের আয় থেকে তিনি সংসারের আর্থিক সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি ছয়টি ষাড় গরু ও একটি বিদেশী গাভী ক্রয় করেছেন। তার ২ সন্তানের লেখাপড়ার খরচ নির্বাহ করেছেন। অদম্য ইচ্ছা শক্তি ও পরিশ্রম দ্বারা তিনি আজ জীবনের ব্যর্থতাকে সফলতায় রূপ দিয়েছেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, গোপালগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে তার সার্বিক উন্নতি কামনা করছি।

ব্যাংক কর্তৃক অদ্যাবধি গৃহীত ঋণ সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্র.নং	ঋণ গ্রহণের তারিখ	খাতের নাম	গৃহীত ঋণের পরিমাণ
০১	৩০-১২-২০১৪	ক্ষুদ্র ঋণ	৫০০০০
০২	২৩-০৮-২০১৫	এসএমই(বয়লার মুরগী)	১০০০০০
০৩	২১-০৯-২০১৬	এসএমই(বয়লার মুরগী)	২০০০০০
০৪	১১-১০-২০১৭	এসএমই(বয়লার মুরগী)	২০০০০০
০৫	০৯-০৫-২০১৯	কৃষি ও পল্লী (বয়লার মুরগী)	২০০০০০
০৬	১১-১১-২০২০	কৃষি ঋণ (বাংলাদেশ ব্যাংক) বয়লার মুরগী	২০০০০০

মুকসুদপুর শাখা, গোপালগঞ্জ

মোঃ শাহ নেওয়াজ খাঁ, পিতাঃ মৃত- আব্দুল জলিল খাঁ গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলার কমলাপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ৭ ভাইবোনের মধ্যে শাহ নেওয়াজ খাঁ সবার বড়ো। অল্প বয়স হতে পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে বেশি লেখা পড়া করা হয়নি তার। পঞ্চম শ্রেনি পর্যন্ত পড়াশোনার পর শক্ত মানসিকতার লোক শাহ নেওয়াজ খাঁ কঠোর পরিশ্রমে সংসারের বোঝা কাঁধে নেন। একে একে সব ভাইবোনদের স্বাবলম্বী করে পৈর্তৃক রেখে যাওয়া কৃষি কাজের মধ্যে থেকেই গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ পেশার দিকে ছোটবেলা থেকেই তার ঝোঁক ছিল। বাধ সাজে মূলধন। তৎসময়ে আনসার ও ভিডিপি কর্তৃক মৌলিক প্রশিক্ষন পূর্বেই তার নেওয়া ছিল। পরবর্তীতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মুকসুদপুর উপজেলায় গঠিত হলে ব্যাংক ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তার ছোট প্রকল্পটি পরিদর্শন করে সেখানে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথম দফায় তিনি মুকসুদপুর শাখা হতে দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন খাতে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তার খামারটি শুরু করেন। সততা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে দ্রুত তার সফলতা আসে এবং খামারটি সম্প্রসারন করার লক্ষ স্থির করেন। ২য় দফায় ও তিনি কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতায় গরু মোটাতাজাকরন খাতে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে ভালো সফলতার মুখ দেখেন। আস্তে আস্তে তার অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতা, প্রকল্প সম্ভাবনার স্বপ্ন থেকে ব্যাংকের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলেন। বড় খামার সম্প্রসারনে মূলধন ঘাটতি পূরণে ব্যাংক তার পাশে রয়েছে যা তিনি ভরসা পান। ৩য় দফায়ও কৃষি ঋণের আওতায় গরু মোটাতাজাকরন খাতে ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে সাফল্য পান। বর্তমানে তার এ পেশাটি সম্প্রসারনের লক্ষে নিজস্ব ০৫ শতক জমির উপর গরুর খামার নির্মান করে এ পেশায় আরো বেশি নিজেকে সম্পৃক্ত করবেন। এ পেশার সফলতায় তার পরিবারের জীবিকা নির্বাহ সহ সন্তানদের স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। বর্তমানে তার খামারে গাভী, বাছুর ও ষাঁড় সহ ১০টি গরু রয়েছে।

উদ্যোক্তা শাহ নেওয়াজ খাঁ এর আনসার- ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, মুকসুদপুর শাখা হতে ঋণ গ্রহণের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

দফা নং	ঋণ গ্রহণের তারিখ	ঋণের খাত	টাকার পরিমান
১ম	২৬-০৬-২০১৬	দুগ্ধ উৎপাদন ও কৃত্রিম প্রজনন	১,৫০,০০০/-
২য়	২৫-০৮-২০১৯	গরু মোটাতাজাকরন	২,০০,০০০/-
৩য়	১৮-১১-২০২০	গরু মোটাতাজাকরন	৩,০০,০০০/-

সদরপুর শাখা, সদরপুর

শেখ আক্কাছ, পিতা-মৃত দিরাজদ্দিন, গ্রাম-কলাডাঙ্গী, ডাকঘর- চর চাঁদপুর, উপজেলা-সদরপুর, জেলা- ফরিদপুর। ৮ সদস্য বিশিষ্ট্য পরিবারে আক্কাছের আয়ের উৎস ছিল কৃষি ও আমের বাগান। নিয়মিত কৃষির আয় দ্বারা তার সংসার চললেও পারিবারিক লোকজনের সখ পূরণে তার সক্ষমতা ছিল না। তিনি ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৬ তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, সদরপুর শাখা হতে প্রথম দফায় বিভিন্ন প্রকার ফলের বাগান করার জন্য এসএমই ঋণ খাতে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেণ। ঋণের টাকা দিয়ে তার আমরুপালী আমের বাগান তিন বিঘা জমিতে বৃদ্ধি করেন এছাড়া দুই বিঘা করে লিচু, থাই পেয়ারা ও পেঁপের চাষ করে বেশ ভাল ফল উৎপাদন করেন। যা বিক্রি করে তার বিনিয়োগের ছয়গুন লাভ হয় বিনিয়োগের দেড় বছরেই। তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করেন। তার ফল বিক্রির টাকা হতে মেজ ছেলে ফয়সালকে জয়বাংলা বাজারে একটি মুদি দোকান করে দেন আর বড় ছেলেকে বিদেশ পাঠান। দুই ছেলের আয় ও ফলের বাগানের আয়ে তার সংসার স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করে।

এরপর তিনি দ্বিতীয় দফায় এসএমই ঋণ খাতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, সদরপুর শাখা, ফরিদপুর হতে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। দ্বিতীয় দফা ঋণের সুদের হার ছিল ১৪% যা ০১/০১/২১ হতে ১২% হয় এবং ঋণের মেয়াদ ৩০ মাস। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে তার ঋণ স্থিতি ছিল ১,৩১,৩৭৩/- টাকা। তিনি দ্বিতীয় দফা ঋণের টাকা দিয়ে তার জমিতে আপেল কুলের বাগান করেছেন। যা আগামী মৌসুমে ফল আসবে এবং সেই ফল বিক্রি করে তিনি কয়েক লক্ষ টাকা লাভ করতে পারবেন। এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে শেখ আক্কাছ এর পারিবারিক অর্থের চাকা। শেখ আক্কাছ সহজ শর্তে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ঋণ নিয়ে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটাতে পেরেছেন। ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকলে এবং সুদৃঢ় প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা থাকলে যে মানুষ স্বল্প সময়েও উন্নতি করে সমাজে উদাহরণ হতে পারে শেখ আক্কাছ তারই নাম। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, সদরপুর শাখা তার উন্নতির পাশে থাকতে পেরে গর্বিত।

চান্দিনা শাখা, কুমিল্লা

ঋণ গ্রহীতার নাম: ভুবন চন্দ্র সরকার
প্রকল্প: পোল্ট্রি খামার (ব্রয়লার)
ঠিকানা: সাং- দোতলা, পো- চান্দিনা উপজেলা- চান্দিনা, কুমিল্লা।
মোবাইল-০১৮২২-১৯০৬৭৯

চান্দিনা উপজেলার দোতলা গ্রামের মৃত অমূল্য চন্দ্র সরকার এর ছেলে ভুবন চন্দ্র সরকার (মোবাইল নং-০১৮২২১৯০৬৭৯) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একজন সদস্য। জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চান্দিনা শাখা হতে গত ৩১/০৫/২০১৮ তারিখে মৎস্য চাষ(নিজস্ব অর্থায়নে) খাতে ১৩% হারে ৩০ মাস মেয়াদে ১ম দফায় ২.০০(দুই) লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে মৎস্য চাষ এর পাশাপাশি ১০০টি মুরগীর ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি পোল্ট্রি খামার চালু করেন। ঋণটি নিয়মিত পরিশোধ করার পর ২য় দফায় মৎস্য ও পোল্ট্রি খাতে কৃষি ও পল-ী ঋণ (বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে) ৩.০০ লক্ষ টাকা গ্রহন করে তার খামার আরো বড় করেন। খামারটি সম্প্রসারণের লক্ষে গত ১৯/০১/২০২১ তারিখে নিজস্ব অর্থায়নে ১০% হারে ২৪ মাস মেয়াদে পোল্ট্রি ও মৎস্য চাষ খাতে ৩য় দফায় ৩.০০ টাকা ঋণ গ্রহন করেন যার ৩০/০৬/২০২১-এ স্থিতি ২,৪৬,৭০৬/= টাকা। বর্তমানে তার পোল্ট্রি খামারে ৫০০টি মুরগী রয়েছে, এর মধ্যে ২০০টি লেয়ার এবং ৩০০টি ব্রয়লার মুরগী আছে। লেয়ার মুরগী হতে দৈনিক প্রায় ১৮০টি ডিম বিক্রয় করেন। ডিম এবং ব্রয়লার মুরগী বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা তিনি খামার ও সংসারের খরচ নির্বাহ করেন। পোল্ট্রি খামার প্রতিষ্ঠা করে ভুবন চন্দ্র সরকার আর্থিক ও পারিবারিক ভাবে সফল ও সচ্ছল। তার জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের জন্য তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ।

চৌদ্দগ্রাম শাখা, কুমিল্লা

মাছ চাষ করে সাফল্য দেখছেন চৌদ্দগ্রামে সফল মৎস্য চাষি কামরুল ইসলাম। তিনি চৌদ্দগ্রাম পৌরসভার মৎস্য চাষিদের আদর্শ ও প্রতিষ্ঠিত মডেল হিসেবে ইতোমধ্যে পরিচিত হয়েছেন। শুধুমাত্র মাছ চাষ করেই তিনি হয়েছেন কয়েক লাখ টাকার মালিক। দীর্ঘ ১২ বছরের সিঙ্গাপুরে প্রবাস জীবনের পর দেশে ফিরে এসে মাছ চাষে ঝুঁকে পড়েন। এই মৎস্য খামারের উপার্জিত অর্থ থেকে তিনি গরিব শিক্ষার্থীদের পড়া-লেখার জন্য আর্থিকভাবে সহযোগিতা করে থাকেন।

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার পাঁচড়া/পাঁচমোড়া গ্রামের মরহুম আতিকুর রহমানের ছেলে জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম (মুরাদ) ২০১০ সালে দেশে এসে ঝুঁকে পড়েন মাছ চাষের দিকে। বাবার জমিতে ০১(এক)টি ২৪ শতকের পুকুরে দিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন কামরুল। মৎস্য চাষ করে যখন তার আর্থিক অবস্থা ভালো হতে থাকে তখন তিনি এলাকার বিভিন্ন জনের কাছ থেকে পরিত্যাক্ত ও অনাবাদি জমি খাজনা নিয়ে তার খামারকে প্রসারিত করতে থাকেন। বর্তমানে কামরুল ইসলামের "কনফিডেন্স মৎস্য খামার" ৪০ বিঘা জমিতে পুকুরের সংখ্যা রয়েছে ৮টি।

জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম (মুরাদ) একজন আনসার সদস্য। তিনি গত ২০১৪ সাল হতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, চৌদ্দগ্রাম শাখার সাথে লেনদেন করে আসছেন। তিনি ডিস ও ক্যাবল নেটওয়ার্ক ব্যবসার জন্য প্রথম দফায় ২০১৪ এবং দ্বিতীয় দফায় ২০১৫ সালে ৫০,০০০ টাকার ক্ষুদ্রঋণ নেন। ২০১৬ সালে তিনি ১,৫০,০০০ টাকা এসএমই(নিজেস্ব অর্থায়নে) খাতে মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়ে ভালোভাবে পরিশোধ করেন। ২০১৮ ও ২০২০ সালে দুই দফায় মৎস্য চাষ (চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ চাষ) খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে সফলভাবে পরিশোধ করেন। সর্বশেষে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি ঋণ (৫%) খাতে মৎস্য চাষের উদ্দেশ্যে ২৪-০৬-২০২১ তারিখে ২৪ মাস মেয়াদে ৫.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। ৩০-০৬-২১ তারিখে তার ঋণ স্থিতি ৫,০৬,২৫০।

তার আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো, ঋণ পরিশোধে সক্ষম এবং এলাকায় যথেষ্ঠ সুনাম রয়েছে। মৎস্য চাষের পাশাপাশি কামরুল গড়ে তুলেছেন পোল্ট্রি খামার, ধান চাষ ও সবজি উৎপাদন খামার, এবং ডিস ও ক্যাবল নেটওয়ার্কের ব্যবসায়। তার খামারে প্রতিদিন প্রায় ১৫ শ্রমিক নিয়মিত কাজ করে থাকেন।

সাফল্যের বিষয়ে মৎস্য চাষি কামরুল বলেন, দেশের এবং জনসাধারনের কথা চিন্তা করে এদেশের মানুষের পুষ্টির যোগান ও আমিষের চাহিদা পুরণ করা সহ বেকার যুবকদের মৎস্য চাষে উৎসাহিত করে তুলেছি। কামরুল বিশ্বাস করে যে এদেশের শিক্ষিত বেকার যুবকেরা একটু প্রশিক্ষণ নিয়ে সততার সাথে শ্রম দিয়ে মাছ চাষ করলে ভালো অবস্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

চৌদ্দগ্রাম উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা জনাব মোঃ মুরাদ হোসেন প্রামাণিক বলেন, পৌরসভার কামরুল ইসলামের মৎস্য খামারটি পরিপাটি ভাবে সাজানো। তিনি মাছ চাষ করে একাই স্বাবলম্বী হয়ে থেমে থাকেন নি। বেকার যুবকদের স্বাবলম্বী করতে সহযোগিতা করেছেন। মৎস্য খামারটি প-ান মাফিক পরিচালনা করলে আরও বেশি ভালো করবেন বলে তিনি এ কথা জানান। বর্তমানে তিনি একজন স্বাবলম্বী এবং প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হিসেবে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন। তার সাফল্যের কারণে শাখার সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা তার ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করি।

কুমিল্লা আদর্শ সদর শাখা, কুমিল্লা

ঋণ গ্রহীতার নাম: আবুল বাসার
ঠিকানা: সাং-বড়দৈল, পো- রাজেন্দ্রপুর
উপজেলা- কুমিল্লা আদর্শ সদর, কুমিল্লা
মোবাইল-০১৭১১-৭১৪৬৮৭
প্রকল্প: হার্ডওয়্যারের ব্যবসা

মোঃ আবুল বাশার, পিতা- মৃত ইদ্রিস মিয়া, মাতা- লুৎফর নাহার, গ্রাম-বড়দৈল, ডাকঘর- রাজেন্দ্রপুর, ২নং দূর্গাপুর ইউনিয়ন এর একজন ভিডিপি সদস্য। তাহার মোবাইল নং-০১৭১১-৭১৪৬৮৭। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কুমিল্লা আদর্শ সদর শাখা হতে ২৪-০৮-২০১৪ তারিখে ক্ষুদ্রঋণ খাতে ১ম দফায় =৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। তিনি ইদ্রিস এন্টার প্রাইজ নামে হার্ডওয়্যার ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসা সম্প্রসারণ ও মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অত্র শাখা হতে এ পর্যন্ত মোট ৬ বার ঋণ গ্রহন করেছেন। যাহা ২বার ক্ষুদ্র ঋণ খাতে =৫০,০০০/-, এসএমই খাতে যথাক্রমে ১,০০,০০০/-, ১,৫০,০০০/-, ২,০০,০০০/- এবং গত ২৩-০৮-২০২০ তারিখে এসএমই খাতে ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে ১২% সুদে ৩০ মাস মেয়াদে ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন। ৩০-০৬-২০২১ তারিখে তাহার ঋণ স্থিতি ২,০৮,১৩৮/- টাকা যা নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেন।

অত্র শাখায় তাহার নামে ক্ষুদ্র সঞ্চয় কর্মসূচী হিসাবে ৬১,৭২১/- টাকা এবং এসডিপিএস হিসাবে ৪৫,০৫১/- টাকা স্থিতি রয়েছে। বর্তমানে তাহার দোকান ও গোডাউনে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মালামাল মজুত আছে। তিনি নিজের আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি ০২ জন কর্মচারীর ও কর্মসংস্থান করেছেন। তিনি তাহার মেধা, শ্রম ও ব্যাংকের সহায়তায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী হতে আজ প্রতিষ্ঠিত হার্ডওয়্যার ও টেলিকম ব্যবসায়ী। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজেও তিনি বেশ স্বোচ্ছার। তিনি মা, স্ত্রী ও ২ কন্যা সন্তান নিয়ে স্বচ্ছল ভাবে জীবনযাপন করেন। এ জন্য তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কুমিল্লা আদশ সদর শাখার প্রতি চির কৃতজ্ঞ।

হাজীগঞ্জ শাখা, চাদপুর

ঋণ গ্রহতিার নাম: তাসলিমা আক্তার
প্রকল্পের নাম: প্রগতি ড্রিকিং ওয়াটার
মোবাইলঃ ০১৮৬১১৭৯৯২০

হাজীগঞ্জ উপজেলার হাজীগঞ্জ পৌরসভার মকিমাবাদ মহল-ার জনাব মৃত মোঃ দেলোয়ার হোসেনের মেয়ে তাছলিমা আক্তার আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের একজন সদস্যা। সে সুদীর্ঘ সময় এই বাহিনীর সাথে সু-সম্পর্ক রেখে বিভিন্ন সমাজিক এবং উন্নয়মূলক কাজ করে যাচ্ছেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক নারীদের সহজ শর্তে দ্রুত সময়ে ঋণ প্রদান করেন জেনে নিজের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, হাজীগঞ্জ শাখা, চাঁদপুর হতে ১৫/০৩/২০১৭ এসএমই নিজস্ব অর্থায়নে ১৫% হারে ১৮ মাস মেয়াদে ১ম দফায় ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। উক্ত ঋণের টাকায় একজন নারী উদ্যোক্তা হিসেবে ছোট পরিসরে প্রগতি ড্রিকিং ওয়াটার নামে ছোট একটি বিশুদ্ধ পানি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ ব্যবসা শুরু করেন। ঋণটি ব্যাংকের যথানিয়মে পরিশোধ করেন। উক্ত নারী উদ্যোক্তা ব্যবসায়িকভাবে সফল হওয়ায় পরবর্তীতে ১৬/০৫/২০১৮ তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, হাজীগঞ্জ শাখা, চাঁদপুর হতে ২য় দফায় নিজস্ব অর্থায়ণে ৩০ মাস মেয়াদী ৫,০০,০০০/- টাকা এসএমই ঋণ ১৪% হারে গ্রহণ করেন। ঋণটির ৩০/০৬/২০২১ তারিখে স্থিতি ৭৪,১৪৫/- টাকা। উক্ত ঋণ নিয়ে দৈনিক ১০ হাজার লিটার বিশুদ্ধ পানি উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণের জন্য বিশাল পরিসরে অত্যাধুনিক পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার মানুষের বিশুদ্ধ পানির চাহিদা পূরণ করেন।

নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি ছয়জনের লোকের আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেন। পানির গুনগত মান ভালো হওয়ায় হাজীগঞ্জ উপজেলার পাশাপাশি কচুয়া উপজেলায় পানি সরবরাহ করেন। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, হাজীগঞ্জ শাখা, চাঁদপুর হতে ঋণ নিয়ে উক্ত পানির প্রজেক্টটি প্রতিষ্ঠা করে তাছলিমা আক্তার আর্থিকভাবে, সামাজিকভাবে সফল এবং স্বচ্ছল ব্যবসায়ী হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছেন। একজন সম্ভবনাময়ী নারী উদ্যোক্তা হিসেবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারায় গর্ববোধ করেন। তাঁর পারিবারিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে প্রতি কৃতজ্ঞ।

নাসিরনগর শাখা, কুমিল্লা

ঋণ গ্রহীতার নাম: জাহেদা আক্তার
ঠিকানা: সাং-ভলাকুট, পো- নাসিরনগর
উপজেলা- নাসিরনগর, বি-বাড়ীয়া
প্রকল্প: "জাহেদা পশু খামার"
মোবাইল- ০১৯০৬-৪২০৭৯৪

নাসিরনগর উপজেলার ভলাকুট গ্রামের মো: শফিকুল ইসলামের স্ত্রী জাহেদা আক্তার একজন আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য। তিনি একজন সফল মহিলা উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে সুপরিচিত। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, নাসিরনগর শাখা তার এই সফলতার অংশীদার হিসেবে তার দ্বারা স্বীকৃত। পরিবারকে আর্থিকভাবে সহযোগিতার লক্ষ্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যান এই মহিলা উদ্যোক্তা। তিনি ব্যাংকের এ শাখা হতে ১ম দফায় ক্ষুদ্র ঋণ খাতে ২১-০৩-২০১৭ তারিখে ০.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে ১টি দুধের গাভী ক্রয় করেন। দুধ বিক্রয় করে নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ করেন। ব্যাংক তার লেনদেনে সন্তুষ্ট হয়ে ২য় দফায় এসএমই খাতে ১০-০৫-২০১৮ তারিখে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করেন।সেই অর্থ দিয়ে আরো ২ টি গরু ক্রয় করেন।

স্বামী ও স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় তারা দ্রুত ঋণ পরিশোধ করেন এবং ৩য় দফায় এসএমই খাতে ০৮/০৯/২০২০ তারিখে ১.৫০ লক্ষ ঋণ গ্রহন করেন। তার মোবাইল নম্বর ০১৯০৬৪২০৭৯৪। পরবর্তীতে ঋণের সিলিং না বাড়িয়ে ৪র্থ দফায় বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থায়নে কৃষি ঋণ এর আওতায় গাভী পালন খাতে ৫% হারে ০৯-০৬-২০২১ তারিখে "জাহেদা পশু খামার" এর অনুকুলে ১.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে ব্যবসার পরিধি আরো বৃদ্ধি করেন। বর্তমানে ৩০-০৬-২০২১ এ তার ঋণ স্থিতি ১,৩৫,১৫০ টাকা এবং এসডিপিএস- ৫৬,৮৪৭ টাকা ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ী হিসাবে- ৪৫,০২৪ টাকা জমা রয়েছে। একদিকে যেমন ঋণ যথা সময়ে ঋণ পরিশোধ করছেন অন্যদিকে সঞ্চয় করে আর্থিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছেন। বর্তমানে তার ২টি গাভী ও ৬টি গরু রয়েছে। পারিবারিকভাবেও অনেক স্বচ্ছল। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক নাসিরনগর শাখার প্রতি চির ঋণী।

কাজিপুর শাখা, সিরাজগঞ্জ

ঋণ গ্রহীতার নাম: মো: সেলিম রেজা
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ২৫-১০-২০২০
ঋণের খাতঃ তাঁত শিল্প।
তহবিলের উৎস ঃ বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হারঃ ৫%
ঋণের মেয়াদঃ ৩০ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ৭৬,২৯০
১ম দফায় গৃহিত ঋণ বিতরনের সনঃ ২০১৭
১ম দফায় গৃহিত টাকার পরিমানঃ ১০০,০০০/-

আনসার-ভিডিপির সদস্য মো: সেলিম রেজা, পিতা: মো: নজীর হোসেন, গ্রাম: গান্ধাইল, ডাকঘর: বরইতলা, উপজেলা: কাজিপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ। তিনি এস এস সি পাশ করার পর আর্থিক সমস্যার কারণে আর লেখাপড়া করতে পারেননি। জীবন মান উন্নয়নের জন্য বিদেশ গমন করেন। কিন্তু বিদেশে তিনি সফলতার মুখ দেখেননি । ফলে ব্যর্থতার গ্লানি সঙ্গে করে দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে আনসার ও ভিডিপির মৌলিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বাহিনীর প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করে ব্যাংকের শেয়ার হোল্ডার হন। ভাগ্য অন্বেষণের দিক বিদিক ছুটাছুটি করে বিফল হয়ে আনসার–ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কাজিপুর শাখা হতে গত ২২-০৫-২০১৭ ইং সালে এস এম ই খাতে =১০০০০০/= (এক লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহন করে দুটি তাঁত ক্রয় করেন। সেখানে তিনি নিজেই তঁতের লুঙ্গী ও গামছা তৈরী করে বিক্রয় করতেন। তিনি নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করতেন। তাঁতী ব্যবসায় লাভবান হওয়ায় প্রতি বছর লাভের অংশ হতে তাঁত ব্যবসা বৃদ্ধি করতে থাকেন।

বর্তমানে তার ৮ (আট) টি তাঁত আছে । তাঁত শিল্পে এখন ৯ (নয়) জন কর্মচারী কাজ করেন। বর্তমানে তার পরিবার আর্থিক ভাবে সচ্ছল। উদ্যোক্তা মো: সেলিম রেজা অত্র শাখা হতে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘষিত ও গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলে কৃষি ঋণ খাতে গত ২৫-১০-২০২০ইং তারিখে =১০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা মাত্র ঋণ গ্রহণ করেন। এলাকায় সফল ও স্বার্থক ব্যবসায়ী হিসেবে তিনি বেশ পরিচিত। আনসার-ভিডিপির সদস্য মেসার্স সেলিম টেক্সটাইল (তাঁত শিল্প) এর মালিক মো: সেলিম রেজা এর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি আজ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের অহংকার।

নোয়াখালী শাখা, নোয়াখালী

ঋণ গ্রহীতার নাম: আবদুল জলিল
ঋণের খাত: দুগ্ধ উৎপাদন
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ৪৮ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ৯৪,৫৯২/-
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ৩০.০৪.২০১৯
গৃহীত টাকার পরিমান: ১,৫০,০০০/-
মোবাইল নং- ০১৭৯২৫২৪৪৭১

জনাব আবদুল জলিল, পিতাঃ আবদুল মালেক, গ্রাম: এওজবালিয়া, ডাকঘর: মান্নান নগর, উপজেলা-সদর, জেলা-নোয়াখালী। তিনি মুসলিম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনি একজন আনসার ভিডিপির মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্য। সেই সূত্রে ২০১৫ সালে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, নোয়াখালী শাখা থেকে গাভী পালনের উদ্দেশ্যে দুগ্ধ উৎপাদণ ঋণ বাবদ ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেণ। উক্ত ঋণের অর্থ দিয়ে তিনি তার নিজস্ব ভূমিতে দুইটি গাভী দিয়ে দুগ্ধ উৎপাদন শুরু করেন। ব্যবসার আয় থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি তার ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ২য় দফায় ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন।

বর্তমানে আবদুল জলিলের ০৫ জনের সুখের সংসার। তিনি নিজে ও ২ জন কর্মচারির সমন্বয়ে ব্যবসার সামগ্রিক দিক দেখাশোনা করেন। তার ব্যবসার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি ২ জন বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে তার খামারে ১০টি উন্নত জাতের গাভী ও ৩টি বাছুর রয়েছে। তার খামারে প্রতিদিন (৬০-৮০) লিটার দুধ উৎপাদন হয়। তিনি নোয়াখালী শাখা হতে গত ০৩.০৪.২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের তহবিলের ৫% সুদে ০৪ বছর মেয়াদে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ব্যবসা সম্প্রসারন করে যাচ্ছেন। তার ৩০.০৬.২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতি ৯৪,৫৯২/- টাকা। ব্যাংকের ঋণ গ্রহন করে স্বাবলম্বী হওয়ায় তিনি ও তার পরিবার আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

লক্ষ্মীপুর শাখা, লক্ষীপুর

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ দেলোয়ার হোসেন
ঋণের দফা: পঞ্চম
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ২৪.০২.২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ২০০০০০/-
ঋণের খাত: গার্মেন্টস্ ব্যবসা
তহবিলের উৎস: নিজস্ব
সুদের হার: ১২%
ঋণের মেয়াদ: ২ (দুই) বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ১,৫৩,০০০/-
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০১৬
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমান: ৫০,০০০/-

মোঃ দেলোয়ার হোসেন, পিতাঃ মৃত. লোকমান হোসেন, গ্রাম: বাঞ্চানগর, ডাকঘর: সদর, উপজেলা: লক্ষীপুর সদর, জেলা: লক্ষীপুর। বয়স ৪৫ বছর। তিনি মুসলিম দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তিনি একজন আনসার ভিডিপির মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য। সেই সূত্রে ২০১৬ সালে তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, লক্ষীপুর শাখা থেকে রেডিমেড গার্মেন্টস্ ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৫০,০০০/- টাকা গ্রহন করেন।

উক্ত ঋণের অর্থ দিয়ে তিনি স্থানীয় মান্দারী বাজারে ছোট আকারে রেডিমেড গার্মেন্টস্ ব্যবসা শুরু করেন এবং তিনি এখন সফল ব্যবসায়ী। ব্যবসার আয় থেকে ঋণের কিস্তি পরিশোধ ও জীবিকা নির্বাহের পাশাপাশি তার ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। পরপর দুইবার অত্র শাখা হতে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহন করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করেন। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে অত্র ব্যাংক হতে এসএমই খামে চলতি মূলধন ঋণ বাবদ ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে ব্যবসায় বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসাকে আরো প্রসারিত করেন।

বর্তমানে মোঃ দেলোয়ার হোসেন ৪ জনের সুখের সংসার। তিনি নিজে ও ০২ জন কর্মচারির সমন্বয়ে ব্যবসার সামগ্রিক দিক দেখাশোনা করেন। অর্থ্যাৎ তার ব্যবসার মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি ০২ জন বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। তিনি সর্বশেষ লক্ষীপুর শাখা হতে গত ২৪.০২.২০২০ তারিখে ৫ম দফায় ব্যাংকের নিজস্ব তহবিলে ১২% সুদে ২ বছর মেয়াদে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে ব্যবসায় বিনিয়োগ করে ব্যবসা সম্প্রসারন করে যাচ্ছেন। তার ৩০.০৬.২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতি ১,৫৩,০০০/- টাকা। ব্যাংকের ঋণ গ্রহন করে স্বাবলম্বী হওয়ায় তিনি ও তার পরিবার আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি অন্তহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বেগমগঞ্জ শাখা, নোয়াখালী

ঋণ গ্রহীতার নাম: মোঃ আলমগীর হোসেন
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ১৪.১২.২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ৩,০০,০০০/-
ঋণের খাত: ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসপ
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ২ (দুই) বছর
৩০-০৬-২১ তারিখে স্থিতি: ২,২৩,২১০/-
ঋণের দফা: তৃতীয়
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০১৭
১ম দফায় গৃহীত টাকা: ১,০০,০০০/-

মোঃ আলমগীর হোসেন, পিতাঃ মনছুর আহম্মদ, গ্রামঃ একলাশপুর, ডাকঘরঃ একলাশপুর বাজার, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী। তিনি আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের একজন সদস্য ও শেয়ারহোল্ডার। তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ও ওয়ার্কশপ ব্যবসার সাথে যুক্ত। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের অভাবে কোনভাবেই নিজেকে দাড় করাতে পারছিল না। ঠিক তখনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বেগমগঞ্জ শাখা তাকে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের প্রস্তাবনা দেয়। প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে সে ব্যবসার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তার সামর্থ্য মোতাবেক এস.এম.ই খাতে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রস্থাব করেন। ০৭/০৬/২০১৭ তারিখে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করে নতুন কিছু যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ক্রয়ের মাধ্যমে কৃষিকার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও গ্রামীণ পরিবহণের আওতায় পুরনো এবং দূর্ঘটনা কবলিত সি.এন.জি, অটো ইত্যাদি পুনর্স্থাপন ব্যবসার জন্য নিজের প্রতিষ্ঠানটিকে সম্প্রসারিত করেন। দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও সঠিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ব্যবসাটি ভিন্ন মাত্রা পায়।

পরবর্তিতে ২য় দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংযোজনের প্রয়োজনে পুরাতন ঋণ যথানিয়মে পরিশোধ করে পুনরায় ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ব্যবসা সম্প্রসারনের ফলে তার আয় বেড়ে যায়। যা তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা সমৃদ্ধ করে। তার সন্তানাদি উন্নত স্কুলে পড়াশোনা করছেন ও উন্নত পরিবেশে বসবাস করছেন। তিনি এলাকায় বেশকিছু সম্পত্তি ক্রয় করেছেন। বর্তমানে ১৪/১২/২০২০ তারিখে গৃহীত বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিলে প্রণোদনা সুবিধার আওতায় কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত ও ক্রয় বিক্রয় খাতে ৫% হারে ৩,০০,০০০/- টাকা ঋণ চলমান আছে। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে ঋণের স্থিতি ২,২৩,২১০/- টাকা। দারিদ্রতা দুরীকরণের সহায়তার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল ও অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সোনাগাজী শাখা, ফেনী

ঋণ গ্রহীতার নাম: আফতাব উদ্দিন
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ০৯.০৬.২০২০
গৃহীত টাকার পরিমান: ৩০০০০০/-
ঋণের খাত: পোল্ট্রি খামার
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৯%
ঋণের মেয়াদ: ২ (দুই) বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ১,৭৭,৫৮৫/-
ঋণের দফা: সপ্তম
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০১২ সাল
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমান: ৩০,০০০/-
মোবাইল নম্বর: ০১৮১৯০৭১০১৭

জনাব আফতাব উদ্দিন পিতা: আক্তার আহমদ, গ্রাম: রামচন্দ্রপুর, পোঃ বক্তারমুন্সী, উপজেলা:- সোনাগাজী, জেলা:- ফেনী। তিনি ভিডিপি এর একজন গর্বিত সদস্য এবং অত্র শাখার একজন ভাল উদ্যোক্তা। তিনি ২০১২ সালে অত্র শাখা হতে ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৩০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে পোল্ট্রি ফার্মের ব্যবসা শুরু করেন। সে মোট ৭ম দফায় ঋণ গ্রহণ করেন। কিস্তি খেলাপ না করে সে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন।

অত্র ব্যাংকের ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে তিনি তার দুই ছেলেকে পড়াশোনা করান, এখন ৬০০০ মুরগীর লেয়ার ফার্ম, নিজের পাকা বাড়ী তৈরী এবং একটি পোল্ট্রি ফিডের দোকান দেন। সর্বশেষ ০৯/০৬/২০২০ তারিখে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ৩.০০ লক্ষ টাকা। তহবিলের উৎস বাংলাদেশ ব্যাংক। ঋণের সুদ হার ৯ %। মেয়াদ ৩০ মাস। ৩০/০৬/২০২১ তারিখে তাহার ঋণের স্থিতি ছিল ১,৭৭,৫৮৫/- টাকা মাত্র। তিনি নিয়মিত মাসিক কিস্তি পরিশোধ করছেন। তিনি একজন সফল উদ্যোক্তা ।

ফেনী শাখা, ফেনী

ঋণ গ্রহীতার নাম: দিল আফরোজ
ঋণ গ্রহনের তারিখ: ১২.১১.২০১৯
গৃহীত টাকার পরিমান: ১,৫০,০০০-
ঋণের খাত: টেইলারিং ব্যবসা
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৯%
ঋণের মেয়াদ: ২ (দুই) বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি: ২০৫৫০/-
ঋণের দফা: ৫
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ২০১৩
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমান: ৫০,০০০/-

জনাব দিল আফরোজ, পিতাঃ মোঃ আবুল খায়ের, গ্রামঃ দ: কাজিরবাগ, পোঃ ডিটিএম, উপজেলাঃ ফেনী সদর, জেলাঃ ফেনী। তিনি ভিডিপি এর একজন গর্বিত সদস্য এবং অত্র শাখার একজন ভাল ও সফল উদ্যোক্তা। তিনি ২০১৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর অত্র শাখা হতে ক্ষুদ্র ঋণ বাবদ ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেন এবং নিজস্ব তহবিল হতে আরো পুঁজি যোগ করে একটি টেইলারিং দোকান খুলেন। প্রথম ঋণ নিয়মিতভাবে শেষ করে চার বার নারী কর্ম সৃজন ঋণ খাতে ঋণ গ্রহন করেন ।

বর্তমানে তাহার ঋণের দফা পঞ্চম। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সফল উদ্যোক্তা। তাহার কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৬ সালে সফিপুর আনসার-ভিডিপি সদর দপ্তরে অত্র ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা সমাবেশে সফল নারী উদ্যোক্ত হিসাবে তাকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। উক্ত টেইলারিং দোকানে তিনজন কর্মচারী সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রয়েছে। তিনি মা-বাবা, ভাই-বোন এবং স্ত্রী-সন্তান নিয়ে অতি সুখে জীবন-যাপন করছেন। সর্বশেষ তিনি ১২.১১.২০১৯ তারিখে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ফেনী শাখা, ফেনী হতে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল কৃষি ও পল্লী ঋণের নারী কর্মসৃজন খাতে জন্য ৩০মাস মেয়াদী ৯% সুদে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করেছেন। ৩০.০৬.২০২১ তারিখে তাহার ঋণের স্থিতি ছিল ২০,৫৫০/- টাকা মাত্র। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন আল্লাহর রহমতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক তাহার ভাগ্যের দুয়ার খুলে দিয়েছে। অত্র ব্যাংকের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে তিনি তাহার টেইলারিং ব্যবসা আরো সম্প্রসারণ করবেন।

নাগরপুর শাখা, টাংগাইল

ঋণগ্রহীতার নাম: আনিছুর রহমান
ঠিকানা ও মোবাইল নং: গ্রাম-চরভারড়া
ডাক-সলিল আরড়া, নাগরপুর, টাংগাইল
মোবাইলঃ ০১৭১০৫৩৪৭৩০
ঋণ গ্রহণের তারিখ: ৩১/০১/২১
ঋণ গ্রহণের পরিমাণ: ৫,০০,০০০/-
প্রকল্পের নাম: আনিছুর ডেইরী ফার্ম
তহবিলের উৎস ও সুদের হার: বাংলাদেশ ব্যাংক, ৫%
ঋণের মেয়াদ: ০১ বছর চক্রে ০২ বছর
৩০-০৬-২১ তারিখে স্থিতি: ২৭০৪৬৭/-

প্রায় ০৩ বছর আগে ২০১৮ সনে গরু পালন করে স্বচ্ছলতার স্বপ্ন লালন করে ছোট্ট পরিসরে গড়ে তোলেন দুগ্ধজাত গরুর খামার। নিজের বাড়ীর উঠানেই প্রথমে একটি শেড নির্মাণ করে মাত্র ০২টি দুগ্ধজাত গাভী নিয়ে যাত্রা শুরু হয় জনাব আনিছুর রহমানের। এরপর গাভী কিনেন আরও কয়েকটি। কিন্তু লাভের অংক তখনও ছিল শূণ্য। দুধ বিক্রি করে গাভীর খাবার খরচ ও আনুষঙ্গিক খরচ চালিয়ে হিমশিম খেতে থাকেন। কোনভাবেই খামারটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছিলেন না। সর্বদা মূলধন ঘাটতি অনুভব করতো। অর্থাভাবে খামারটি প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম। হঠাৎ তার একদিন মনে পড়লো, আমিতো আনসার-ভিডিপির সদস্য। নাগরপুরে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের শাখাও আছে। আমি গিয়ে দেখি ব্যাংক কোন আর্থিক সহায়তা করতে পারে কিনা। তারপর যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। সাথে সাথে তিনি ব্যাংকে আসেন এবং তার উদ্যোগের কথা আমাদের বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তার বর্ণনা শুনে আশ্বস্ত হয়ে খামারটি পরিদর্শন করে ব্যাপক সম্ভাবনা দেখতে পেলাম। তাকে প্রথম দফায় গরু মোটাতাজাকরণ ঋণ খাতে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ দেই। তিনি নিজের তহবিল এবং ব্যাংক থেকে উত্তোলনকৃত টাকা দিয়ে ০৬টি ছোট আকারের ষাঁড় গরু ক্রয় করেন এবং দুগ্ধ খামার করার পরিকল্পনা বাদ দিয়ে দেন। গরুগুলো প্রায় ১০ মাস লালন পালন করে কোরবানীর ঈদের আগে বিক্রি করে প্রায় ০২ লক্ষ টাকা মূনাফা করেন। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৯ সালে তিনি ব্যাংকে থেকে পুনরায় ২ লক্ষ টাকা ঋণ নেন। এরপর তিনি আবার ০৭টি ষাঁড় গরু ও ০৩টি গাভী ক্রয় করেন। পরের কোরবানীর ঈদে তিনি ষাঁড়গুলো বিক্রি করে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা মূনাফা করেন এবং গাভী ০৩টির মধ্যে ০২টি গাভীর বাছুর হয়। পরবর্তীতে ২০২১ সনে তাকে আবার বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি ঋণ খাতে ০৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেই। ঋণের টাকা দিয়ে তিনি পুনরায় ষাঁড় গরু কিনেন। বর্তমানে তার খামারে ১২টি ষাঁড়, ০৩টি গাভী এবং ০৩টি বাছুরসহ মোট ১৮টি গরু আছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা। তিনি নিজে ও ০২ জন কর্মচারী খামারটি পরিচালনা করেন। ০২ জন গরিব লোকের যেমন কর্মসংস্থান হয়েছে তার খামারে তেমনি মাংসের চাহিদা পূরণ করে সমাজের মানুষের পুষ্টি চাহিদাও পুরণে যথেষ্ট ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন তিনি। তার পরিবারে ফিরে এসেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। একমাত্র মেয়ে টাংগাইল বিন্দুবাসিনী সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ের ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্রী। বাড়ীতে ৪৮ হাত সেমিপাকা ঘর। তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। জনাব আনিছুর রহমান বলেন, "আমি চিরকৃতজ্ঞ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর উপর। আমাকে মাত্র ৫% সুদে ঋণ দিয়েছে এবং আমার খামার যখন আর্থিক সংকটে বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম ঠিক তখনই আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এ জন্য আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, নাগরপুর শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি"।

মধুপুর শাখা, টাঙ্গাইল

এক শিক্ষিত স্বপ্নবিলাসী যুবক, আছে বুক ভরা স্বপ্ন অদম্য কর্মস্পৃহা, নাম মোঃ আব্দুল হান্নান পিতা মৃত-আব্দুল কাদের গ্রাম-আউশনারা, বোকারবাইদ, মধুপুর দীর্ঘ দিন যাবৎ স্বপ্ন লালন করছিলেন বিশাল উন্নত জাতের আনারস বাগানের। কিন্তু অর্থের অভাবে নিজের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে পারছিলেন না। জনাব হান্নান হতাশ না হয়ে নিজের সামান্য জমানো টাকায় ২০১৭ সালে ১০ হাজার আনারসের চারা নিয়ে নিজের অনাবাদি জায়গার উপর ছোট পরিসরে একটি বাগান শুরু করেন। এখান থেকে খরচ বাদে সামান্য মুনাফা আসে যা স্বপ্ন পূরনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অবশেষে তিনি চিন্তা করলেন আমি তো আনসার-ভিডিপি সদস্য এবং মৌলিক প্রশিক্ষণ করেছি, শুনেছি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। মধুপুরে তো এই ব্যাংকের শাখা রয়েছে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ম্যানেজারের সহিত যোগাযোগ করি এবং আমি আমার স্বপ্নের কথা গুলো বলি। ম্যানেজার মহোদয় সব শোনার পর তদন্ত সাপেক্ষে আমাকে ২ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করথে সম্মত হন এবং ২০/০৮/২০১৯ তারিখে ০২ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। আমি আমার স্বপ্ন পূরনে একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকি। ঐ বৎসর আমি ৩০ হাজার উন্নত জাতের আনারসের চারা রোপন করি এবং সকল প্রকার খরচ বাদে ১৫০ হাজার টাকা লাভ করি। পরবর্তীতে ১১/০২/২০২১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ২য় দফায় কৃষি ভিত্তিক ঋণ কর্মসূচির আওতায় আনারস উৎপাদন খাতে তাকে অত্র শাখা হতে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। বর্তমানে তার বাগানে ৬০ হাজার উন্নত জাতের চারা রয়েছে যা পরিচর্যার জন্য ২ জন কর্মচারী নিয়োজিত আছে। এ বৎসর বাম্পার ফলন হয়েছে, কমপক্ষে ৫ লক্ষ টাকা মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। তিনি জাতীয় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গঠনে গুরত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দুইজন লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নিজেও বেকারত্বের অভিশাপ হতে মুক্ত হয়ে যথেষ্ট সচ্ছলভাবে জীবনযাপন করছেন তার একমাত্র মেয়ে ৩য় শ্রেণীতে পড়াশোনা করে, বাড়িতে ৪০ হাত সেমি পাকা টিনশেড বিল্ডিং আছে। তাকে আর পিছে ফিরে তাকাতে হয় না। জনাব হান্নান বলেন, আমি চির কৃতজ্ঞ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক এর উপর। আমাকে ৫% সুদে ঋণ দিয়ে আমার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে এজন্য আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কালিহাতী শাখা, টাঙ্গাইল

ঋণগ্রহীতার নাম: মোছা: পরাণ
ঋণ গ্রহনের তারিখ; ২৫/০১/২০২১
গৃহীত টাকার পরিমান; ১,০০,০০০/-
ঋণের খাত; মুদি মনোহারী ও ফেরী ব্যবসা
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশব্যাংক
সুদের হার; ৮%
ঋণের মেয়াদ; ০১ বছর
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতি; =৫৮,৪৬৯/-

মোছা: পরাণ, স্বামী: মো: আতাব আলী সওদাগর যিনি একসময় হতদরিদ্র ছিল এবং সরকারী জায়গায় বসবাস করত। এমতাবস্থায় ২০০৯ সালে তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক কালিহাতী শাখা হতে ২০/১০/০৯ তারিখে ঋণ গ্রহণ করেন এবং ব্যাংকের নিয়মানুযায়ী পরিশোধ করে পুনরায় ঋণ গ্রহণ করেন। এভাবে সে মোট ১২ দফা ঋণ গ্রহণ করেণ।

সর্বশেষ ২৫/০১/২১ তারিখে ঋণ নিয়ে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করছেন। সে বর্তমানে বেশ স্বচ্ছল এবং নিজস্ব জায়গায় বসাবস করছেন। তার বাড়িতে একটি টিনসেড বিল্ডিং আরও একটি টিনের ঘর আছে। তার তিন ছেলের দুইজন বিদেশ এবং একজন চাকুরীরত আছে। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে দফায় দফায় ঋণ নিয়ে মুদি মনোহারী ও ফেরী ব্যবসা সম্প্রসারণ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন।

আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে তিনি এই সাফল্য অর্জন করেছেন।

টাঙ্গাইল শাখা , টাঙ্গাইল

ঋণগ্রহীতার নাম: মোঃ মোসলেম উদ্দিন
প্রকল্পের নামঃ "আরিয়ান এন্টার প্রাইজ"
ঋণ গ্রহণের তারিখ: ২৩/১১/২০২০
দফা: ৪র্থ
গৃহীত টাকার পরিমাণ: ১০,০০,০০০/-
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০/০৬/২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতি= ৭,৭৫,০৫৩/-
মোবাইল নম্বর: ০১৭১১-৯৩৬৮১৩
১ম দফায় গৃহীত ঋণ বিতরণের সন: ০২/০৪/২০১৫
১ম দফায় গৃহীত টাকার পরিমাণ: ১,০০,০০০/-

উদ্যোক্তা মোঃ মোসলেম উদ্দিন একজন ভিডিপি সদস্য। এক সময় তিনি অসচ্ছল জীবন যাপন করতেন। হঠাৎ একদিন তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক হতে ঋণ নেয়ার বিষয়ে চিন্ড়া করে টাংগাইল শাখায় আসেন। ০২/০৪/২০১৫ সনে তিনি ১ম দফায় এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে ১টি লেয়ার মুরগির খামার শুরু করেন। এ ব্যবসা হতে আয় করে যথেষ্ট সাবলম্বী হন। ২য় দফায় ৩১/০৩/২০১৬ তারিখে অত্র শাখা হতে ৫.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ঋণ নিয়ে আরো একটি লেয়ার মুরগির খামার শুরু করেন। তার দুটি খামারে দশ হাজার মুরগি পালন করে ডিম ও মুরগি বিক্রি করে বাৎসরিক ৩০.০০ লক্ষ টাকা আয় করে থাকেন। ৩য় দফায় ২৯/০৫/২০১৭ তারিখে ৮.০০ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে একটি কনফেকসনারী দোকানের ব্যবসা শুরু করেন। এ ব্যবসায় হতে প্রতি বছর প্রায় ১০.০০ লক্ষ টাকা আয় করে থাকেন। ৪র্থ দফায় ২৩/১১/২০২০ তারিখে ১০.০০ দশ লক্ষ টাকা বিবি কৃষি ঋণ গ্রহণ করেন।

বর্তমানে তার ব্যসায়ের বাৎসরিক । আয় ৫০.০০ লক্ষ টাকা। তিনি টাংগাইল শাখার পাশেই নিজস্ব ভূমিতে ৫তলা নির্মিতব্য ভবনের ২য় তলার কাজ সম্পন্ন করে ৩য় তলার কাজ শুরু করেছেন। তিনি নিজে ও ৫ জন কর্মচারী নিয়ে তার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে থাকেন। এতে এক দিকে সমাজের ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ করেছেন অপর দিকে কর্মসংস্থান ও জীবন যাত্রার মানের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। তার দুটো ছেলে-মেয়ে ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া করছে। বর্তমানে তার ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণ ১.৫০ (১ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা। এবং ৩.০০ (তিন কোটি) টাকার সম্পদ রয়েছে। এলাকায় তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তার এ সাফল্য অর্জনের জন্য আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক টাঙ্গাইল শাখার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন।

সখিপুর শাখা, টাঙ্গাইল

প্রায় ০৪ বছর আগে ২০১৭ সনে লেয়ার মুরগি পালন করে স্বচ্ছলতার স্বপ্ন নিয়ে ছোট্ট পরিসরে গড়ে তোলেন লেয়ার মুরগির খামার। নিজের বাড়ীর পাশেই শেড তৈরী করে মাত্র ১০০০ (এক হাজার) মুরগি নিয়ে সফলতার আশায় শুরু করেন লেয়ার মুরগির খামার। কিন্তু লেয়ার মুরগির ব্যয় মিটিয়ে তেমন মুনাফ করতে পারছিলেন না। কোন ভাবেই খামারটি সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারছিলেন না। সর্বদা মুলধন ঘাটতি অনুভব করতেন। অর্থাভাবে খামারটি প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তিনি তার এক বন্ধুর মাধ্যমে জানতে পারলেন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সখিপুর শাখা থেকে সহজ শর্তে পোল্ট্রি লেয়ার খাতে ঋণ দেয়া হয়। তিনি আনসার-ভিডিপির একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত সদস্য বিধায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সখিপুর শাখায় এসে আর্থিক সহায়তার ব্যাপারে শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে কথা বললেন। তার নিকট হতে উদ্যোগের বিস্তারিত বর্ণনা শুনে আমরা খামারটি পরিদর্শন করে ব্যাপক সম্ভাবনা দেখতে পেলাম। লেয়ার মুরগি পালনে বেশী মূলধন লাগে বিধায় তাকে প্রথম দফায় পোল্ট্রি লেয়ার খাতে ৫,০০,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করি। তিনি নিজ তহবিল ও ব্যাংক থেকে উত্তোলিত টাকা দিয়ে ৩ হাজার মুরগি পালন শুরু করেন। এবার তিনি সফলতা পান। ৯ মাস পর থেকে তার খামারে ডিম আসা শুরু হয় এবং একনাগারে ১৮ মাস ডিম দেয়। এতে তার প্রায় খরচ বাদে ৬ লক্ষ টাকা লাভ হয়। তিনি দুই বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করে পুনরায় তিনি ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে মুরগির খামার সম্প্রসারন করেন এবং উত্তর উত্তর মুনাফা করতে থাকেন। বর্তমানে তাকে বাংলাদেশ ব্যাংক তহবিল এর আওতায় কৃষি ঋণ খাতে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেই। বর্তমানে তার খামারে চার ৪ হাজার মুরগি আছে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। তিনি নিজে ও ০৩ জন কর্মচারী নিয়ে খামারটি পরিচালনা করেন। এতে ০৩ জন গরিব লোকের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি প্রোটিনের চাহিদা পুরণে যথেষ্ট ভুমিকা রেখে যাচ্ছেন। তার পরিবারে ফিরে এসেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। এখন তিনি তার ছেলে-মেয়েদেরকে ভালো স্কুলে লেখাপড়া করাতে পারছেন। বাড়িতে পাকা ঘর করেছেন। ফলে তার এখন সুখের সংসার। তাকে আর পিছনের দিকে ফিরে তাকাতে হয়নি। জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা বলেন, "আমি চির কৃতজ্ঞ আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট। আমাকে ঋণ সহায়তা দিয়ে ব্যাংক আমার চরম আর্থিক সংকটের সময় সহায়তা করেছে। এ জন্য আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সখিপুর শাখার কর্মকর্তাগনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি"।

ঠাকুরগাও শাখা, ঠাকুরগাও

রাস্তার পাশেই একটি বেড়ার ঘর ও একটি জরাজীর্ণ রান্না ঘর শুকুর আলীর। দিন পাত বড় কঠিন বাস্তবতার বাজারে চলতে বার বার হোচট খায়। অন্যের কাছে শুনে দারস্থ হয় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের। অসহায় ভিডিপি সদস্য শুকুর আলীর জীবন সংগ্রামের গল্প শুনে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ঠাকুরগাঁও শাখা তাকে ১ম দফায় ২০১৬ সালে ১,০০,০০০/- টাকা ঋণ দিয়ে সহযোগীতা করে। তিনি অত্যান্ত পরিশ্রমী। ঋণের টাকায় শরু করেন নানা রকম সবজি চাষ। অন্যের জমি চুক্তি নিয়ে সাড়া বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ শুরু করেন। তিনি লাউ, শিম, মিস্টিকুমড়া, আলু, ফুলকপি, বাধাকপি, মুলা, করল্লাসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ করেন। ২০১৬ সালের পর শুকুর আলীর সার্বিক অবস্থার সাথে বর্তমান অবস্থার বিপরীতমূখী। এখন সে আর্থিক ভাবে অনেকটাই স্বচ্ছল।

তার কথায় "আমার বিপদের দিনে যখন সবকিছুই অন্ধকার মনে হচ্ছিল, দিকভ্রান্ত দিশেহারা হয়েছিলাম তখন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আমার হাত ধরে বাচার নতুন পথ দেখায়। এভাবে কোন ব্যাক্তি এগিয়ে আসেনি। এই ব্যাংক আমার অতি আপন, আমি ব্যাংকের কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকব" তিনি সর্বশেষ ৪র্থ দফায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ঠাকুরগাঁও শাখা থেকে গত ২২/১১/২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে কৃষি ঋণের আওতায় সবজি চাষ খাতে ৫% সুদে ৩০ মাস মেয়াদি ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করে। ৩০/০৬/২১ তারিখে যার স্থিতি ২,৫২,০১০/- টাকা।

আর এভাবেই অনেক শুকুর আলী জীবনে বৃহস্পতি চলে এসেছে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের নানামূখী সেবার মাধ্যমে। আর তাইতো যথোপযুক্ত স্লোগান হলো দারিদ্র বিমোচন, আর্থিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

ঠাকুরগাও শাখা, ঠাকুরগাও

ঋণগ্রহীতার নামঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম
ঋণের দফাঃ ৩য়
ঋণের পরিমানঃ ৩,০০,০০০/-
সুদের হারঃ ৫%

মোঃ শফিকুল ইসলাম পরিশ্রমীও প্রত্যয়ী একজন মানুষের নাম। অর্থাভাবে কোন উদ্যোগ বাস্তবায়িত করতে পারছিলেন না। তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে তার উদ্যোগে অর্থায়নের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান খুজে পাচ্ছিলেন না। এমতাবস্থায় অন্যের কাছে শুনে দারস্থ হয় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের। অসহায় ভিডিপি সদস্য শফিকুল ইসলাম এর উদ্যোগের কথা শুনে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ঠাকুরগাঁও শাখা তাকে ১ম দফায় গত ২০১৬ সালে ১.০০ লক্ষ টাকা ঋণ দিয়ে সহযোগিতা করে। পরিশ্রমী শফিকুল ইসলাম ঋণের টাকায় শুরু করেন বিভিন্ন ধরনের সবজি চাষ। সবজি চাষ করে সে স্বাবলম্বি হয় ও আর্থিক ভাবে বেশ উন্নতি করে। আর্থিক উন্নয়নের ফলে সে অন্যের জমি চুক্তি নিয়ে চা বাগান করার ইচ্ছা পোষন করে। চা চাষ লাভ জনক একটি উদ্যোগ হওয়ায় তার প্রকল্পে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, ঠাকুরগাঁও শাখা অর্থায়ন করতে সম্মত হয়। সে গত ১৫/১২/২০ তারিখে ৩য় দফায় বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে ৫% সুদ হারে ৩০ মাস মেয়াদি ৩.০০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহন করেন। ৩০/০৬/২১ তারিখে যার স্থিতি ২,৪১,৩৮০/- টাকা।

তিনি ১ একর জমিতে চা চাষ করছেন এবং আরো ৩ একর জায়গা চুক্তি নিয়েছেন যাতে এই মৌসুমে চা গাছের চারা রোপন করবেন। তার কথায় আমার বিপদের দিনে যখন সবকিছু অন্ধকার মনে হচ্ছিল তখন আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক আমার হাত ধরে বাঁচার নতুন পথ দেখায়। এভাবে কোন ব্যাক্তি এগিয়ে আসেনি। এই ব্যাংক আমার অতি আপন, আমি ব্যাংকের কাছে সারাজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের বহুমূখী সেবার মাধ্যমে মানুষের দিন বদলের পালা শুরু হয়েছে। আর তাইতো যথোপযুক্ত স্লোগান হলো দারিদ্র বিমোচন, আর্থিক উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

পঞ্চগড় শাখা, পঞ্চগড়

ঋণের ধরণ: মৃৎ শিল্পের ব্যবসা
গৃহীত ঋণের পরিমান: ১,৫০,০০০/-
ঋণ গ্রহণের তারিখ: ১৩/০১/২০২১

আমি হরিদ্র পাল। আমার পিতা স্বর্গীয় ট্রু পাল এবং মাতা স্বর্গীয় কেতশ্বরী পাল। জন্ম সূত্রেই আমি পঞ্চগড় সদর উপজেলার ধাক্কামারা ইউনিয়নের মালিপাড়া গ্রামে বাস করছি। পৈত্রিক ব্যবসা মাটি দিয়ে হাড়ি পাতিল, ফুলের টব, থালা-বাসন, চারি ইত্যাদি তৈরি করে শহরে ফেরি করে বিক্রি করতাম। আয় রোজগার তেমন ভালো ছিল না। তাই সংসারে অভাব অনটন লেগেই থাকতো। পঞ্চগড় সদর উপজেলার আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপক মো. আব্দুর রহিম স্যার একদিন আমার অবস্থার কথা শুনে মালিপাড়া গ্রামে গিয়ে স্বচক্ষে সব দেখলেন। আমার সাহস দেখে মৃৎ শিল্পের ব্যবসার জন্য পুঁজি হিসেবে ১০,০০০/- টাকা ঋণের ব্যবস্থা করে দিলেন। তারপর থেকে আমার দিন বদলানো শুরু হয়। মাটির জিনিস পত্র বানানোর পাশে আমার ব্যবসা বাণিজ্য বাড়তে থাকে। এরপর অন্তত ১৬ দফা ঋণ নিয়েছি এবং নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করেছি।

আমি একেবারে ১,৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছি। এর মধ্যেই আমার পাকা বাড়ি হয়েছে। নিজের মাত্র দেড় শতক জমি ছিল, এখন আমি জমি কিনেছি ৯ বিঘা। আমার খারাপ সময় আর নাই। পৈত্রিক ব্যবসারও উন্নতি করতে পারছি আর নিজের ছেলে মেয়ে সংসার সবার মুখে হাসি ফোটাতে পারছি। তার ভাস্যমতে আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংকের ঋণের মাধ্যমে তিনি নিজেকে স্বাবলম্বী, আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল ও সফল সুখি দম্পতি হিসেবে দাবি করেন। তিনি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক ও এর সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

ব্যাংক কর্তৃক অদ্যবধি গ্রহীত ঋণ সংক্রান্ত তথ্য : ক্ষুদ্র ঋণ হতে মৃৎ শিল্পের ঋণ ১৬ দফা

ক্র.	ঋণ গ্রহিতার তারিখ	খাতের নাম	গৃহীত ঋণের পরিমাণ
১	২৯/০৮/২০২১ খ্রিস্টাব্দ	মৃৎ শিল্প	৮০,০০০/-
২	১৬/০১/২০১৪ খ্রিস্টাব্দ	মৃৎ শিল্প	১,২০,০০০/-
৩	০৬/০১/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ	মৃৎ শিল্প	১,২০,০০০/-
৪	২৮/০২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ	মৃৎ শিল্প	১,২০,০০০/-
৫	১১/০৬/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ	মৃৎ শিল্প	১,৫০,০০০/-
৬	১৩/০১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ	মৃৎ শিল্প	১,৫০,০০০/-

পীরগঞ্জ শাখা, ঠাকুরগাঁও

ঋণের দফাঃ ৫ম দফা
সর্বশেষ গৃহীত ঋণঃ ৬,০০,০০০/-
ঋণ গ্রহনের তারিখঃ ৩০-০৫-২০২১
গৃহীত টাকার পরিমানঃ ৬০০০০০/-
ঋণের খাতঃ কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতায় মৎস্য ঋণ
তহবিলের উৎসঃ নিজস্য
সুদের হারঃ ৮%
ঋণের মেয়াদঃ ৩৬ মাস
৩০-০৬-২০২১ তারিখে স্থিতিঃ ৬০৪২০৮/-
১ম দফা গৃহীত ঋণ বিতরণের সন ও টাকার পরিমাণঃ ৩০-০৪-২০১৫, ৭৫০০০/- টাকা

উদ্যোক্তা জনাব মোঃ মনতাসের রহমান, পিতাঃ মৃত ডাঃ মকলেসুর রহমান, গ্রামঃ মিত্রবাটি, ডাকঘরঃ পীরগঞ্জ, উপজেলাঃ পীরগঞ্জ, জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। অত্র শাখার একজন পরীক্ষিত গ্রাহক। তিনি প্রথম দফায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পীরগঞ্জ শাখা, ঠাকুরগাঁও হতে ৭৫,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে মাছ চাষ শুরু করেন। তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে তার মাছ চাষের পাশাপাশি পুকুরের চারিদিকে নানা ধরনের সবজি চাষ করেন যেমন- মিষ্টি কুমড়া, শিম, আলু ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি পুকুরে সমন্বিত ভাবে মাছ ও হাঁস চাষ করেন। ফলে তার খামারে বিভিন্ন লোকের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয় এবং দিনের শেষে সেগুলো বিক্রি করার জন্য নিজেই বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে বিপণন করে থাকেন।

পরবর্তীতে খামারে আশানুরুপ পরিমানে লাভ হওয়ায় তিনি অত্র শাখা হতে পরবর্তীতে ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে তার ব্যবসার প্রসার ঘটান। সর্বশেষ তিনি অত্র শাখা হতে আরও ৬,০০,০০০/- টাকা ঋণ দুই দফায় নিয়ে নিজস্ব পুকুরে প্রায় ০৭ একর জায়গায় মাছ চাষ এবং সেই সাথে হাঁস পালন করে আসছেন । এ অবস্থায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, পীরগঞ্জ শাখা, ঠাকুরগাঁও হতে ঋণ গ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত খুশি ও ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞ। বতমার্নে তাঁর বাৎসরিক নিট লাভ প্রায় ২০.০০ (বিশ লক্ষ) টাকা মাত্র।

বিরল শাখা, দিনাজপুর

ঋণ গ্রহণের তারিখ: ০৮.০২.২০২১
ঋণের পরিমাণ: ২,০০,০০০/-
ঋণের খাত: কৃষি জাতপন্য বাজারজাত করণ
তহবিলের উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (কৃষি)
সুদের হার: ৫%
ঋণের মেয়াদ: ৩০ মাস
৩০.০৬.২০২১ তারিখে ঋণ স্থিতি: ১,৩০,২৩৬/-

আমি আনসার সদস্য মোঃ মোজাহারুল ইসলাম, পিতাঃ মোহাম্মদ আলী, মাতাঃ মোছাঃ আমিরন নেছা, গ্রামঃ মাধববাটী, ডাকঘর- মাধববাটী, উপজেলা-বিরল, জেলা-দিনাজপুর। আমি আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, বিরল শাখা হতে ২০০৭ সালে ১ম দফায় ১০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে কৃষিজাত পণ্যের ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করি। ১ম দফা ঋণ নিয়ে যথানিয়মে পরিশোধ করে আমি ২য় দফায় ৫০,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করি। এভাবে সর্বশেষ ১৪তম দফায় ২,০০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়ে পর্যায়ক্রমে প্রথমে আমি ১০ টি লিচুর গাছ লাগাই এবং বাণিজ্যিক ভাবে লিচুর চাষ করি। বর্তমানে আমার নিচু বাগানে প্রায় দুই শতাধিক লিচু গাছ আছে। যা থেকে আমার বাৎসরিক ১০/১২ লক্ষ টাকা আয় করি এবং প্রতি বছর এই লিচু বিক্রির টাকা দিয়ে আমি ২ বিঘা ধানি জমি ক্রয় করি।

বর্তমানে আমি ও ৩জন কর্মচারী নিয়ে আমি আমার বাগান ও কৃষি কাজ দেখা শোনা করে আসছি। শুরু হতে বর্তমানে অত্র ব্যাংকের ঋণের কিস্তি যথাসময়ে পরিশোধ করে আসছি। আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বিরল শাখার অর্থায়নে আমার ব্যবসা সম্প্রসারনের সাথে আমার অতীতের আর্থিক অবস্থা টানা পোড়নে যেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে তেমনি এলাকায় বেশ সুনাম ও খ্যাতি অজন করেছি। বর্তমানে আমি আমার পরিবার পরিজন নিয়ে খুব সুখে ও স্বাচ্ছন্দে দিন অতিবাহিত করছি। ভবিষ্যতে আমি আরো একাধিক লিচু, আম, মালটা ও সবজির বাগান করতে চাই। ভবিষ্যতে ব্যাংক আমাকে বড় বিনিয়োগ করলে আমি আরো চিরকৃতজ্ঞ থাকব। আমার এ আর্থিক স্বচ্ছলতায় আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক সহ অংশীদার তাই আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক বিরল শাখার প্রতি আমি ও আমার পরিবার চিরকৃতজ্ঞ।